ক্যান্সারের চিকিৎসা নেয়ার কথা জানালেন প্রিন্সেস কেট
পৃষ্ঠা ২৮

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

28 March 2024, Thursday, 8th Year, Issue 367, 40 Pages

সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। —সম্পাদক

২৮ মার্চ ২০২৪, ১৪ চৈত্র ১৪৩০, ১৮ রমজান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৮ম, সংখ্যা ৩৬৭, পৃষ্ঠা: ৪০

নিউইয়র্কে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশি তরুণ নিহত

নিউইয়র্ক টাইমস

উইন রোজারিও

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এবার পুলিশের গুলিতে প্রাণ গেল এক বাংলাদেশি তরুণের। উইন রোজারিও নামে ১৯ বছর বয়সী যুবককে ওজন পার্কের নিজ বাসায় ঢুকে গুলি করে পুলিশ।

এরপর হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের মা বাবার অভিযোগ, তার নিরপরাধ ছেলেকে হত্যা করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল নিউইয়র্কের বাংলাদেশিবহুল ওজন পার্ক এলাকার ১০৩ স্ট্রিট ও ১০১ এভিনিউ। বাসা থেকে নিজেই ৯১১ নম্বরে কল করেন বাংলাদেশি তরুণ উইন রোজারিও। পুলিশকে জানান, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে মানসিক রোগের ইতি টানতে চান।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ ও সিবিএন টিভির উদ্বোধন

অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদকসহ কর্মীদের উচ্ছ্বাস। গতকাল নিউইয়র্কের উডসাইডের গুলশান টেরেসে। ছবি: প্রথম আলো

নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো

ইব্রাহীম চৌধুরী, সম্পাদক

এমনই এক শীতের মার্চে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে নিউইয়র্কে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু। মিলনায়তন ভর্তি প্রবাসীদের সামনে স্বপ্নদ্রষ্টা, ট্রান্সকম গ্রুপের তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রয়াত লতিফুর রহমান বলেছিলেন, প্রথম আলো এখন থেকে প্রবাসীদের কথা বলে যাবে।

আজ বাংলাদেশের বাইরে আরেক বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় দেশের বাইরে বৃহত্তর বাংলায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এখন দর্পিত ও গর্বিত নাম। শুধু আমেরিকা না মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে ইউরোপের দেশে দেশে কাজ করছেন নতুন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রকাশস্থল নিউইয়র্ক। এখন নিউইয়র্ক সিটিসহ আমেরিকার মূল ধারায় গুরুত্বপূর্ণ এথনিক মিডিয়া হিসেবে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকায় পরিচিত হয়ে উঠেছে। শুরু থেকেই আমরা সবার ইতিবাচক কাজ ও অবদানকে মর্যাদার আসনে বসানোর চেষ্টা করেছি। দেশের সংবাদপত্র আর প্রবাসে কমিউনিটি সংবাদপত্র এক নয়। ভিন্ন বাস্তবতায় কমিউনিটির লোকজনই

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

বোনাস বাড়িয়ে ডলার আনতে চায় সোনালী এক্সচেঞ্জ

রুদ্র মাসুদ

প্রবাসীরা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার লাইফ লাইন রেমিটেন্সের যোগানদাতা। টাকা পাঠানোর সময় তাই ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় মূল্যের দিকে সজাগ থাকেন সবাই। গত একবছর ধরেই ডলারের দামে পিছিয়ে ছিলো রাষ্ট্রায়াত্ব সোনালী এক্সচেঞ্জ। প্রতিদিন প্রবাসীদের সংখ্যা বাড়লেও এতে করে সোনালী এক্সচেঞ্জের গ্রাহক কমতে থাকে হু হু করে। ফলে রেমিটেন্স সংগ্রহে পিছিয়ে যায় প্রতিষ্ঠানটি। কারণ, যেখানে বাড়তি দাম থাকে সেখান থেকেই টাকা পাঠানোর প্রবণতাই বেশী।

এরই মধ্যে বোনাস বাড়িয়ে এবং ফি তুলে নিয়ে গ্রাহক ধরে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয় সোনালী এক্সচেঞ্জ। প্রতিযোগীতায় ফিরতে এবং গ্রাহক হ্রাস ঠেকাতে রমজানে আবারও ১ শতাংশ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসায় সিক্ত প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা

নিউইয়র্ক

২৭ মার্চ বিকেলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও শুভেচ্ছায় সিক্ত প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

ফরিদা ইয়াসমীন

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির উচ্ছ্বাস আনন্দ এবং ব্যতিক্রমের আতিশয্যে ভরপুর ছিল প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ৮ম বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠান এবং সিবিএন টিভির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, সিটি অফিসের কর্মকর্তা সংবাদপত্রসেবী, সম্পাদক, সাংবাদিক, লেখকসহ অগ্রসর জনসমাজের মেলা বসেছিল উডসাইডের গুলশান টেরেসে। কথায়, প্রতিশ্রুতিতে এবং কর্মে ভিন্ন ধারার অনুষ্ঠানে ঋদ্ধ হয়েছেন আগত সকল অতিথি।

পবিত্র রমজান এবং কর্মদিবসের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সময়মতো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিথিরা। ২৭ মার্চ বুধবার বিকেল সারে চারটার দিকেই সিটি অফিসের কর্মকর্তাদের আগমন শুরু হয়।

৮ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে **প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার** ১১২ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

সিটি মেয়র আসার জন্য আগাম নিরাপত্তা টিমও যথাস্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। বিপত্তি বাঁধে ওজন পার্কে পুলিশের হাতে একজন বাংলাদেশি তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ফলে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামকে ভিন্ন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

বিকেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লেখক, সাংবাদিক রহমান মাহবুবের আমন্ত্রণে পত্রিকাটির সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী ও নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক মঞ্চে উপস্থিত হন। এসময় মেয়র অফিসের এথনিক ও কমিউনিটি মিডিয়া বিষয়ক নির্বাহী পরিচালক হোজে বয়েনা, মেয়র

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

আরও ছবি পৃষ্ঠা ২২

আরএফকে জুনিয়রের রানিং মেট শানাহান

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি

নিকোল শানাহান

কেনেডি জুনিয়র

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নির্বাচনে তৃতীয় ধারার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডি জুনিয়র (আরএফকে) ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর রানিং মেটের নাম ঘোষণা করেছেন। দানশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে নতুন প্রজন্মের আমেরিকানদের কাছে পরিচিত ৩৮ বছর বয়সী আইনজীবী নিকোল শানাহানকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতার নাম ঘোষণা করেছেন। ২৬ মার্চ মঙ্গলবার এরএফকে জুনিয়রের এ ঘোষণার পরপরই ডেমোক্র্যাট শিবিরে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচনায় চলে আসার কারণে ট্রাম্প সমর্থকদেরও হামলার বাইরে নন আরএফকে জুনিয়র।

ডেমোক্র্যাটরা বলছে, আরএফকে জুনিয়রের তৎপরতা রিপাবলিকান প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই সাহায্য করবে। এবারের নির্বাচনে চরম রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে উদারনৈতিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া যখন সবচেয়ে জরুরি, তখন আরএফকে জুনিয়র এবং নিকোল শানাহানের পাওয়া প্রতিটি ভোট ডেমোক্র্যাট প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। রিপাবলিকানরা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিজিট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- বাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

For details information please contact
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

আমরা ৭ দিনই খোলা সপ্তাহে ৬ দিন খোলা থাকে

Fame Tech

Become a Backend Developer

Backend Development :
- Java
- Spring Boot
- Mongo BD
- REST API
- Software testing (Unit, Component, Integration)

Frontend Development :
- React JS
- Material US
- Fetch

Have you been thinking about starting your career as a software developer?

Have you been working as a QA or automation engineer, and want to move to software development?

Did you know backend and frontend developer's salary starts from 120k+, and sky's the limit?

37-07 74th street, Suite-3
Jackson Heights, NY-11372
+1(914) 468-3475

ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA

raju law

একটি **ভুল** আপনার অপেক্ষাকে আরো **দীর্ঘায়িত** করতে পারে। তাই অভিজ্ঞ অ্যাটর্নিদের পরামর্শ নিয়ে দ্রুততম সময়ে **গ্রিনকার্ড ও সিটিজেনশিপ** আবেদনের জন্য যোগাযোগ করুন-

Head Office (Washington DC)
301-919-3610

NEW YORK OFFICE
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375

BRANCH OFFICES
Atlanta : 770-655-9166
458-272-5793
Los Angeles : 323-499-5815
213-729-9345
Bangladesh : 01602-270365
01760-697648
01728-383454

934-345-7003
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকরাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টোডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব মোডিফিকেশন *সব ধরনের জিসা ও ফিয়ানসি জিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

**পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।*
***My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।*

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

জননেত্রী শেখ হাসিনা'র

অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি এবং
মানবতার ফেরিওয়ালা

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের
সফল সভাপতি (বর্তমান)
অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও আমেরিকায় শুভাকাংক্ষীদের
খোঁজখবর নিতে আশায় আমরা

অত্যন্ত আনন্দিত এবং

আগামী ২৯ শে মার্চ
নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে

ইফতার পার্টি

আয়োজনে ফরিদপুর প্রবাসীদের পক্ষ থেকে তাকে
একান্ত ধন্যবাদ জানাই ও
তার শারীরিক সুস্থতা কামনা করি।

আয়োজক ঃ শক্তি দাশ গুপ্তা

প্রচারে: ফরিদপুরবাসীর পক্ষ থেকে ।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ও প্রত্যাশা

কবি সুকান্তের ভাষায়-

“সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার, তবুও মাথা নোয়াবার নয়।”

২৬শে মার্চ ১৯৭১। মহান স্বাধীনতা দিবস। লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত জাতীয় দিবস। বিশ্বের বুকে লাল সবুজের পতাকা ওড়ানোর দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করে। আর এই দিনেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল- তাই ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বিজয়ের লাল সূর্য। আমরা স্বাধীন হলাম। পেলাম স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ। অর্থাৎ ১৯৭১-এ জন্ম নেয়া বাংলাদেশটির বয়স এখন ৫৩ বছর।

স্বাধীনতা মানে শৃঙ্খল ও শাষেণের করাল গ্রাস থেকে নিজের মুক্তি, আর আত্মোন্নয়নের পথে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হওয়ার সুযাগে লাভ। কিন্তু এ সুযাগে আমরা কতখানি সদ্ব্যবহার করেছি, কতখানি আমাদের শুভ অর্জন, তা মূল্যায়ন করে দেখার জন্য প্রতিবছর আমরা পালন করি স্বাধীনতা দিবস। আমরা খতিয়ে দেখি আমাদের ব্যর্থতার নেতিবাচক দিকগুলাে। আর প্রত্যাশা রাখি সুন্দর আগামীতে।যেনো স্বাধীনতার আরেকটি বছর আসার আগে নিজেরা আরেকটু উন্নত হতে পারি। আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারি দেশকে সেই প্রত্যাশা সকলের মাঝেই থাকে। আমরা চেয়েছিলাম শাষেণহীন একটি স্বাধীন দেশ, একটি প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা। আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন। চেয়েছিলাম শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, গণতান্ত্রিক চেতনায় আমাদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর একটি দেশ গড়ে তুলতে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মমতাময়ী মায়ের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে শূন্যের কোটা থেকে পূর্ণ হচ্ছে।

স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘাষেণা অকস্মাৎ সৃষ্ট কোনাে আবেগময় ঘাষেণা নয়। এর পেছনে রয়েছে বাঙালির আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জন ও আন্দোলন-সংগ্রামের সুদীর্ঘ রক্তাক্ত পথ। এই অমসৃণ পথ পাড়ি দিয়ে এই দিনে বাঙালি জাতি আরেক রক্তাক্ত পথে চলতে শুরু করল। অতঃপর দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ, সংগ্রাম, মৃত্যু, লাঞ্ছনা ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা লাভ করি বিজয়। হাতে পাই সবুজ-লালের মিশ্রণে তৈরি একটি পতাকা, একটি গর্বিত ভূখণ্ড। ‘৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ‘৫৪-এর সাধারণ নির্বাচন, ‘৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ‘৬৬-এর ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন, ‘৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান- এরকম অগণিত আন্দোলন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতি যে প্রত্যাশাকে লালন করে অগ্রসর হয়েছিল, তারপর একাত্তরের রক্তাক্ত মার্চের অসহযাগে আন্দোলন পেরিয়ে ছাব্বিশে মার্চে সেই প্রত্যাশা, সেই স্বপ্ন পরিণত হয়েছিল মহান স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায়। স্বাধীনতার দৃপ্ত ঘাষেণার মধ্য দিয়ে সেদিন নিপীড়িত ও বঞ্চিত বাঙালি জনগণের শাষেণমুক্তির প্রত্যাশা অর্জন করেছিল এক নতুন দিক-নির্দেশনা, নতুন মাত্রা। সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সমস্ত জাতি একাট্টা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামে। বাঙালি ছিল শাষিত, অত্যাচারিত এবং সকল ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। দেশের অর্থসম্পদ, চাকরির সুযাগে-সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই একচেটিয়া করত পাকিস্তানিরা। স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি ব্রিটিশ শাসনামলের মতাই পশ্চিম পাকিস্তানের কৃপার পাত্র হয়ে পড়েছিল। এমনকি, বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাদের চিরদিনের মতাে দাস করে দেওয়ার এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় উর্দুকে। কিন্তু বীর বাঙালি তা সহ্য করেনি—প্রতিবাদে, সংগ্রামে, আন্দোলনে নস্যাৎ করে দিয়েছিল তাদের সে ষড়যন্ত্র । অবশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির বিজয়ে শঙ্কিত পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তরে যে টালবাহানা শুরু করেছিল তাতেই বাঙালি বুঝতে সক্ষম হয় যে, এরা বাঙালিকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না। তখনই ছিড়ে যায় দুর্বল ঐক্যের রশিটা। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও নির্দেশে সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য মানসিক ও বাস্তব প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। ২৬ মার্চ আসে সেই সুযাগে, স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘাষেণা এবং বাঙালিদের সশস্ত্র প্রতিরাধে। তাই এদিন আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহালগ্ন।

> সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশার কথা হলো, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম স্বাধীনতার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। এই প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নেয়ার দীক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে। এ জন্য এদের হাতে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে দেয়া জরুরি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ও অসাম্প্রদায়িক, কল্যাণমুখী, মানবিক, প্রগতিশীল স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। মানুষের মৌলিক অধিকার ও ন্যায়সংগত অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা, শোষণ, বৈষম্য, অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সুখীসমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম। এই দিনটি বাঙালির জীবনে বয়ে আনে একই সঙ্গে আনন্দ-বেদনার অমম্র-মধুর অনুভূতি। একদিকে হারানোর কষ্ট অন্যদিকে প্রাপ্তির আনন্দ। তবে শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব হারিয়েও স্বাধীনতা প্রাপ্তির অপার আনন্দই বড় হয়ে ওঠে প্রতিটি বাঙালির কাছে। গৌরবোজ্জ্বল এই দিনটি প্রতিবছর আসে আত্মত্যাগ ও আত্মপরিচয়ের বার্তা নিয়ে। স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য। নব উদ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা নিয়ে আসে এই দিন।

সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশার কথা হলো, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম স্বাধীনতার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। এই প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নেয়ার দীক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে। এ জন্য এদের হাতে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে দেয়া জরুরি। জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে সঠিক ইতিহাস সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাসবিকৃতি রোধের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে। দল কিংবা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে কল্যাণমুখী রাজনীতির চর্চা করতে হবে।

আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৩ বছর। দীর্ঘ এই ৫৩ বছরে ইতিহাসের পাতায় আছে পাওয়া না পাওয়ার শত কথা। অতীতের সকল দুঃখ কথা ভুলে আগামীর দিনে নতুন প্রত্যাশায় এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। ইতিহাসের নতুন অধ্যায়টিতে প্রবেশ করতে গিয়ে নতুন প্রজন্মের বোঝা উচিত যে, স্বাধীনতা মানে শুধু পরাধীনতা থেকে মুক্তি নয়, নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন ও শুধু নয়। স্বাধীনতা হলো- স্বাধীন রাষ্ট্রে সার্বভৌম জাতি হিসেবে টিকে থাকার আয়োজন। স্বাধীনতা মানে ইচ্ছার স্বাধীনতা, রাজনীতির স্বাধীনতা এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক মুক্তি। বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে স্পষ্টভাবেই উচ্চারণ করেছিলেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এই মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামীদের মতোই স্বপ্ন ও সাহস এগিয়ে আসুক, এটিই আমাদের প্রত্যাশা। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য বেশি প্রয়োজন সংগ্রাম ও শক্তির। আর স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন প্রযুক্তি, কৌশল, ঐক্য ও ন্যায়বোধ। এ ছাড়া স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা ও সৎ বিবেচনাকে কাজে লাগানো একান্ত অপরিহার্য।

যথেষ্ট সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ না হলে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় না। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিতে হয় এবং থাকতে হয় সদা সতর্ক। তাই স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করে একে রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য মনে করা উচিত। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের এই মৌল চেতনা সবাইকে অনুপ্রাণিত করুক এটাই মহান স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক, বেশিরভাগ সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে ছাড়িয়েছে তো অনেক আগেই। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক জীবনমানসম্পন্ন একটি সুখী সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে আজ এ দেশের অবস্থান। বাংলাদেশের এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য।

দেশের প্রত্যেক মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে হবে। কেননা এই দেশ বঙ্গবন্ধুর, এ দেশ বাঙালির, এ দেশ আমার আপনার সবার। তাই দেশের উন্নয়নে সকলকেই দেশপ্রেমী হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতির স্বাধীনতা

ড. মো. আনিসুজ্জামান

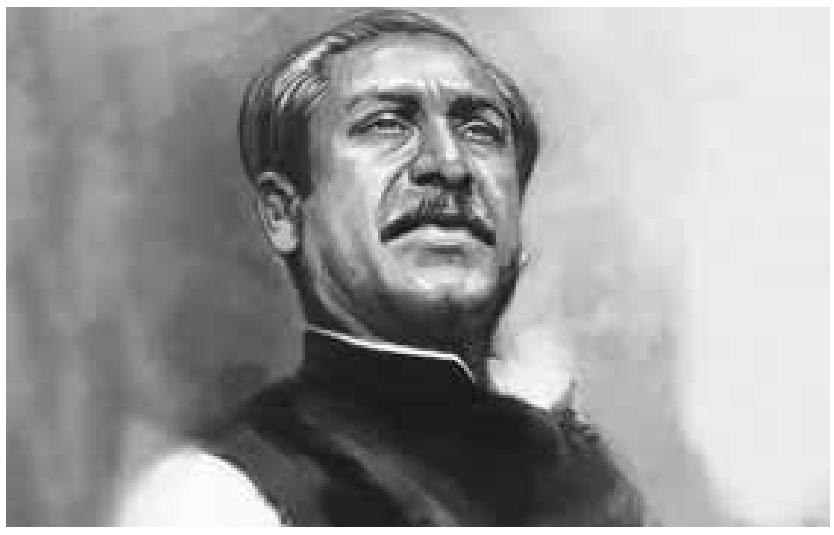

আজ ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা দিবস। ৫৩ বছর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয় বাংলার স্বাধীনতা। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক একটি দেশের অভ্যুদয় ঘটে। নতুন সূর্যের আলোর মধ্যে দিয়ে এই দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশকে স্বাধীন করতে বাঙালিরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করবে। আপন পরিচয় খোঁজার লক্ষ্যে সেদিন বাঙালি জাতি গর্জে উঠেছিল। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি অর্জন করেছিল স্বাধীনতার সোনালি সূর্য। আজকে স্বাধীনতা দিবসের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তের মধ্যে প্রথমেই যে কথা মনে পড়ে, তা হলো এ দেশের অসংখ্য দেশপ্রেমিক শহীদের আত্মদান। আজ ব্রিটিশদের শাসন নেই, পাকিস্তানিদের অত্যাচার–বৈষম্য নেই, নেই কোনো জমিদারি। আজ বাঙালি স্বাধীন।

২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা হঠাৎ সৃষ্ট কোনো আবেগময় ঘোষণা নয়। এর পেছনে রয়েছে বাঙালির আত্মত্যাগ, আন্দোলন-সংগ্রামের সুদীর্ঘ রক্তাক্ত ইতিহাস। মোহম্মদ আলী জিন্নাহ’র দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তখন বাংলার এই অংশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। দীর্ঘদিনের ইংরেজ শোষণ-শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার সুবাতাস পাবে, তা ছিল এই অঞ্চলের মানুষের একান্ত প্রত্যাশা। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও এ অঞ্চলের মানুষের শোষণ থেকে মুক্তি ঘটেনি। নিজ ভূমিতে অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। ফলে স্বৈরাচারি শাসক গোষ্ঠীর যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকা মানুষের মনে ধীরে ধীরে দানা বাঁধে স্বাধীনতার স্বপ্ন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি বলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ তাঁর মন্ত্রমুগ্ধময় ভাষণে পুরো জাতি এক কাতারে এসে দাঁড়ায়।

মূলত এই একটি বাক্যের মাধ্যমে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সুগঠিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে প্রেরণা পেয়ে সেদিন বাঙালি জাতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, রক্ত দিয়ে হলেও এ দেশকে স্বাধীন করবে। ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর কর্মকাণ্ড দেখে বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানিরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। সংগ্রাম করেই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ জন্য তিনি তাঁর ভাষণে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি পাড়া-মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ‘যার যা কিছু আছে, তা নিয়ে প্রস্তুত’ থাকার কথা বলেন। ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা’র কথা বলেন। এভাবে তিনি মূলত একটি স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।

স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম একদিনে সংঘটিত হয়নি। বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে এ সংগ্রাম মহীরুহ রূপ পেয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ধাপ। ইতিহাসবিদদের মতে, ভাষা আন্দোলনেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। এরপর ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা প্রণয়ন ও তৎপরবর্তী আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনার মধ্যেই স্বাধীনতার স্বপ্ন নিহিত ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে এ দেশের মানুষ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিল। নির্বাচনে বিপুল জয়ের পরও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। এরই মধ্যে ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে থাকে অস্ত্র আর সামরিক বাহিনী। এরপর ‘পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নয়, মাটি চাই’ বলে হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করে ঢাকা ত্যাগ করেন পৃথিবীর অন্যতম জঘন্য গণহত্যার হোতা ইয়াহিয়া খান।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারেই শুরু হয় ইতিহাসের ঘৃণিত হত্যাযজ্ঞ, যা ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে পরিচিত। এ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে হামলা চালায় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। তারা নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় পিলখানা, রাজারবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। ইতিহাসের ঘৃণ্যতম এ গণহত্যাই বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনকে চরমতম রূপ দেয়। মধ্যরাতের পর হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গ্রেপ্তারের পূর্বেই; অর্থাৎ, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে গোপন তারবার্তায় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর স্বাক্ষরিত ঘোষণাবার্তাটি তৎকালীন ইপিআরের ট্রান্সমিটারের সাহায্যে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। এরপর চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ ও ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচারিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণা। ২৬শে মার্চ দুপুরে এম এ হান্নানও চট্টগ্রামের কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম।

দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে এ দেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে, মা-বোনেরা সম্ভ্রম হারিয়েছে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, গ্রামের পর গ্রাম। হানাদার পাকিস্তানিদের দোসর এ দেশের রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তিবাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানিদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মুক্তিপাগল এ দেশের মানুষ সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন করে। এ দেশের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, ইপিআর, পুলিশ, সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে।

আজ বাংলাদেশ স্বাধীন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ৫৩ বছরে পদার্পণ করেছে। তাই পেছন ফিরে তাকালে আমাদের স্বস্তির অনেক কারণ পাওয়া যায়। অন্তত এ ৫৩ বছরে আমাদের অর্জন খুব একটা কম নয়, এক কথায় অসামান্য। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মের সময় পৃথিবীর অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত দেশ ছিল এটি। মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে এসে আজ তা নেমে এসেছে ২০ শতাংশের নিচে, যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি বর্তমান সরকার, তথা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার অদম্য সাফল্য। গত এক দশকে বাংলাদেশের স্থিতিশীল জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন, এমনকি মহামারির সময়ও এ দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে।

আমরা এখন উন্নয়ন মহাযজ্ঞের সুবিশাল যাত্রা অতিক্রমের মহাসন্ধিক্ষণে অবস্থান করছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য অনেক। লিঙ্গ সমতা, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পগুলো সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী পদক্ষেপের কারণে।

২৬ মার্চ আমাদের জাতির আত্মপরিচয় অর্জনের দিন। পরাধীনতার শিকল ভাঙার দিন। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। অনেক রক্ত, ত্যাগ–তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। আমরা এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। এ স্বাধীনতাকে আমাদের যেকোনো মূল্যে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। স্বাধীনতার চেতনা পরিপন্থী কোনো কাজে লিপ্ত না হয়ে স্বনির্ভর, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে সকলকে। সুখী, সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়তে পারলেই স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন পূরণ হবে। তাই স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করে একে রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য মনে করা উচিত। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের এই মৌলিক চেতনা সবাইকে অনুপ্রাণিত করুক—এটাই মহান স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যাশা। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

জাকাত কি শুধু রমজানেই দিতে হয়

ধর্ম

আবদুল আযীয কাসেমি

জাকাত ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। ইসলামের ভিত্তি যে পাঁচ মৌলিক স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে জাকাত অন্যতম। জাকাতের ফরজ হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমে বিভিন্ন আঙ্গিকে বারবার উদ্ধৃত করেছেন। সালাতের মতো মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা পাশাপাশি জাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন কোরআনে কারিমের ২৭টি স্থানে। এ ছাড়া জাকাতের কথা আলাদা করে বলা হয়েছে আরও ৩ স্থানে।

বলতে গেলে কোরআনে কারিমের মোট ৩০টি জায়গায় আল্লাহ তাআলা জাকাত আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কেউ যদি জাকাত অস্বীকার করে, তবে সে আর মুমিন থাকবে না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবীজির ইন্তেকালের পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)–এর শাসনামলে কিছু গোত্রের লোকজন জাকাত আদায় করতে অস্বীকার করে। হজরত আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফলে এই ফিতনা চিরকালের জন্য দমিত হয়ে যায়।

জাকাতের ফরজ। যদি কেউ আদায় না করে, তার ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহে ভয়াবহ হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা সোনা–রুপা সঞ্চিত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় না করে, আপনি তাদের যাতনাদায়ক শাস্তির সুখবর (দুঃসংবাদ) শুনিয়ে দিন। (শাস্তি হবে সেদিন) যেদিন ওই ধনসম্পদ দোজখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা ওদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে (আর বলা হবে) এ হচ্ছে তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিলে। এখন তোমরা সঞ্চয় করার শাস্তি আস্বাদন করো।’ (সুরা তাওবা: ৩৪-৩৫)

হজরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা যাকে সম্পদ দান করেছেন, আর সে তার জাকাত আদায় করে না, কেয়ামতের দিন সে সম্পদকে মাথায় টাকপড়া বিষধর সাপের আকৃতি দেওয়া হবে। যার চোখের ওপর দুটি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপ কেয়ামতের দিন তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সেটি তার মুখে দংশন করতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার সম্পদ! আমি তোমার সঞ্চয়!’ (সহিহ্ বুখারি)

কোনো মুসলমান, সাবালক ও স্বাধীন মানুষ যখন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তখন তার সে সম্পদের আড়াই শতাংশ জাকাত হিসেবে জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত লোকদের প্রদান করতে হবে। জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো সে সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত হতে হবে। অর্থাৎ যেদিন থেকে কেউ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন, সেদিন থেকে হিসেব করে ঠিক এক চান্দ্রবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর জাকাত আদায় করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

নিসাব হলো, কারও কাছে যদি সাড়ে সাত ভরি সোনা, কিংবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপা, কিংবা এই দুটির কোনো একটির সমপরিমাণ মূল্যের নগদ অর্থ কিংবা ব্যবসায়িক পণ্য থাকে তখন তিনি নিসাবের মালিক বলে গণ্য হন। বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার মূল্য ২ হাজার ১০০ টাকা। ক্রয়মূল্য ধরে সর্বোচ্চটা হিসাব করলে, কারও কাছে যদি ১ লাখ ১০ হাজার টাকা নগদ অর্থ, কিংবা সমপরিমাণ মূল্যের ব্যবসায়িক পণ্য, কিংবা উপর্যুক্ত চার ক্যাটাগরির সম্পদের সর্বমোট মূল্য ওই টাকার সমপরিমাণ হয় তবুও জাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ওয়াজিব হওয়ার এক চান্দ্রবর্ষ অতিবাহিত হওয়ার পর জাকাত আদায় করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, রমজানেই জাকাত আদায় করতে হবে? এর উত্তর হলো, না। রমজানে আদায় করা জরুরি নয়। বরং যেদিন বছর পূর্ণ হবে, সেদিনই আদায় করতে হবে। তবে বর্ষপূর্তির আগে জাকাত আদায় করায় নিষেধ নেই। পাশাপাশি হিসেবের সুবিধার্থে এবং অধিক সওয়াব লাভের বাসনায় কেউ যদি রমজান থেকে রমজান বছর ধরে জাকাত আদায় করে, তাতেও দোষের কিছু নেই। বরং এতেই খানিকটা সুবিধা বেশি।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

নারী মুক্তিযোদ্ধারা আড়ালেই রয়ে গেলেন

শাওন মাহমুদ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, শোকের পাহাড় পারায়ে গর্বিত বাংলাদেশের জন্মের কথা বলে। যারা এই শোকের পাহাড়ে নিজেকে উৎসর্গ করে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ এনে দিয়েছেন, তাঁদের কথা ভুলে গেলে চলবে না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই আলোকিত মানুষগুলো বেঁচে থাকুক আমাদের হৃদয়জুড়ে, প্রতিটি হৃদ্‌কম্পে।

২০১২ সালে এক বিবৃতিতে তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী এ বি তাজুল ইসলাম বলেছেন, মোট গেজেটভুক্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা ২০৩ জন। বর্তমানে মোট বীরাঙ্গনা নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪১৬ জন।

দুঃখের বিষয় যে, নারী মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরাঙ্গনার তালিকা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। লাখ লাখ নারী রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বাইরে রয়ে গেছেন। অনেকেই হয়তো এই উপেক্ষার জীবন যাপন শেষে মারা গেছেন। আর বাদবাকিরা জীবনের শেষ অধ্যায় পার করছেন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪১ বীরাঙ্গনাকে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে প্রথম গেজেট প্রকাশ করে ২০১৫ সালে। কিন্তু ২০২২ সাল পর্যন্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা পাওয়া যায় মাত্র ৪৪৮ জন।

যে সমস্ত নারী অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন, সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁদের বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। যে সমস্ত নারী ধর্ষিতা হয়েছিলেন এবং পরে যুদ্ধশিশুর জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁদের সংগ্রাম ছিল ভয়াবহতম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষিত হয়েছেন দুই লাখেরও অধিক নারী। সুসান ব্রাউন মিলার রচিত Men, Women and Rape—বইটিতে এই তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া যুদ্ধের ঠিক পরপর বাংলাদেশে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার শল্যচিকিৎসক ডা. জিওফ্রে ডেভিস। লন্ডন গিয়ে তিনি বলেন, নয় মাসে যে নারীরা ধর্ষিত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা, তাঁদের অনেকেরই সম্ভাবনা আছে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার, অনেকে ভুগতে পারেন বারবার, জীবনভর। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, ১ লাখ ৭০ হাজার নারীর গর্ভপাত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ নিজেই পালন করেছেন সন্তানকে।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণকে ১০টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে নারীর এই বহুমাত্রিক অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি ও বিভাজনটি এ রকম—

১) সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে নারী;

২) আশ্রয়দাত্রী, অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারিণী হিসেবে নারী;

৩) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নাবান্না, খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহকারিণী হিসেবে নারী;

৪) সেবা-সুশ্রূষার কাজে নিয়োজিত নারী;

৫) তথ্য সরবরাহ ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নারী;

৬) অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য ও ওষুধ সংগ্রহ ও সরবরাহের কাজে নিয়োজিত নারী;

৭) রাজনীতিক ও সংগঠক হিসেবে নারী;

৮) অনুপ্রেরণার উৎসরূপে নারী;

৯) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার কাজে নিয়োজিত নারী; এবং

১০) শরণার্থীদের সাহায্য সহযোগিতায় বাঙালি ও প্রবাসী নারী।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের বীরত্বগাঁথার কথা কখনোই জোরালো কণ্ঠে বলা হয় না। জীবিত মুক্তিযোদ্ধারাও শুধু নিজেদের পৌরুষদীপ্ত বীরত্বের গল্পে ভরিয়ে রাখেন। নারী মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ নারী বুদ্ধিজীবী হিসেবে বহু সাহসী নারী শিক্ষক, সংস্কৃতি কর্মী, সংগঠকের ভীষণ বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকলেও, তাঁদের নাম কখনো সবার সামনে উঠে আসেনি। এবং যেহেতু তালিকাগুলো এখন পর্যন্ত সমাপ্ত হয়নি, সেহেতু অনেকের নাম ইতিহাসের পাতায় ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, কালরাত্রিতে গণহত্যা শুরুর পর সারা দেশের মানুষ স্তম্ভিত হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে নিজ নিজ রাজনৈতিক অবস্থান কোনো বিষয় ছিল না। গণজোয়ারে ভেসে এসেছিল গণযুদ্ধের দাবি।

পিরোজপুরের সাহসী নারী ভাগীরথীর কাহিনি মুক্তিযুদ্ধের এক শিহরণ জাগানিয়া বীরত্বগাঁথা। ভিক্ষুক সেজে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন খোঁজ-খবর এনে দিতেন তিনি এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের। পরে রাজাকারেরা তাঁকে ধরিয়ে দেয় পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে। ভাগীরথীকে জিপের পেছনে বেঁধে টানতে টানতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে আঞ্জুমান আরাকে মালবাহী ট্রেনের গরম কয়লার চুল্লিতে নিক্ষেপ করে মেরেছিল বিহারিরা। তিনি এবং তাঁর স্বামীর অপরাধ—ওনারা অন্য বাঙালিদের আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজেদের বাড়িতে। শিক্ষক হেলেনা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন এবং তাঁর স্বামী কদর আলী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুধু এ কারণে হেলেনাকে গুলি করে হত্যা করে রাজাকার এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী। শহীদ হেলেনা নবগঙ্গা নদীর জলে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন, লাশ হয়ে। এমন শত শত নারী নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন আমাদের জন্য। কিছুই চাননি তাঁরা, একটি স্বাধীন অসম্প্রদায়িক ভূখণ্ড ব্যতীত।

আমাদের এই আলোকিত মানুষগুলোকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। তাঁদের বীরত্বগাঁথা শোনানো হয়নি আমাদের। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। মনে রাখতে হবে, ত্রিশ লাখ শহীদ যত সহজে বলা যায়, বিষয়টা তত সহজ নয়। ত্রিশ লাখ শহীদের প্রত্যেকে একজন মানুষ ছিল, তাঁরা কারও সন্তান ছিল, তাঁদের নাম ছিল, পরিচয় ছিল। এই বাংলার মাটিতেই তাঁদের জন্ম হয়েছিল।

বলতে পারেন, কয়জন জীবিত মুক্তিযোদ্ধা এসব কথা প্রজন্মকে জানিয়েছেন? রাষ্ট্র কয়জনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন? তাঁদের কয়জনের বীরত্বগাঁথাকে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টান্ত করে রেখেছেন? কয়জনের আত্মত্যাগের কথা নতুন প্রজন্মকে বলেছেন? প্রশ্ন রেখে গেলাম।

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

KARNAFULLY TAX SERVICES INC
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক

We are Licensed by the IRS CPA & Enrolled Agent এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Tax Returns Amendment
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2s, Pay Checks,
- Pay stubs, Sales Tax, Quarterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership (LLC/SMLLC)

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adiustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
NOTARY PUBLIC
IRS ENROLLED AGENT
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Office Hours: Monday - Saturday 10:00am - 8pm

Representation taxpayers IRS & State tax audit
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

NSA NATP Member of AICPA naea
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights
Ph: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

JAMAICA OFFICE
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY 11432
Ph: 929-399-2004
929-399-2007
Fax:929-399-2030

karnafullytax@yahoo.com | www.karnafullytax.com

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মনোনয়ন পেয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান ওসমান সিদ্দিক

উত্তর আমেরিকা অফিস

ওসমান সিদ্দিক

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশি আমেরিকান ওসমান সিদ্দিককে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডুকেশন বোর্ড (এনএসইবি) এর সদস্য মনোনয়ন করেছেন। এম. ওসমান সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ উপাচার্য মরহুম অধ্যাপক ড. এম ওসমান গণির সন্তান। তিনি ভাই ড. ওসমান ফারুক বাংলাদেশ সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী।

হোয়াইট হাউজে থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতি থেকে ওসমান সিদ্দিকের মনোনয়নের তথ্য জানা গেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৪ সদস্যের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডুকেশন বোর্ড (এনএসইবি) ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডুকেশন প্রোগ্রামের জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা ও তদারকি প্রদান করে থাকে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডুকেশন প্রোগ্রাম ডেভিড এল. বোরেন স্কলারশিপ ও ফেলোশিপসহ একাধিক ফেলোশিপ এবং পুরস্কার দিয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো বিদেশি সংস্কৃতি ও ভাষাকে কার্যকরভাবে বোঝার এবং যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সক্ষমতা বাড়ানো।

এনএসইবি মূলত অলাভজনক সংস্থার বিশেষজ্ঞ ও একাডেমিয়া থেকে যারা জাতীয় নিরাপত্তা শিক্ষা কর্মসূচিতে মূল্যবান সহায়তা প্রদান করেন তারাসহ রাষ্ট্রপতির নিয়োগপ্রাপ্ত ছয় সদস্য নিয়ে গঠিত।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে গণহত্যা দিবস পালন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কস্হ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ২৫ মার্চ সোমবার "গণহত্যা দিবস" পালন করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে এ বিশেষ দিবসটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাত্রে ঢাকাসহ সারাদেশে ইতিহাসের যে নৃশংসতম ও বর্বরতম হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ২৫ শে মার্চের কালরাতে নিরীহ, নিরস্ত্র, শান্তিকামী সাধারণ মানুষের উপড় যে গণহত্যা সংঘটিত হয়, তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক ন্যাক্কারজনক অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস ঘোষণা করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে কনসাল জেনারেল এ দিবসটির পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের উপর আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সকলকে যার যার অবস্থান থেকে আরো জোরালো ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে তিনি সকলের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে তিনি সকলকে জাতির পিতার 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন, শহিদ জাতীয় চার নেতা ও সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২৫ শে মার্চ কালরাতসহ স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহিদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্মার্ট টেক আইটি সল্যুশন পেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড

উত্তর আমেরিকা অফিস

স্মার্ট টেক আইটি সল্যুশন কে ন্যানিদ জ্যাচারি (ক্যামেরুনস পার্মানেন্ট রিপ্রেজেন্টিটিভ ইউনাইটেড ন্যাশনস) মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন লাইফটাইম অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন। ২৩ মার্চ শনিবার ম্যানহাটন অডিটোরিয়ামে প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়েছে । আইটি জগতে অভূতপূর্ব অবদান রাখার জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই গালা প্রোগ্রামে সার্টিফিকেট, গোল্ড মেডালসহ আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়, সিইও সারওয়ার আহমেদ ও ডিরেক্টর মোঃ আব্দুস সোবহান এগুলো গ্রহন করেন।

এই প্রোগ্রামে আরও দুইজন বাংলাদেশী প্রিসিলা ফাতেমা সোস্যাল ওয়ার্কার হিসেবে ও তামজিদ ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট হিসেবে পুরস্কার পান।

মোঃ আব্দুস সোবহান জানান, স্মার্ট টেক আইটি সল্যুশন গত পাঁচ বছর ধরে দেশী কমিউনিটিসহ সকল কমিউনিটিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শতাধিক মানুষ কোর্স করে নিজেরদের ক্যারিয়ার গড়তে পারছে আইটিতে। ১০০ হাজার ডলার ইনকাম করতে পারছে অনায়াসেই। স্মার্ট টেকের এই সাফল্য আমাদের সাফল্য। এই সাফল্যের পর স্মার্ট টেক আরও উজ্জীবিত হয়ে নতুন পরিসরে স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পারবে বলেই তার বিশ্বাস।

যখন কোনো ইস্যু নেই, তখনই ভারত বিরোধিতা: কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

যখন কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নেই, তখনই বিএনপি ভারত বিরোধিতা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) সকালে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে কাদের বলেন, এ বিরোধিতা আগেও হয়েছে। এই বিরোধীরা পাকিস্তান আমলে বিরোধিতা করেছে। যখন কোনো ইস্যু থাকে না, তখনই ভারত বিরোধিতা। এখনও সেটা হচ্ছে। নতুন কিছু না। তিনি বলেন, আজ আমাদের দেশের স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক হয়। এত বছর পরও সেই বিতর্ক চলছে। আমাদের বক্তব্য, ঘোষণার পাঠক ঘোষক হতে পারে না।

ওবায়দুল কাদের বলেন, আবুল কাশেম, এম এ হান্নান, অনেকেই ঘোষণা পাঠ করেছেন। সেখানে জেনারেল জিয়াও বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণার পাঠ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কে ঘোষক? এ বিতর্কের অবসান তখনই হবে যখন আমরা সত্যের অনুসন্ধান করতে যাব। সেটা হচ্ছে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণার ম্যান্ডেট এই অঞ্চলের জনগণের পক্ষ থেকে একমাত্র বঙ্গবন্ধুই পেয়েছিলেন। আর কারো কোনো বৈধ অধিকার নেই স্বাধীনতার ঘোষক হওয়ার।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আজ এত বছর পর আমাদের ভাবতে হচ্ছে এ দেশেরই মানুষ, এ দেশেরই অগণতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিয়ে।

শিল্পায়নে পানি দূষণ পরিদর্শন

হবিগঞ্জ

তোফাজ্জল সোহেল

হবিগঞ্জে শিল্পায়নে পানিদূষণ পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার। জেলার মাধবপুর, শায়েস্তাগঞ্জ ও সদর উপজেলার বেশ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেছেন তারা। এসময় সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

২৩ মার্চ শনিবার দুপুরে ছাতিয়াইন ইউনিয়নের খড়কির গাং ও ছাতিয়াইন খাল এর পাশে গুপলপুর এলাকায় মতবিনিময় সভায় খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার ও ' হাওর রক্ষায় আমরা' এর সমন্বয়কারী তোফাজ্জল সোহেল সভাপতিত্ব করেন। এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জের সভাপতি অধ্যাপক মো :ইকরামুল ওয়াদুদ, হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শোয়েব চৌধুরী ও সাংবাদিক আব্দুল হালিম।

পরিবেশকর্মী আব্দুল কাইয়ুম এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সাবেক সেনা সদস্য ফজলুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার আজহারুল হোসেন বাবুল, ছাতিয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মোঃ আশিক মিয়া, পরিবেশকর্মী শামীম আহমেদ, ইমাম মির্জা মোজাম্মেল, ব্যবসায়ী নুরুদ্দিন আহমেদ, উন্নয়নকর্মী চাঁদ সুলতানা চৌধুরী শাবানা, এখলাছুর রহমান, কামাল মিয়া প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নিক্ষেপের কারণে সাম্প্রতিককালে ছাতিয়াইন খাল চরম ভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধের জন্য বাড়ি ঘরে থাকা যায় না। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। খালটিতে দূষিত কালো রঙের বর্জ্য এর স্তর খুব গাঢ় হয়ে আছে। একসময় এই খালের উপর নির্ভরশীল ছিল এলাকার কৃষক। এখন কৃষিকাজসহ পানি ব্যবহারকারীরা পরেছেন মারাত্মক বিপাকে। ছাতিয়াইন খালের দূষণ খড়কির গাঙ হয়ে এক অংশ তিতাস এবং ওপর অংশ খাষ্টি নদী ও মেঘনা হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল বলেন, কলকারখানার উৎসে বর্জ্য পরিশোধন বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই এলাকায় তা অনুপস্থিত। আমরা হবিগঞ্জ অঞ্চলের বিশেষ করে মাধবপুর শায়েস্তাগঞ্জ এবং সদরের কলকারখানার দূষণ থেকে মানুষকে বাঁচানোর কার্যকর কোন পদক্ষেপ দেখছিনা। পরিবেশ আইনসহ দেশের সকল আইন অমান্য করে কলকারখানাগুলো অপরিশোধিত বর্জ্য নিক্ষেপ করছে নদীসহ আশপাশের জলাশয় ও কৃষি জমিতে। মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কারণে মানুষের জীবন জীবিকা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, দিনব্যাপী এই পরিদর্শনে পরিদর্শক দল রতনপুর, পিয়াইম, উছাইল , রাজিউরা, চরিপুর, করাবসহ বিভিন্ন স্থানের নদী ও খালে শিল্প দূষণের আলামত প্রত্যক্ষ করেন এবং স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন।

১৮ কোটি মানুষের প্রশ্ন, গণতন্ত্র কোথায় গেল: মঈন খান

ঢাকা অফিস

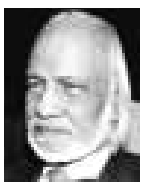

মঈন খান

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, আজকে ৫৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের একটি প্রশ্ন, গণতন্ত্র কোথায় গেল? সেই দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি কোথায় গেল?

মঙ্গলবার ২৬ মার্চ সকাল ৯টায় সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণের পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপের সময় এ কথা বলেন ড. আব্দুল মঈন খান।

মঈন খান বলেন, 'একটি সরকার আজকে দেশে এসেছে, সেই সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা মুখে বলে গণতন্ত্র, তারা বাস্তবে করেছে একদলীয় শাসন। এবার করেছে বাকশাল টু। এটা আমার কথা নয়, এটা বিশ্ববাসীর কথা।'

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, বিরোধী দলের ৫০ লক্ষ নেতা-কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগে তাদের আসামি বানানো হয়েছে। এখানে যদি মানুষের ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকে, এখানে যদি মানুষের গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ না থাকে, তাহলে আজকে যারা কবরে শায়িত মুক্তিযোদ্ধা তাদের প্রশ্ন, কেন তারা এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর আজকে আওয়ামী লীগ সরকারকে দিতে হবে।

টংক আন্দোলনের নেত্রী কুমুদিনী হাজং মারা গেছেন

ঢাকা ডেস্ক

ব্রিটিশ শাসনামলে ঐতিহাসিক টংক আন্দোলন ও হাজং বিদ্রোহের নেত্রী কুমুদিনী হাজং (১০২) মারা গেছেন। ২৩ মার্চ শনিবার দুপুরে নিজ বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর সীমান্তে বহেরাতলীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কুমুদিনীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার স্বজন বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির পরিচালক গীতিকার সুজন হাজং।

পল্টন হাজং বলেন, কুমুদিনী হাজং বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন। তার এক মেয়ে ঢাকায় থাকেন। পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়স্বজনেরা আসার পর রোববার সকালে সোমেশ্বরী নদীর বিজয়পুর ঘাটে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নের কথা রয়েছে। কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মনি সিংহ'র নেতৃত্বে টংক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয় দুর্গাপুরের হাজং সম্প্রদায়। এরই অংশ হিসেবে কুমুদিনী হাজংয়ের স্বামী লংকেশ্বর হাজং অন্দোলনে জড়িত হন।

১৯৪৬ সালে ৩১ জানুয়ারি বহেরাতলী গ্রামে লংকেশ্বরের বাড়িতে হানা দেয় ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর সশস্ত্র সেনারা। এ সময় স্বামীর অবস্থান জানাতে না চাইলে কুমুদিনীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে নারী নেত্রী রাশিমনি হাজংয়ের নেতৃত্বে শতাধিক হাজং নারী-পুরুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

কুমুদিনীকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে নৃশংসভাবে তাদের ওপর গুলি চালানো হয়। এতে রাশিমনি ও সুরেন্দ্র হাজংসহ বেশ কয়েকজন নিহত হন। পরে সেনারা কুমুদিনীকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

ওই ঘটনার পর সংজ্ঞাহীন কুমুদিনী হাজংকে গ্রামবাসীরা বহেরাতলীর অদূরে গভীর পাহাড় ঘেরা আড়াপাড়া অরণ্যে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মনি সিংহ-এর গোপন আস্তানায় নিয়ে যায়। সেখানে আগে থেকেই ছিলেন কুমুদিনীর স্বামী ও ভাসুররা।

ঘটনায় সরকার হাজং অধ্যুষিত গ্রামগুলোর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি সরকার বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলাও দায়ের করে। মামলায় কমরেড মনি সিংহ, লংকেশ্বর হাজং তাঁর তিন ভাই ও কুমুদিনী হাজংসহ অনেক হাজং আন্দোলনকারীকে আসামি করা হয়।

সে সময় সুসং অঞ্চলের প্রায় সকল হাজং পরিবারকেই পুলিশের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে ফেরারী জীবন যাপন করতে হয়েছিল। কুমুদিনী হাজং পুলিশের অত্যাচার ও গ্রেফতার এড়াতে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার লক্ষ্মীকুড়া গ্রামে বলেশ্বর হাজং এর বাড়িতে আত্মগোপন করেন। কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে সেজন্য বলেশ্বর হাজংয়ের পরামর্শে কুমুদিনী হাজংয়ের নাম বদলে 'সরস্বতী' রাখা হয়েছিল। আন্দোলনের মুখে ১৯৫০ সালে বিলুপ্ত হয় টংক প্রথা।

এমপি হওয়া মানে মাল বানানো নয়: ব্যারিস্টার সুমন।

শখে শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কে সফররত হবিগঞ্জ-৪ আসনের সাংসদ ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন এমপি বলেছেন আমি সাড়ে নয় লাখ টাকা পুজি নিয়ে নির্বাচনে নেমেছিলাম আর এমপি হয়ে দুই মাসে ঊনত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছি। এমপি হওয়া মানে কিন্তু মাল বানানোর বিষয় নয় মানুষের কল্যান করা।তিনি বলেন আমি প্রবাসীদের জন্য জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর সামনে বার বার দাবী দাওয়া গুলো তুলে

ধরব। তিনি গত ২৫শে মার্চ সোমবার নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের আলআকসা রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের ইফতার পাটীতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

সংগঠনের সভাপতি সামাদ মিয়া জাকারিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক ইমরান আলী টিপুর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব হাসান আলী, আব্দুর রব দলা মিয়া।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, কবি আবু তাহের চৌধুরী, আব্দুল হাসিব হাসনু, এম ইসলাম মামুন, কাজী রবিউজ্জামান,বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম প্রমূখ।

ইফতারের মুনাজাত করেন বাংলাবাজার মসজিদের ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। সংগঠনের সাধারন সম্পাদক ইমরান আলী টিপু ও কোষাধক্ষ মোঃ বসির মিয়া জানান বাংলাদেশের বিগত বন্যায় সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় দশ লক্ষাধীক টাকার ত্রান সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় অন্যদের মধ্যে বিএনপির সিনিয়র

এই সরকারের প্রথম শিকার বেগম খালেদা জিয়া: মির্জা ফখরুল

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

বর্তমান সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নের প্রথম শিকার খালেদা জিয়া বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি আরও দাবি করেন, বিএনপির ৮০ শতাংশ নেতা-কর্মী বর্তমান সরকারের দমন-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে গুম, খুন ও পঙ্গুত্বের শিকার নেতা-কর্মীদের পরিবারের মাঝে ঈদের শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেওয়ার সময় এমন মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে গুম, খুন ও পঙ্গুত্বের শিকার ২১ নেতা-কর্মীর পরিবারকে ঈদের শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন ফখরুল।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'এটা একটা ফ্যাসিস্ট সরকার। দমন-নির্যাতন এদের হাতিয়ার। এটা না করে তারা টিকে থাকতে পারবে না। এই সরকারের প্রথম শিকার হচ্ছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি এখনো বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।'

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গত রাতে তিনি এত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে চিকিৎসকেরা ভেবেছিলেন আর বোধহয় সময় পাওয়া যাবে না। কিন্তু আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া তাঁরা তাঁকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন।'

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'স্ত্রী, বোন, মা-বাবা কাউকে রেহাই দিচ্ছে না সরকার। আমাদের ছাত্রদল-যুবদল নেতাদের নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। কারও পায়ের নখ তুলে নিয়েছে, কারও হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং অবিশ্বাস্যভাবে সত্য যে তাঁদের কাউকে চিকিৎসাও দেওয়া হয়নি। সেভাবেই তাঁদের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

এই সরকারের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে '৬৯, '৭১-এ যেভাবে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সেভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বলে জানান মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, এদের পরাজিত করতে হবে।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্কের ইফতার ও দোয়া

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্কের ইফতার ও দোয়া মাহফিল ২৫ মার্চ সোমবার ব্রঙ্কসের আল আকসা পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্তিত ছিলেন সোসাইটির উপদেষ্টা আব্দুর রব দলা মিয়া, হাসান আলী, আলমাস আলী, রফিকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি নুরুল আহিয়া, সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক্ বাকার সাবেক সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, স্টারলিং ডায়াগনষ্টিকস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের সিইও আব্দুর ওয়াহিদ চৌধুরী, মামুন টিউটিরিয়ালের সিইও শেখ আল মামুন, আহাদ এন্ড কোঃ এর প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও আহাদ আলী সিপিএ, তিতাস মাল্টি সার্ভিসের মেহের চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্কের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ ইসলাম মামুন, চুনারুঘাট উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশি কারেকশন সোসাইটির সভাপতি কাজী হাসান, পার্কচেষ্টার ব্রঙ্কস রিয়েল এস্টেটের সিইও সালেহ উদ্দিন, সার্জেন্ট বিলাল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু, হবিগঞ্জ জেলা সদর সমিতির সভাপতি মিয়া এম আসকির, সাধারণ সম্পাদক আমির আলী, সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী রবি-উজ-জামান, ড্রীম হোম কেয়ারের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ইপন চৌধুরী, সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ বশির মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মুহিত, প্রচার সম্পাদক-মছনুর রহমান, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রউফ পাশা, ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আবু সাঈদ এস চৌধুরী, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেইন, সাদস্যিক সম্পাদক রুবেজ সিদ্দিকী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমা রহমান ইতি, কার্যকরী সদস্য মোঃ আবিদ হোসেন মোল্লা, মোহাম্মদ, শাহ্জাহান শফীক, চৌধুরী এম মুমিত তানিম ও মোহাম্মদ মাসুদ বেগ। আরও উপস্তিতি ছিলেন মির আব্দুর লতিফ, শাহ আলম চৌধুরী, মুকিত চৌধুরী, কবি আবু তাহের চৌধুরী, সাংবাদিক শামিম আহমেদ, সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম, আফজল আলী, মাহবুব রহমান চৌধুরী, ইয়াকুব আলী মিটু, ইমরুল কায়েস, শাকিল আহমদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সায়েদুল হক সুমন বলেন, প্রবাসীরা এলাকায় বেড়াতে গিয়ে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, প্রশাসনিক কাজে যেন বিশেষ প্রাধান্য পান সেজন্য নিজ নির্বাচনী এলাকায় বিশেষ প্রবাসী কার্ড চালু করবেন।

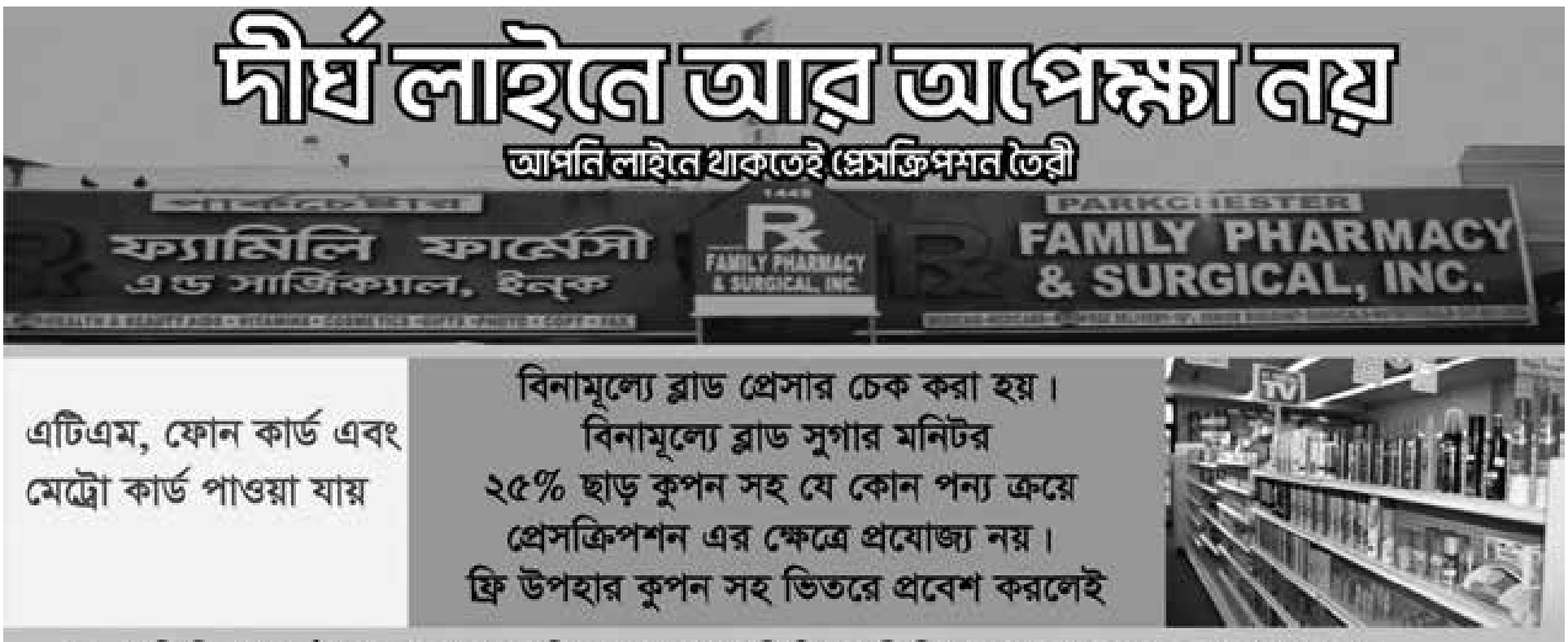

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional

IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেজন্যেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচটি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড কারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস কারিয়ার কুল টিচার, ম্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সার্ভিসটিচার টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা স্পেকেলস ধরণের ব্যাথা / অপ্রোপার স্পেইসের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি : ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, শোল্ডারের ব্যাথা, সায়াটিক ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

শারীরিক ভাবে অক্ষম আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে আপনি সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকার যেকোন সেবা আপনি সম্পূর্ণ ঘরে বসে করতে পারেন।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারি চলছে নিউইয়র্কে

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারির আগাম ভোটগ্রহণ। ২৩ মার্চ শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই ভোটগ্রহণ চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। আগামী ২ এপ্রিল নিউইয়র্কের প্রাথমিক নির্বাচনের দিন।এর আগে ভোটাররা ৮ দিন সময় পাচ্ছেন আগাম ভোট দেয়ার।

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে জো বাইডেন এবং রিপাবলিকানদের হয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের মনোনয়ন ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছেন।

সিটি নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটিক ভোটার উভয়েরই ব্যালটে একাধিক পছন্দ রয়েছে। তাদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া মিনেসোটা কংগ্রেসম্যান ডিন ফিলিপস এবং স্ব-সহায়ক লেখক মারিয়ান উইলিয়ামসনও নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক ব্যালটে রয়েছেন।

ফিলিপস তার প্রচারণা স্থগিত করেছিলেন এবং এই মাসের শুরুতে বাইডেনকে সমর্থন করেছিলেন। উইলিয়ামসন গত মাসে তার প্রচার স্থগিত করে পুনরায় শুরু করেছিলেন। বায়োটেক উদ্যোক্তা বিবেক রামাস্বামী, সাবেক নিউ জার্সির গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি এবং প্রাক্তন ইউএন অ্যাম্বাসেডর নিকি হ্যালি সকলেই তাদের প্রচারণা স্থগিত করলেও ট্রাম্পের পাশাপাশি রিপাবলিকান ব্যালটে দেখা যাবে তাদের।

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমস বলেন, ভোটদান সহজ এবং ঝামেলা কমাতে আমরা একটি হটলাইন চালু করেছি। এর মাধ্যমে যে কেউ ভোটদানের স্থানে অনুপস্থিত ব্যালট, প্রারম্ভিক মেইল ব্যালট বা ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেওয়ার সমস্যাসহ যে কোনও ভোট-সম্পর্কিত সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। এছাড়া আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনার ভোটের স্থান খুঁজে পেতে পারবেন।

‘নির্বাচনে ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, যে কোনো মূল্যে এটা আমি তুলব’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আবুল কালাম আজাদ

নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খরচ হওয়া ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা তোলার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেতন-ভাতা বাবদ ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা আয় করেছি। যা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খরচ হয়েছে। এই টাকা যেকোন মূল্যে তুলব। এতে যদি কোনো অনিয়মও হয় তাও করব।’

নাটোরের লালপুর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ গত মঙ্গলবার তাঁর বক্তব্যে একথা বলেন। গতকাল বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তাঁর বক্তব্যের এই অংশ ভাইরাল হয়। বক্তব্যের সময় তাঁর পাশে ছিলেন লালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আখতার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইসাহাক আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আফতাব হোসেন ঝুলফুসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

একজন সংসদ সদস্যের এমন বক্তব্যে এলাকায় চলছে আলোচনা-সমালোচনা।

আবুল কালাম আজাদ নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তিনি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-১ আসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শহিদুল ইসলাম বকুলকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘আমার বিগত ৫ বছরের (বিগত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে) বেতন ভাতার ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা ছাড়া আমার কোনো সম্পদ ছিল না আর ভবিষ্যতেও থাকবে না। তবে ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছে (দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে), যা আমি তুলব। এটা আমি তুলব, যেভাবেই হোক। এটুকু অন্যায় করব, আর করব না।’

এমপি কালাম আরও বলেন, ‘সে সময় (দশম জাতীয় সংসদে এমপি থাকাকালীন) আমার একটি টাকাও খরচ হয়নি। ২৫ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছি। ট্যাক্স-ফ্রি গাড়ি কিনেছি ২৭ লাখ টাকা দিয়ে। ইচ্ছা করলে আমি এক কোটি টাকা দিয়ে গাড়ি কিনতে পারতাম। কিন্তু আমার যেহেতু টাকা নাই, আমি ২৭ লাখ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। এবার আমি কিনব, ওই টাকা দিয়ে কিনব। ওই টাকা আমি তুলে নেবো। নিয়ে আর কিছু করব না। খালি এই ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা তুলব।’

মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যের এমন বক্তব্যের ব্যাপারে লালপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শারমিন আখতারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বক্তব্য দিয়েছেন এমপি, তাকে জিজ্ঞাসা করেন।’ একটি মিটিংয়ে আছেন জানিয়ে ফোন রেখে দেন ইউএনও।

লালপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আফতাব হোসেন ঝুলফু বলেন, ‘আবুল কালাম আজাদ একজন জনপ্রিয় নেতা, যা তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন করে প্রমাণ করেছেন। একটি মহল তার বক্তব্য খণ্ডিত করে প্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি ছাড়াচ্ছে।’

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র মাসে রমজান ও মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। ২৬ মার্চ জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিলে ক্লাবের সদস্য-সদস্যা ছাড়াও, বিভিন্ন গণ্যমান্য সাংবাদিক, ব্যাবসায়ী ও কমিউনিটি এক্টিভিস্টগণ উপস্থিত ছিলেন। ইফতার মাহফিলের পূর্বে ইসলামে রমজানের গুরুত্ব নিয়ে বয়ান করেন মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম। ইফতার মাহফিলে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন আবু হুরাইরা মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা ফায়েক উদ্দিন। তিনি রোজার গুরুত্ব ও পালনীয় সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি দেশ ও প্রবাসের শান্তি কামনায় দোয়া মোনাজাত করেন।

ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ, বিশিষ্ট রিয়েলটর নূরুল আজিম, স্মার্ট স্টাফিং’র প্রেসিডেন্ট ও সিইও দুলাল বেহেদু, সিটি মেয়রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক এডভাইজার ফাহাদ সোলায়মান।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা এবং দেশ ও প্রবাসের সকলের মঙ্গলের জন্যে মোনাজাত পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইট¯ আবু হুরায়রা মসজিদের ইমাম মাওলানা ফায়েক উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ এবং সাধারণ সম্পাদক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার চীফ রিপোর্টার মনজুরুল হকের শুভে’ছা বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মধ্যে আরো ছিলেন, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও নিউইয়র্ক সময়’র প্রধান সম্পাদক দর্পণ কবীর, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক সাঈদ তারেক, খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও খবরডটকমের সম্পাদক মো: মশিউর রহমান মজুমদার, আটাব’র প্রেসিডেন্ট ও কর্ণফুলি ট্রাভেল্স’র কর্ণধার সেলিম হারুন, স্টার ফার্নিচারের কর্ণধার রকি আলিয়ান, হাসান জিলানী, লায়ন এফইএমডি রকি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সানম্যান গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন, আটাব’র সেক্রেটারী ও স্কাই ট্রাভেলসের কর্ণধার মাসুদ মোরশেদ, আটাব’র কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাভেলসের কর্ণধার শামসুদ্দিন বশির, এ্যাংকর ট্রাভেলসের কর্ণধার এএস মাইনুদ্দিন পিন্টু, মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান,কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আহসান হাবিব, মাকসুদুল হক চৌধুরী, আলমগীর খান আলম, আব্দুর রশিদ বাবু, বক্সার সেলিম প্রমুখ।

মা ফাউন্ডেশন ও সারাহ হোমকেয়ারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক

জলি আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মা ফাউন্ডেশন ও সারাহ হোমকেয়ারের আয়োজনে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে ইফতার মাহফিল। ২৬ মার্চ জ্যাকসন হাইটসের কুইন প্যালেসে এই আয়োজন করা হয়।

এতে অংশ নেন বিভিন্ন স্টেট থেকে আসা প্রবাসী বাঙালিরা। পরিবারে সদস্যদের নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ইফতার মাহফিলে অংশ নেন তারা। শিশু থেকে নিয়ে বিভিন্ন বয়সী ও নানা শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন এতে। এছাড়া ইফতার মাহফিলে পবিত্র কোরআন প্রতিযোগিতা ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। যাতে অংশ নেয় শিশুরা। এমন ইফতার মাহফিলের আয়োজন করায় এর উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান অতিথিরা।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সারাহ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ডা. শাহজাদী পারভীন সারা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জি সি প্যাটেলসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শাহজাদী পারভীন সারা বলেন, এবার রমজানে আমাদের প্রোগ্রামে সবার অংশগ্রহণ দেখে ভালো লাগছে। ইনশাআল্লাহ সামনে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আরও প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে।

সারাহ হোমকেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. জি সি প্যাটেল বলেন, মা ফাউন্ডেশন আত্মমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেমন স্বাস্থ্যসেবা, রিসার্চ, শিক্ষাসহ আরও বিভিন্ন সেবা। যে কেউ এসে সারাহ কেয়ার বা ফাউন্ডেশনে যোগাযোগ করে সেবা নিতে পারবেন। এ সেবার সাথে সবাইকে যুক্ত হওয়ার আহবান জানান জি সি প্যাটেল

মা ফাউন্ডেশনের পরিচালক গাজী লিটন বলেন, মা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজে কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য। এই মানুষদের সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে মা ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু। এসময় তিনি মা ফাউন্ডেশনের মহতী এই যাত্রায় সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত তানজির বলেন, মা ফাউন্ডেশন একটি ননপ্রফিটেবল ফাউন্ডেশন। এর মাধ্যমে যেন আমরা দুঃস্থ লোকদের কাজে আসতে পারি সেদিকে খেয়াল রাখব। আমরা ফাউন্ডেশনের পাশে সব সময় আছি।

অনুষ্ঠান আয়োজনে ছিলেন ওয়ার্কিং পার্টনার গাজী লিটন, কোহিনূর আখতার, আবদুল খালেক, তানজির, শিব্বির। এছাড়া সহযোগিতায় ছিলেন জাহাঙ্গীর জয়, রাকিব, দীপ্ত সাহা, কানিজ শারমিন, আয়শা, বীথি সিদ্দিক, সোনালী সাহা, শাওন, মি. খান, কামরুল ও সেতু।

পরবর্তীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে তুলো দেওয়া হয় সম্মানসূচক স্কেট। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের পুরস্কৃত করা হয়।

উল্লেখ্য, মা ফাউন্ডেশন মূলত একটি ননপ্রফিট প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য হলো অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। কমিউনিটির মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বাংলাদেশেও অসহায় মানুষদের সহায়তা করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিশ্ব সাক্ষী হতে চলেছে এক বিরল সূর্যগ্রহনের!

রোমেনা রোজী

বিশ্ব সাক্ষী হতে চলেছে এক বিরল সূর্যগ্রহণের । সম্প্রতি এমনই তথ্য প্রকাশ করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। আগামী ৮ এপ্রিল পৃথিবীর মহাজাগতিক এ দৃশ্য দেখার সুযোগ হবে। ২০২৪ সালের প্রথম এ সূর্যগ্রহণ হবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে একই রেখায় থাকে চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী। তখন সূর্য পুরোপুরি ঘূর্ণায়মান চাঁদের পেছনে ঢাকা পড়ে যায়। এ কারণে দিনের বেলাতেই রাতের অন্ধকার নামবে পৃথিবীতে। বিভ্রান্তে নিশাচর প্রাণিরা এ সময় সক্রিয় হয়ে উঠবে।

নাসা বলছে, দীর্ঘ সাত বছর পর আবারও এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘটছে। বেলা ১১টা ৭ মিনিটে এ গ্রহণ শুরু হবে। গ্রহণ চলবে প্রায় ১০০ মিনিট।

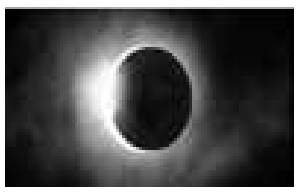

এই অন্ধকার পথে দুটি এলাকা থাকবে, দিন রাত হয়ে যাওয়ার অনুভূতি হবে। অন্ধকার হয়ে যাবে। তাপমাত্রা কমে যাবে। নিশাচর প্রাণী অর্থাৎ যেসব প্রাণী রাতে সক্রিয় থাকে তারা সক্রিয় হয়ে উঠবে। কিছুক্ষণ পর আবার সূর্য বেরিয়ে আসলে প্রাণীরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে এটি। যখন চাঁদ সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে চলে তখন ঘটে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ। এই ঘটনার নেপথ্যে অন্যতম কারণ হল পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান অন্যদিকে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। চাঁদ যখন পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝখানে চলে যায়, তখন চাঁদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় সূর্যের আলো। সূর্য যখন আংশিকভাবে ঢাকা পড়ে যায় চাঁদের জন্য তখন তাকে বলা হয় আংশিক সূর্যগ্রহণ। অন্যদিকে সূর্য যখন পুরোপুরি চাঁদের পেছনে চলে যায় তখন তাকে বলা হয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

গত সাত বছরে দ্বিতীয়বার এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘটছে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বলতে সেই বিশেষ মুহূর্তকে বোঝায়, যেখানে চাঁদ কার্যতই ঢেকে দেয় সূর্যকে। এমনিতে আকারে চাঁদের চেয়ে ৪০০ গুণ বড় সূর্য। কিন্তু পৃথিবী থেকে চাঁদের যত দূরত্ব, তার চেয়ে সূর্যের দূরত্ব ঢের বেশি। তাই চাঁদ যখন পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝে অবস্থান করে, সূর্য কার্যত ঢেকে যায়। শুধু বলয়াকারে তার বাইরের আলোকমণ্ডলের পাতলা স্তরই চোখে পড়ে পৃথিবী থেকে, যা দেখে মনে হয়, চাঁদকে ঘিরে যেন ঠিকরে পড়ছে আলো। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর উপর যে রেখা বরাবর চাঁদের ছায়া পড়ে, তাকে বলা হয় পূর্ণগ্রাসের পথ। ওই রেখা থেকেই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের গোটা প্রক্রিয়া চাক্ষুষ করা সম্ভব হয়।

নাসা জানিয়েছে, মহাজাগতিক এ দৃশ্য দেখা যাবে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো, পশ্চিম ইউরোপ প্যাসিফিক, আটলান্টিক, আর্কটিক, আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে।

এস এস ফাউন্ডেশনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

ঈদ উল ফিতরকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো এবারও এস এস ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে ঈদ উপহার হিসেবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

২৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে শতাধিক মানুষের হাতে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান রানা বলেন, ঈদকে সামনে রেখে আমরা চেষ্টা করছি কিছু মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর। আমাদের এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল। কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মহিবুর রহমান টিপু, মফিজুর রহমান টিটু, মো: ছবরু মিয়া, এনামুল হক প্রমুখ।

নিউইয়র্কে ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা পুনরায় চালুর দাবী

প্রয়োজনে কর্মসূচী

রুদ্র মাসুদ

বর্তমান কনসাল জেনারেল আসার পর আমরা দুই তিনবার মিটিং করেছি ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা পুনরায় চালুর জন্য কিন্তু উনারা কিছুতেই সেবাটা দিচ্ছেনা। এতে করে ব্রংকস্ এবং ব্রুকলিনে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এই সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদায়ী কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলামের সময়েও ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা চালু ছিলো। বর্তমান কনসাল জেনারেল আসার পর এই সেবা বন্ধ হয়ে যায়।

২৪ মার্চ রোববার কুইন্সের উডসাইডের তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ সোসাইটির ইফতার মাহফিলে সমাপনী বক্তব্যে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কথাগুলো বলেন সভাপতি আব্দুর রব মিয়া। এসময় তিনি উপস্থিত সহস্রাধিক প্রবাসী কমিউনিটি ব্যাক্তিত্বের উদ্দেশ্যে বলেন, ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা চালু না হলে প্রয়োজনে আপানাদেরকে সাথে নিয়ে কনসাল জেনারেল অফিসের সামনে অবস্থান ও স্মারকলিপির কমসূচী দেয়ার কথা বলেন।

এদিকে আব্দুর রব মিয়ার অভিযোগটি সঠিক নয় বলে দাবি করেছেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। তাঁর মতে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নিরীক্ষা আপত্তির কারণে ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা বন্ধ রয়েছে। তাঁরা এই সেবা প্রদান সংক্রান্ত ব্যায়ে আপত্তি দিয়েছেন। তাছাড়া নিউইয়র্কের বাইরে এই সেবা চালু রয়েছে।

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ জানান, বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর বসবাস এই নিউইয়র্ক সিটিতে। প্রতিনিয়তই প্রবাসীদের সংখ্যা বাড়ছে। নানা ব্যাস্ততা ও অভিজ্ঞতা না থাকায় কনাসাল জেনারেল অফিসে গিয়ে সেবা গ্রহণে তাঁদের বেগ পেতে হয় অনেক সময়। কনস্যুলেট সেবা প্রবাসীদের দৌরগোড়ায় নিয়ে যেতে ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা চালু করা হয়েছিলো। তখন সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ সোসাইটি। এতে ব্রংকস্ ও ব্রুকলিনের প্রবাসীরা উপকৃত হন এবং ব্যাপক সাড়া পড়ে।

রোববার ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া।

সেবা সমূহের মধ্যে ছিলো বাংলাদেশী পাসপোর্ট নবায়ন, নো ভিসা রিকোয়ার্ড সিল, এলাইড সার্টিফিকেট প্রদান, বাংলাদেশী পাসপোর্ট সংশোধন, বাংলাদেশী অন্যান্য সনদ পত্রের সত্যায়ন, পাওয়ার অব এটর্ণি সত্যায়ন ও দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের আবেদন পত্র গ্রহণ ইত্যাদি।

কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুন্নেসা এবং ড. মনিরুল ইসলামের সময়ে নিয়মিত এই সেবার আয়োজন করা হতো। এবং তাঁরাও স্ব-শরীরে সেবা কর্মসূচীতে অংশ নিতেন। ছুটির দিনে এমন সেবা নাগালে পেয়ে প্রবাসীরাও আনন্দিত ছিলো। কিন্তু বর্তমান কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা যোগদান করার পর এই সেবা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও অদৃশ্য হাতের ইশারায় এইসেবা বন্ধ হয়েছে এমন সরব আলোচনা কমিউনিটিতে থাকলেও কোন পক্ষই এনিয়ে মুখ খুলতে চাননা।

এনিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দু রব মিয়া, সেক্রেটারি রুহুল আমিন সিদ্দীকি, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সেক্রেটারি জাহিদ মিন্টু বাংলাদেশ কনস্যুলেটে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার সাথে একাধিকাবার বৈঠক করে ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা চালু দাবি জানান। তখন বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে অবহিত করার কথাও হয়। কিন্তু, কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এ সেবা চালু হয়নি।

এদিকে গত ২৬ জানুয়ারি বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনক্ এর বার্ষিক সাধারণ সভায় ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা বন্ধ কেন প্রশ্ন তোলেন এবং চালুর দাবি তোলেন উপজেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। কেননা ব্রুকলিনে এই সেবাটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। সেই সভায়ও আব্দুর রব মিয়া কনসাল জেনারেল অফিসের নিস্পৃহাকে দায়ী করেন।

রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির সভায় আব্দুর রব মিয়া বলেন, প্রবাসীরা ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবায় উপকৃত হন। এজন্য বর্তমান কনসাল জেনারেলকে বহু চেষ্টা করেও বুঝাতে ব্যার্থ হয়েছি, উনাকে কনভিন্স করাতে পারিনি। আমি আবারো বৈঠক করবো আবারো চেষ্টা করবো এই সেবা যেনো চালু হয়। রব মিয়ার বক্তব্য শেষ হলে উপস্থিত সবাই সংহতি প্রকাশ করেন।

এনিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নিরীক্ষার সময় তাঁরা একই সিটিতে ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা কর্মসূচীতে আপত্তি দিয়েছে। কারণ এতে খরচের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। এখানে তাঁর ব্যাক্তিগত ইচ্ছা কিংবা মতামতের সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ সোসাইটিসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মতামত তিনি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে অবহিত করবেন। অডিট আপত্তি প্রত্যাহার এবং পুনরায় অনুমোদন না পেলে এই সেবা চালু করা সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং: /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

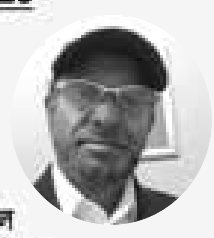

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্পতিবার)---------(সং:১০টা --বিঃ ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ---------রবিবার ---------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------মঙ্গলবার ---------(সু :১২টা --বিঃ ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার---------শনিবার---------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং: কোর্স)---------(সং ১০টা --বিঃ ৬টা)
৬।ট্যুরিস এন্ড ট্রাভেলস --(ওয়াশ্রুকলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সপেন্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই

Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্রুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্রুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

পৃথিবীর আলোয় বেঁচে থাকতে চায় ডালিম

DALIM WANTS TO LIVE A HEALTHY LIFE

ডালিম খান, বয়স ৩২ বছর, ২ ভাই ২ বোনের মধ্যে তৃতীয়, বাবার ইন্তেকালের পর সেই ছিল পরিবারের **একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি**। সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলাধীন দৌলতপুর ইউনিয়নের দশপাইকা গ্রামে তার জন্ম।

প্রায় বেশ কয়েক বছর যাবত ডালিম কিডনি রোগের জটিল সমস্যায় আক্রান্ত। দেশের খ্যাতনামা কিডনি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা নিলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। বিগত দুই বছর যাবৎ তার দু'টি কিডনিই পুরোপুরি বিকল হয়ে গেছে। যার ফলে প্রতি মাসে **১০-১২টি ডায়ালাইসিস** করে কোন রকম বেঁচে আছে। আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় এতদিন তার ডায়ালাইসিস চললেও ব্যয়-বহুল এই চিকিৎসা চলমান রাখা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় বর্তমানে তার একটি কিডনী প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার খরচ **প্রায় ৫০ লক্ষ** টাকা। আমরা ইতোমধ্যে **প্রায় ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছি**। তার চিকিৎসা সহায়তার জন্য সকল সম্মানিত হৃদয়বান ব্যক্তিবর্গকে ছদকায়ে জারিয়া হিসেবে চিকিৎসা সহায়তায় সহযোগিতার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে হেফাযত করুন, সুস্থতা দান করুন, আমিন।

Dalim Khan, a resilient soul at 32, the third among two brothers and two sisters. **The sole earner in the family** after his fathers death. Born in Daulatpur Union's Dashpaika village under Biswanath Upazila in Sylhet.

His journey has been one of valor, battling a relentless kidney ailment over the years. Despite seeking care from esteemed specialists within the country, his condition has unfortunately shown no signs of improvement. In the last two years, his kidneys have reached complete failure, **necessitating 10-12 dialysis sessions each month** for mere survival. Despite the unwavering support of his family, friends and relatives, the ongoing dialysis treatments have imposed significant financial strain, leading to consideration of kidney replacement as a hopeful solution. The estimated cost of which is approximately **(50 LAKHS TAKA) FIVE MILLION BDT**. We have managed to collect around **(10 LAKHS TAKA) 1 MILLION BDT** so far.

I appeal to all kind-hearted donors, known and unknown, residing in Bangladesh and abroad, for your generous support in his treatment.

In extending our hand to Dalim, we emulate the spirit of compassion and generosity cherished in Islam, drawing upon the abundant blessings of Allah. Let us unite in answering the call to aid our brother in his hour of need, embodying the essence of Ramadan through our acts of kindness.

MEANS OF COOPERATION

SCAN TO DONATE
gofundme

For those willing to donate, contributions can be made through **bKash** or by contacting Dalim Khan Emon directly at +880 1725-726658

MASHUK AHMAD
973 510 3164
Zelle

BD BANK DETAILS
DALIM KHAN EMON
DUTCH BANGLA BANK LTD.
Islampur Branch, Sylhet
Acc. No.: 29 91 57 00 18 490

MASHUK AHMAD
$mashuk123
Cash App

USA BANK DETAILS
MASHUK AHMAD
TD BANK N.A
Routine Number. 031201360
Checking Acc. No. 3452611094

MASHUK AHMAD
@MashukAhmad
venmo

IN PUBLICITY

আমরা এমিরাটস, ইত্তিহাদ,
কাতার, কুয়েত, সৌদি, টার্কিশসহ
বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি
আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

জালালাবাদ ট্রাভেলস
Jalalabad Travels
we are committed to better service

Mashuk Ahmad
CEO
973-510-3164

197 Liberty Street
Paterson, NJ 07522
Email: jalalabadtravels@gmail.com

Shah M Badruzzaman Badrul
Graphic Designer & Owner
Bangla Square
973 333 1922
Zelle
GRAPHIC DESIGN & PRINTING
Banner & Sign | Photo Print | Passport Photo | Photo Copy
Laminating | Calendar | Wedding Card | T-Shirt | Mug | Creast
NO VISA & PASSPORT SERVICE
73-05 37th Road | Lower Leve | Store #5 | (BELOW THE ITTADI RESTAURANT)
JACKSON HEIGHTS | NY 11372 | e-mail: sylgraphusa@gmail.com

জাহাজের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল সেতু, ৬ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাহাজ ডালির সঙ্গে সংঘর্ষের পর ফ্রান্সিস স্কট কী সেতুর অবস্থা। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাল্টিমোরে জাহাজের ধাক্কায় ভেঙে পড়া সেতু থেকে নিখোঁজ হওয়া ছয়জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার পথে সিঙ্গাপুরের মালিকানাধীন ৩০০ মিটার জাহাজটি দীর্ঘ ফ্রান্সিস স্কট কি নামের সেতুতে ধাক্কা দেয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পণ্যবাহী জাহাজ ডালি বাল্টিমোরের স্থানীয় সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে পোর্ট ব্রিজ বন্দর থেকে ছেড়ে আসে। জাহাজ ট্র্যাকিংয়ের তথ্য অনুসারে, এটি ফ্রান্সিস স্কট কি ব্রিজের দিকে যাচ্ছিল, তবে ৪৫ মিনিট পরে সেতুর ঠিক নিচে গিয়ে জাহাজটি স্থির হয়ে যায়।

বাল্টিমোর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জাহাজের ধাক্কায় সেতু ভেঙে পড়ার ফলে বেশ কয়েকটি গাড়ি ও অন্তত ৮ জন নির্মাণশ্রমিক নিচের প্যাটাপসকো নদীতে নিখোঁজ হয়েছিলেন। তাঁরা সবাই মঙ্গলবার ভোরের দিকে নিখোঁজ হন। কিন্তু নিখোঁজ হওয়ার পর দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও উদ্ধার করতে না পারায় পুলিশ আশঙ্কা করছে, নিখোঁজ হওয়াদের মধ্যে অন্তত ছয়জন মারা গেছেন।

নির্মাণশ্রমিকদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ব্রাউনার বিল্ডার্সের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ জেফরি প্রিজকার জানিয়েছেন, পানিতে পড়ে যাওয়া

জাহাজ ডালির সঙ্গে সংঘর্ষের পর ফ্রান্সিস স্কট কী সেতু। ছবি: সংগৃহীত

আটজনের মধ্যে দুজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান, তাঁর আশঙ্কা দুর্ঘটনাস্থলে পানির গভীরতা ও সংঘর্ষের পর অনেক সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণে বাকি ছয়জন হয়তো মারা গেছেন।

ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের প্রশাসন প্রিজকারের মন্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েছে। তারা জানিয়েছে, স্থানীয় সময় আজ বুধবার সকালে ডুবুরিদের সহায়তা নিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারে নামা হবে। দুর্ঘটনার সময় ওই আট শ্রমিক সেতুটির মাঝ বরাবরের একটি অংশে কাজ করছিলেন।

প্রিজকার বলেছেন, 'এই ঘটনা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত ছিল। আমরা জানি না, আসলে কী বলা উচিত। আমরা সব সময়ই শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি নিয়ে গর্ব করি এবং যেখানে কাজ চলছিল, সেখানে কোনস, বিভিন্ন নির্দেশক, আলোকসংকেত, ব্যারিকেড ও বিভিন্ন পতাকা ওড়ানো ছিল। কিন্তু আমরা কখনোই কল্পনা করিনি যে, সেতুটি ভেঙে পড়বে।'

এদিকে, সেতুতে কর্মরত নির্মাণশ্রমিকেরা পানিতে পড়ে গেলেও জাহাজ ডালিতে থাকা ২২ জন ক্রুর একজনও আহত হননি বলে জানা গেছে।

প্রথম দিনেই শেয়ার জারে চমক ট্রাম্পের মিডিয়া কোম্পানির

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন শেয়ারবাজারে প্রথম দিনেই চমক দেখালো সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন মিডিয়া কোম্পানি 'ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপ (টিএমটিজি)'। সিএনএনের প্রতিবেদনে জানা যায়, গত মঙ্গলবার টিএমটিজির শেয়ারের দাম ৫৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে।

টিএমটিজির শেয়ার বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে দাম ৫৬ শতাংশ বেড়ে ৭৮ ডলারে দাঁড়ায়। ঝুঁকি এড়াতে ট্রাম্পের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালের শেয়ারের বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর আবার বিক্রি শুরু হলে এর দাম কিছুটা কমে ৭০ ডলারের আশপাশে দাঁড়ায়, যা ১৬ শতাংশ দরবৃদ্ধির হারে দিনের শেষে ৫৭.৯৯ ডলারে পৌঁছায়।

প্রথম দিনের কেনাবেচা শেষে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্রুথ সোশ্যালের মূল্যমান দাঁড়ায় ১১ বিলিয়ন ডলারে। শুধু ট্রাম্পের হাতেই বর্তমানে কম্পানিটির ৭৯ মিলিয়ন শেয়ার রয়েছে। দিন শেষে যার বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার।

২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের পর গুজব ও উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচারের অভিযোগে টুইটার (বর্তমান এক্স) ও ফেসবুক সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালের অক্টোবরে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই 'ট্রুথ সোশ্যাল' নামে একটি সোশ্যাল মিডিয়া চালু করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের ইফতার মাহফিল ও কিরাত প্রতিযোগিতা

ডেস্ক রিপোর্ট

সর্বস্তরের প্রবাসীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের বার্ষিক ইফতার মাহফিল ও কিরাত প্রতিযোগিতা। সাংবাদিক, কবি, লেখক, সাহিত্যিক, ডাক্তার, এটর্নী, মূলধারার রাজনীতিক, বিভিন্ন পেশাজীবী ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সোসাইটির সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ এবং প্রবাসীদের অংশগ্রহণে মাহফিলটি ছিলো ধর্মীয় আবেশে উৎসবমুখর। এতে হাজারোধিক প্রবাসী অংশ নেন। অনুষ্ঠানে আগামী বছরের কিরাত প্রতিযোগিতার পুরস্কারের স্পন্সর ঘোষণা দেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক লায়ন শাহ নেওয়াজ।

সিটির উডসাইডের তিব্বতিয়া কমিউনিটি সেন্টারে ২৪ মার্চ রোববার এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলের আগে কিরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথি ও স্পন্সরগণ পুরস্কার বিতরণ করেন। মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী। কিরাত প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আইটিভি'র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক লায়ন শাহ নেওয়াজ,এটর্নী মঈন চৌধুরী, অনলাইন পোর্টাল নিউইয়র্ক বাংলা.কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ, সোসাইটির সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া বলেন, সবার সহযোগিতায় অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে। এজন্য তিনি সকল প্রবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সহযোগিতা অব্যহত রাখার অনুরোধ করেন। প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ সোসাইটির সদস্যপদ নবায়ন করার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগামী ৩০ জুন সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণের শেষ তারিখ।

সোসাইটির কর্মকর্তারা জানান, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এবছরের ইফতার মাহফিল ও কিরাত প্রতিযোগিতা সফল হয়েছে। ৮০০ আসনের তিব্বতিয়া কমিউনিটি সেন্টারে তিল ধারণনের ঠাঁই ছিলো না। অনেক প্রবাসীকে বসার জন্য অতিরিক্ত চেয়ার দিতে হয়। সবমিলিয়ে এক হাজার থেকে ১২০০ প্রবাসী এবারের ইফতার মাহফিলে অংশ নেন। আর প্রবাসীদের ইফতারের জন্য তৈরী খাবার সোসাইটির কর্মকর্তারা নিজ উদ্যোগেই সেন্টারের রান্না ঘরে রান্না ও তৈরী করেন। এই আয়োজনের বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ টিপু খান, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সাল আহমদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য ফারহানা চৌধুরী, মোহাম্মদ আখতার বাবুল।

ইফতার **নিউইয়র্কের ব্রংকস বাংলাবাজার গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএ-সএর ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ মার্চ রোববার এ মাহফিলে বিশ্বনাথ প্রবাসীসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।** ছবি: সংগৃহীত

গাজায় নারীদের অন্তর্বাস নিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের অশ্লীল আচরণ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ফিলিস্তিনিদের বাড়িতে পাওয়া অন্তর্বাসের সঙ্গে অশ্লীল আচরণের ছবি এবং ভিডিও পোস্ট করছে ইসরায়েলি সৈন্যরা। গাজায় যেখানে ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় রয়েছে বিশ্ববাসী সেখানে ইসরায়েলি সৈন্যদের আচরণে দেখা গেছে এমন অসংগতি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে খবরটি দিয়েছে।

ইসরায়েলি সৈন্যদের পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, একজন ইসরায়েলি সৈন্য গাজার একটি ঘরে একটি আর্মচেয়ারে বসে হাসছে। তার এক হাতে বন্দুক এবং অন্য হাতে সাদা সাটিনের অন্তর্বাস। তার সামনে একটি সোফায় শুয়ে থাকা আরেক সৈন্যের খোলা মুখের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেই অন্তর্বাস।

অন্য এক ছবিতে ইসরায়েলি এক সেনা বসে আছে ট্যাংকের ওপর। নারীদের একটি ম্যানেকিনকে (পোশাকের দোকানের পুতুল) কালো ব্রা এবং হেলমেট পরিয়ে ধরে রেখে সেই সেনা বলছে, 'আমি একটি সুন্দর স্ত্রী পেয়েছি। গাজায় সম্পর্কে জড়িয়ে গেছি।'

ইসরায়েলি সৈন্যদের ধারণ করা অনেকগুলো ভিডিওর মধ্যে বলা হলো কেবল দুটির কথা। এ রকম কয়েক ডজন পোস্ট রয়েছে যেখানে ইসরায়েলি সৈন্যরা অন্তর্বাস, ম্যানেকিন এবং কিছু ক্ষেত্রে দুটোই প্রদর্শন করছে। অন্তর্বাসের ছবিগুলো অনলাইনে দেখা হয়েছে কয়েক হাজারবার। ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রামে এ রকম আটটি পোস্ট যাচাই করে দেখেছে রয়টার্স।

জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি বলেন, 'এই ধরনের ছবি পোস্ট করা ফিলিস্তিনি নারীসহ সকল নারীর জন্যই অবমাননাকর।'

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুপ লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুরে কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ডেস্ক রিপোর্ট

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, দেশের গান, কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ১ম পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি কাপ্তান হোসেন, সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক ময়নুল চৌধুরী হেলাল ।

ভার্চুয়াল এ অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ করে ইংল্যান্ড আমেরিকা, বাংলাদেশ , মধ্যপ্রাচ্যের কাতার , সৌদি আরব, বাহরাইন, ফ্রান্স , ইতালী , জার্মানী, আয়ারল্যান্ড, স্পেন , স্কটল্যান্ড , মালয়েশিয়া , অষ্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ অংশগহন করেন ।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে সভাপতিত্ব করের সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান চৌধুরী ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী

এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ডঃ এ কে আব্দুল মোমেন এম পি , অতিথি হিসাবে আলোচনায় অংশগহন করেন সাবেক সচিব এবং বাংলাদেশ ইউনিটের সভাপতি বদরুদ্দোজা , বীর মুক্তিযোদ্ধা ও একুশে পদক পাপ্ত ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী , একুশে পদকপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুপা চক্রবর্তী , জনতা ব্যংকের সাবেক জি এম শামীম কোরেশী , বাংলাদেশ ইউনিটের সাধারন সম্পাদক তিতাস গ্যাস এর সাবেক জি এম ইন্জিনিয়ার মহিব উদ্দিন, বাংলাদেশ ইউনিটের ডঃ শাহ সৈয়দ এমরান আহমদ , অধ্যক্ষ নেছার আলী ও জেনিফার ইউসুফ ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কানাডা জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি দেবব্রত দে তমাল , সহসভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর , সহ সভাপতি অলি উদ্দিন শামীম , কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান , মিঠু চৌধুরী , কোষাধ্যক্ষ রফিক হায়দার ,বাংলাদেশ ইউনিটের বাংলাদেশ ইউনিটের উপদেষ্টা এনামুল হক চৌধুরী জালাল, সহ সম্পাদক শামীম আহমদ, নিউজার্সী থেকে যোগ দেন সহ সভাপতি আখলাকুল আম্বিয়া চৌধুরী । আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে যোগদান করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামল কান্তি চন্দ , ফ্রান্স গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ফয়ছল উদ্দিন সহ ও সহ সভাপতি আব্দুল বাছিত , বাংলাদেশ থেকে অংশগহন করেন আব্দুস সালাম , রাসেল আহমদ চৌধুরী। স্বাধীনতার সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী , আলী ইদ্রিস ও মিশিগান থেকে অংশগহন করেন শফিক রেহমান , কবিতা আবৃত্তি করেন রুপা চক্রবর্তী। কোরআন তেলাওয়াত করেন ইন্জিনিয়ার মহিব উদ্দিন।

অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করেন ইউএসএ নিউজ অনলাইনের সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম । প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডঃ মোমেন দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন প্রশংসা করে বলেন এই সংগঠনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন । সভায় বক্তারা বলেন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্বে যারা জীবন দিয়েছেন তাদের আত্নার মাগফেরাত ও তাদের স্মৃতি রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান । স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান ।

বাংলাদেশি আমেরিকানদের প্রশংসায় ডোনাল্ড লু

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সর্ম্পকের ভিত্তি স্থাপনে বাংলাদেশি আমেরিকানদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বাসেডর ডোনাল্ড লু।

বাংলাদেশের ৫৪তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২৬ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে জনাব ডোনাল্ড লু এ কথা বলেন। দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ ইমরান।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি আমেরিকানদের কথা উল্লেখ করে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু বলেন তাদের শক্তি এবং অসাধারণ

ডোনাল্ড লু

কঠোর পরিশ্রম আমাদের দুটি মহান জাতির মধ্যে সর্ম্পকের ভিত্তি তৈরি করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশি আমেরিকানরা দুই দেশের সম্পর্ক জোরদারে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তার জন্য আমরা গর্বিত।

এ প্রসঙ্গে জনাব ডোনাল্ড লু বাংলাদেশি আমেরিকান উদ্যোক্তাদের কথা উল্লেখ করেন যারা তাদের অনন্য উদ্ভাবনী শক্তি ও ধারণার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন। "শুভ জন্মদিন বাংলাদেশ, জয় বাংলা" বলে বক্তব্য শেষ করেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে প্রোবেশন, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr. Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
See More FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

Ramadan Special Sale

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid March 21 - 31, 2024 | Promo Code : PSP61

SALE $2.99/LB — Minimum Purchase of 15 LB — ZABIHA HALAL — CUBE
FROZEN REGULAR GOAT

SALE 79¢/LB — NO CUT NO CLEAN — ZABIHA HALAL
CHICKEN QUATER LEG

SALE $2.99/LB
GOLDEN POMPANO

SALE $2.99/LB
TILAPIA FILET

SALE $19.99/EA — SIZE 1/2
GOLDA SHRIMP

SALE $8.99/EA — BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL — 31/40-2 LB BAG
RAW SHRIMP

SALE $12.99/EA — 80/100-4 LB BOX
RAW SHRIMP

SALE $31.99/EA — 50 LB
DELTA PARBOILED RICE

SALE $24.99/EA — 50 LB
RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE

SALE 2/$5.99 — 1 LTR
RAJDHANI MUSTARD OIL

SALE $29.99/EA — 35 LB
SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL

SALE $11.99/EA
OLI VILLA POMACE OIL

SALE $9.99/EA — 3 LITER
MAIZO CORN OIL

SALE 2/$6.99 — 4 LB
DOMINO SUGAR

SALE 2/$12.99
BULDAK NOODLES

PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS
"MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST.
PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

ADI'S SUPERMARKET

FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (March 29 - April 04, 2024) | Promo Code : PSP25

EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF

WE ACCEPT EBT CARDS — WE ACCEPT EBT — WE ACCEPT OTC CARDS

SALE $2.99/LB — CUT CUBE — ZABIHA HALAL
FROZEN GOAT

SALE $2.49/LB — ZABIHA HALAL
CHICKEN BREAST

SALE 79¢/LB — NO CLEAN NO CUT — ZABIHA HALAL
CHICKEN QUATER LEG

SALE $22.99/EA — 1000/1200
HILSHA

SALE $13.99/EA — 3 KG
ROHU

SALE $2.89/LB
GOLDEN POMPANO

SALE $2.99/LB
TILAPIA FILLET

SALE $19.99/EA — SIZE 1/2
GOLDA SHRIMP

SALE $8.99/EA — 31/40 2LB BAG — BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL
RAW SHRIMP

SALE $12.99/EA — 80/100 4 LB BOX — SHELL ON
RAW SHRIMP

SALE 3/$5.00
KESKI TRAY (HAOR)

SALE $13.99/EA — 20 LB
CAROLINA PARBOILED RICE

SALE $19.99/EA — 20 LB
KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE

SALE $12.99/EA — 10 LB
PUTUL KALIJEERA

SALE $24.99/EA — 50 LB
RICELAND RICE

SALE $10.99/EA — 5 LTR
SUNFLOWER OIL

SALE 2/$5.99 — 1 LTR
RAJDHANI MUSTARD OIL

SALE $10.99/EA
OLIO VILLA POMACE OIL

SALE $29.99/EA — 35 LB
SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL

SALE 2/$13.00 — 25 PCS
KAWAN PARATHA

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

হাটি হাটি করে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ৮ম বর্ষে পা রাখলো। এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের উডসাইডে গুলশান টেরেসে আয়োজন করা হয় এক মিলনমেলার। এতে সমাজের নানা শ্রেণীপেশার মানুষসহ বিশিষ্টব্যক্তিবর্গ প্রথম আলোকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানের কিছু খন্ডচিত্র এখানে ছাপা হলো। ছবিগুলো তুলেছেন এমবি তুষার ও অনির্বাণ খন্দকার

BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN

OTHER SERVICES

Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing,
Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.

এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)

OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000

OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556

OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654

OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555

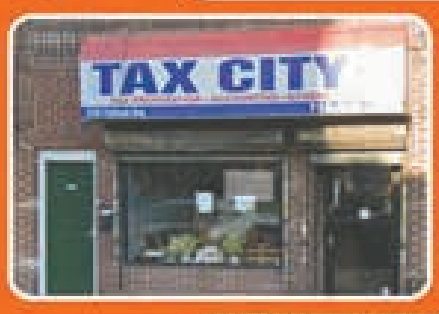

REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer

টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ

DOWNLOAD
MOBILE APP

SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP

sunmanexpress.com
718-505-2224

DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
JAMUNA BANK
উপায়
UCB
bKash

GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

ফ্রি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হেপসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, ফুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন'ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester ⊕ Medical

PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.

- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মি থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ফিলাডেলফিয়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

মোহাম্মদ ইসলাম আরিফ

পেনসিলভেনিয়া রাজ্যর ফিলাডেলফিয়া সিটি হলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে ২৬ মার্চ, মঙ্গলবার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হেরিটেজ সিটি- ফিলাডেলফিয়া তার-সম্মান, বৈচিত্র্য, পতাকা উত্তোলন কর্মসূচির অধীনে প্রথমবারের মতো লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করে। এরআগে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ফিলাডেলফিয়া অফিস অফ দ্য সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং অফিস অফ ইমিগ্র্যান্ট অ্যাফেয়ার্স পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অনুরূপ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

হিমশীতল ঠাণ্ডা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৪ বছর এবং যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫৪ বছর উদযাপনের স্মারক হিসাবে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশি আমেরিকান এবং তাদের মিত্ররা উপস্থিত ছিলেন।

সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস এবং অভিবাসী বিষয়ক অফিস বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের সাথে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে একান্তভাবে উদযাপন করেছে। ফিলাডেলফিয়া সিটি এবং কমনওয়েলথ অফ পেনসিলভেনিয়া থেকে ১৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি / কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া সিটি মেয়র, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্টেট সিনেটর, স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ, সিটি কাউন্সিলম্যান, মিলবর্ন বরোর মেয়র, পেনসিলভেনিয়া গর্ভনরের অফিস থেকে পরিকল্পনা সচিব, স্কুল বোর্ড ডাইরেকটর এবং বহুসংস্কৃতি বিষয়ক পরিচালক অন্যতম।

জ্যামাইকা বাংলাদেশি ইয়ূথ ফোরামের উদ্যোগে ইফতার আয়োজন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জ্যামাইকা বাংলাদেশি ইয়ূথ ফোরামের উদ্যোগে, নিউইর্য়কের কুইন্সের হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটে প্রতিবারের মতো এবারো মাসব্যাপী ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে।

গত চার বছর ধরে জে,বি,ওয়াই.এফ -এর সদস্যদের নিজস্ব অর্থায়নে এই আয়োজনে করা হয়ে থাকে। প্রতি দিন গড়ে ৭০-১২০ জনের মতো ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। তারা জানান, এই বছর ইফতারের মুসল্লীর সংখ্যা অনেকগুন বেড়ে গেছে। এই ধরনের উদ্দ্যোগে কমিউনিটির সকলকে তাদের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানান জ্যামাইকা বাংলাদেশি ইয়ূথ ফোরামের কতৃপক্ষ।

মাসব্যাপী এই আয়োজনে, রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মো: কাশেম।

ইফতারের সার্বিক সহযোগিতায় থাকে জাসেম, সুমন, হাসান, অনিক, অনুপ, কাশেম, রনি, মিশু, মোবিন, রিংকু সহ আরো অনেকে।

উল্লেখ্য, জ্যামাইকা বাংলাদেশি ইয়ূথ ফোরাম নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির কাছে একটি দায়িত্বশীল এবং গ্রহণযোগ্য সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

জেবিওয়াইএফ, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ভোলান্টিয়ার কার্যক্রম, পরিস্কার পরিছন্ন কার্যক্রম, ইয়ূথদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন সহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমের নিজেদের যুক্ত রেখেছে।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়

SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | Old Club Man (718) 724-9688 | EUROPE | BANGLADESH

16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা

E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM

আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো

163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

অধ্যাপক সারোয়ার বি সালাম আর নেই

মিনহাজ আহমদ

অধ্যাপক সারোয়ার

নিউ ইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটির এক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত অভিভাবক, সমাজকল্যাণে নিবেদিত প্রগতিশীল মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্ব, একজন খাঁটি দেশপ্রমিক, নিউ ইয়র্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক সংগঠন দি অপটিমিস্টস্-এর সাবেক চেয়ারম্যান এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় দীক্ষাগুরু ও সহকর্মী অধ্যাপক সারোয়ার বি সালাম আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই মৃত্যু আমার জন্য গভীর বেদনার ও শোকের।

পরম শ্রদ্ধেয় সালাম ভাইয়ের অন্তিম যাত্রায় কামনা করছি, সালাম ভাই যেখানেই থাকেন, যেভাবেই থাকেন, আমার মতো হাজার হাজার মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা অবশ্যই তার সাথে থাকবে। একই সাথে আমরা আশা করছি, আমরা সালাম ভাইয়ের মঙ্গলভাবনা এবং আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয়ে, তারই দেখানো আলোকিত পথ ধরে যেন সকল লোভ-লালসা আর ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থেকে নীতি, আদর্শ, সততা ও কল্যাণমনস্কতায় অবিচলভাবে মানব সেবার লক্ষ্যে কাজ করে যাবো।

আরএফকে জুনিয়রের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মনে করছে, এবারের নির্বাচনে কোন কোন রাজ্যে মাত্র কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে। আমেরিকার প্রধান দুই দলের প্রার্থীর উপর বিরক্তির কারণেরও যদি স্বতন্ত্র ভোটারদের কয়েক হাজার ভোট টানতে পারেন, রাজ্য অনুযায়ী এর প্রভাব মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে বাইডেন বা ট্রাম্পের জয় পরাজয় নির্ধারণে।

ক্লিয়ার চয়েস নামের ডেমক্র্যাট সমর্থক একটি সুপারপ্যাক আরএফকে জুনিয়র বিরোধী প্রচারণায় দ্রুত সক্রিয় হয়েছে। এ নিয়ে প্রকাশিত প্রচারণা এবং উয়েভসাইটে বলা হয়েছে আরএফকে জুনিয়রকে যারা দার কারিয়েছে, তারা ট্রাম্পকে পাশ করানোর জন্য কাজ করছে। উদারনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা এবং বিখ্যাত ডেমোক্র্যাট পরিবার, কেনেডি পরিবারও থেকে আসলেও আরএফকে জুনিয়রের বিভিন্ন সময়ে দেয়া বক্তৃতাকে এখন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। করোনা মহামারির সময় ভ্যাকসিন বিরোধী প্রচারণায় ছিলেন আরএফকে জুনিয়র। করোনা মহামারি নিয়ে কন্সপিরেসি থিওরি প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন।

এছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ এবং সমকামীদের সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতার সাথে ট্রাম্পের মনোভাবের মিল রয়েছে বলে ক্লিয়ার চয়েস তাদের প্রচারণায় বলছে।

থার্ড ওয়ে নামের আরেকটি ডেমোক্র্যাটদের সংগঠনের নির্বাহী প্রধান ম্যাট ব্যানেট বলেছেন, আরএফকে জুনিয়র এবং নিকোল শানাহানের হোয়াইট হাউসে যাওয়ার একমাত্র সুযোগ রয়েছে।যদি ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এ জুটিকে আমন্ত্রণ করেন।

মিশিগান, জর্জিয়া, এরিজোনার মতো সুইং স্টেটে স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে তৃতীয় প্রার্থী হিসেবে আরএফকে জুনিয়রকে নিয়ে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। নিকোল শানাহান প্রযুক্তি শিল্পের বিরাট বিনিয়োগকারী এবং মার্কিন উদারনৈতিক ধনকুবেরের সাথে ঘনিষ্ঠ। তাঁর অন্তর্ভুক্তি আরএফকে জুনিয়রের প্রচারণা তহবিলে অর্থের প্রবাহ বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডেমোক্র্যাট দলের ক্ষুব্ধ অনেকেই জো বাইডেনকে আবার প্রেসিডেন্ট পদে ভোট দেবে না। এরমধ্যে অতী উদারনৈতিক ডেমোক্র্যাটসহ মুসলিম ভোটাররা রয়েছেন। গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সমর্থনে ক্ষুব্ধ মুসলিম ভোটার।

পাশাপাশি উদারনৈতিক রিপাবলিকানরাও ট্রাম্পের বিকল্প হিসেবে প্রতিবাদী ভোট এরএফকে জুনিয়রকে দিলে এবারের মার্কিন নির্বাচন আরও নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পৃষ্টপোষকতা দিয়ে আমাদের যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। পাশে দাঁড়ানোর এমন প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আজকের দিনে আমাদের বিনম্র কৃতজ্ঞতা।

শুরু থেকে আমাদের পথচলাটা মসৃণ ছিল না। কিছু বিপত্তি এসেছে। কিন্তু সততা, নিষ্ঠা ও নৈতিকতাকে ধারণ করে সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে এগিয়ে চলাটাই ছিল আনন্দের। আর সময়ের পরিবর্তনকে ধারণ করার এক উজ্জ্বল নাম প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। আমরা নিত্যনতুন বিষয়কে সংযোজন করছি সতর্ক পদক্ষেপে। গত এক বছরের বেশি সময় থেকেই আমরা ডিজিটাল প্লাটফর্মে 'টক অব দ্য উইক' নামে অনুষ্ঠান করছি। সম্পূর্ণ ভালোবাসা থেকে আমাদের কয়েকজন সতীর্থ এ কাজে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যার জন্য কোনো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা যথেষ্ট না। প্রণতি তাঁদের।

এ বছরই আমরা কমিউনিটি টিভি চালু করছি। প্রথাগত টিভির বাইরে এখন কমিউনিটি-ভিত্তিক এমন সম্প্রচার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সহযোগী হিসেবে কমিউনিটি টিভি (সিবিএন টিভি ইউএসএ) যাত্রা শুরু করছে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবে এটি। আপনারা পাশে থাকলে এক্ষেত্রেও আমরা নতুন কিছু করতে পারব বলে বিশ্বাস করি।

সময় ও পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টেছে। বিশেষ করে, করোনা মহামারির পর। বলতে গেলে বিশ্ব বাস্তবতাই পাল্টে গেছে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মালিকানায় এখন আর বাংলাদেশের কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। শুরু থেকেই নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে আমরা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টায় সফলও হয়েছি।

এই দিনে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি প্রয়াত লতিফুর রহমান, ঢাকায় প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন নির্বাহীসহ সবাইকে, যাঁরা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আমরা শুরু থেকে নিউইয়র্ক ও এর আশপাশের বিশিষ্টজনের অপার সহযোগিতা পেয়েছি। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন মহানুভবতা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। অষ্টম বছরে পদার্পণের এ দিনে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কমিউনিটি সংবাদমাধ্যম হিসেবে কমিউনিটির সব কোলাহলে সম্পৃক্ত ও দৃশ্যমান থাকার চেষ্টা করেছে। সাংবাদিকতার মান, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এই এগিয়ে যাওয়ার সাথে জড়িয়ে আছে আরও বহু নাম। যারা নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাশে ছিলেন, আছেন ও ভবিষ্যতে থাকবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। তাই এ পত্রিকাটি শুধু উত্তর আমেরিকায় একটি সংবাদমাধ্যম নয়, হয়ে উঠেছে আলোকিত মানুষের মিলনমেলা। এই আনন্দের দিনে নিউইয়র্কের সহযোগী সংবাদমাধ্যম, এর সম্পাদক ও সংবাদকর্মীদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান লোকজন, সমাজ-সংস্কৃতির জন্য নিবেদিত মানুষদের নিয়ে আমাদের নিত্য কোলাহল প্রশংসিত হয়েছে। প্রবাসে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা পালন করে আসছে। গত আট বছরে প্রবাসের অনেক লেখক এই পত্রিকার মাধ্যমে নিজের মেধা ও মননের প্রতি সুবিচার করে উঠে এসেছেন। গড়ে উঠেছে প্রথম আলো পরিবার।

আমাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি কাজে পাশে থাকার জন্য দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সব সহকর্মী, সতীর্থ ও শুভানুধ্যায়ীদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। সম্মিলিত প্রয়াস ও ভালোবাসা ছাড়া এমন একটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে এগিয়ে চলা কঠিন। কঠিনেরে আমরা ভালোবেসেছিলাম। তাঁরা এটাকে সহজ করে দিয়েছেন।

অষ্টম বছরে পদার্পণের এ ক্ষণে আমাদের পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সবাইকে কৃতজ্ঞতা। কুর্নিশ তাঁদের প্রতি, যাঁরা সামনে না এসে নীরবে সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। এমন সহযোগিতার হাত অবারিত থাকলে আমাদের অগ্রযাত্রা ভিন্ন মাত্রা পাবে। সময়কে জয় করে এগিয়ে যাবে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। আমাদের আকাঙ্ক্ষা , 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,/ জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর'।

সবাইকে ধন্যবাদ।

উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসায় সিক্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, কারেকশন অফিসারদের সাংগঠনিক প্রধান কাজী হাসান, লেখক সাংবাদিক হাসান ফেরদৌসকে নিয়ে প্রথম পর্বের আলোচনা শুরু হয়।

মীর বাশার তাঁর বক্তৃতায় বলেন, প্রথম আলো নিউইয়র্কে কমিউনিটির কথা বলে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের নতুন সহযোগী সংগঠন হিসেবে সিবিএন টিভি একইভাবে সবাইকে নিয়ে কাজ করবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সিটি অফিসের এথনিক মিডিয়া বিষয়ক নির্বাহী পরিচালক হোজে বয়েনা বলেছেন শুরু থেকেই প্রথম আলোর সাথে সিটি অফিসের কার্যকর যোগাযোগ রয়েছে। যেকোনো কাজে, কমিউনিটির যে কোন প্রয়োজনে প্রথম আলো যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সিটি অফিস থেকেও এ পত্রিকার জন্য একই প্রতিক্রিয়ায় আমরা সাড়া দিয়ে থাকি। এ পত্রিকাটির মাধ্যমে এবং তাদের সিবিএন টিভির সাথে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রশংসার এবং সিটি অফিস সর্বতোভাবে এ প্রতিষ্ঠানটির পাশে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

লেখক সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস বলেছেন, " ৮ বছর আগে প্রথম আলো যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু করেছিল, কঠিন পরিশ্রম এবং প্রথম আলোর ভাবমূর্তি ধারণ করে তাদের এগিয়ে চলা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।"

অনুষ্ঠানে একপর্যায়ে যুক্ত হন নিউজার্সি রাজ্যের একমাত্র বাংলাদেশি নির্বাচিত প্রতিনিধি কাউন্সিলওম্যান শিফা উদ্দিন। প্রথম আলো পত্রিকার বিন্যাসের শাড়ীর সাজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রথম আলো পরিবারের নারী লেখক ও সাংবাদিকদের কাজকর্মের প্রশংসা করে শিফা উদ্দিন বলেছেন, ব্যতিক্রমী কাজের মাধ্যমে প্রথম আলো নারীদের সম্পৃক্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশি কমিউনিটির অগ্রযাত্রায় এ এক তাৎপর্যপূর্ণ কাজ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, তাঁর বক্তৃতায় পত্রিকার প্রকাশনা থেকে শুরু করে নিউইয়র্কে এর এগিয়ে চলার নানা বাঁধা বিপত্তির কথা তুলে ধরেন। তিনি ঢাকা প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক তাঁর পিতৃসম মতিউর রহমান এবং ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, প্রথম আলো যেমন করে কমিউনিটিকে নিয়ে, কমিউনিটির জন্য কাজ করেছে। একইভাবে সবাইকে, সকলের সহযোগিতা নিয়ে সিবিএন টিভিও গড়ে তুলে হবে। তিনি প্রথম আলো পত্রিকার কাণ্ডারি হিসেবে সহকর্মী মনজুরুল হকের নিরলস কাজের প্রশংসা করেন। মনজুরুল হক তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, প্রথম আলো পত্রিকার জন্য কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজের সন্তান জন্মের দিনক্ষণের কথাও জানাননি। কাজকে এভাবেই প্রাধান্য দেয়ার চর্চার মাধ্যমে পত্রিকাটির এগিয়ে চলা এবং সিবিএন টিভিও একইভাবে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি পর্যায়ে ইব্রাহীম চৌধুরী সিবিএন টিভির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং দর্শকদের স্ক্রিনে টিভির প্রামাণ্য অনুষ্ঠান দেখানো হয়। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার দুইজন সকর্মিকে তাদের কাজের জন্য সম্মাননা জানানো হয়। এরমধ্যে একজন হচ্ছেন পত্রিকাটির সাহিত্য সম্পাদক এইচবি রিতা এবং অন্যজন হচ্ছেন রিপোর্টার রুদ্র মাসুদ। তাদের নাম ঘোষণা করেন কবি রওশন হাসান এবং ফার্মাসিস্ট, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি সুমাইয়া চৌধুরী।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্মানজনক 'কবিতার এক পাতা' র সম্পাদক ফারুক ফয়সল তাঁর বক্তৃতায় পত্রিকাটির যাত্রাপথ তুলে ধরেন এবং নানা কঠিন বাস্তবতার মধ্যে এ পত্রিকাটির সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ও কবিতার উৎকর্ষতায় ভূমিকা রাখতে পারছেন বলে জানালেন।

প্রথম আলো নারী লেখক সাংবাদিকদের মধ্যে রওশন হক তাঁর বক্তৃতায় বলেন, নিউইয়র্কে প্রথম আলো প্রকাশিত হওয়ার পর এখানকার অনেকেই নিজেদের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন। লেখক হওয়া বা সাংবাদিক হওয়ার জন্য ভালোবেসে সবাই এক প্লাটফর্মে যুক্ত থাকতে পারছেন। তিনি বলেছেন, মান যাই হোক সবাই মুক্তভাবে এ পত্রিকার মাধ্যমে লেখালেখি করে নিজেদের উৎকর্ষ অর্জনে সক্ষম হচ্ছেন এবং এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। তিনি সবাইকে

প্রথম আল উত্তর আমেরিকার লেখক সাংবাদিক এবং 'টক অব দ্যা উইক' অনুষ্ঠানের সংগঠকদের মধ্যে সোহানা নাজনীন, ফরিদা ইয়াসমীন এবং রোকেয়া দীপা বলেছেন, তারা নির্ভয়ে কাজ করার সাহস পেয়েছেন প্রথম আলোর মাধ্যমে এবং নিজেদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। প্রথম আলো তাদের জন্য একটি ভালোবাসার প্লাটফর্ম বলে তারা উল্লেখ করেন। লেখক সাংবাদিক শেলী জামান খান, ভায়লা সালিনা, রুপা খানম, বিলকিস সুমি, সেমু আফরোজা, বদরুন নাহার, ইসমত হানিফা, কান্তা কাবির, মনীষা তৃষা তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেছেন, প্রথম আলো দূর দেশে দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে কাজ করছে এবং এ পত্রিকাকে তারা ভালোবাসার প্লাটফর্ম হিসেবে দেখে থাকেন।

কুইন্স ডেমোক্র্যাট পার্টির ডিসট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী বলেছেন, প্রথম আলো পত্রিকার পাশে ছিলেন সব সময়। এখন সিবিএন টিভি করে কমিউনিটিকে সংবাদমাধ্যম হিসেবে তারা যে সার্ভিস প্রদান করবে, তাঁর পাশে তিনি থাকবেন বলে উল্লেখ করেন মঈন চৌধুরী।

নারী সংগঠক সালমা ফেরদৌস বলেছেন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা নারীদের নিয়ে কাজ করে নিউইয়র্কে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে। সিবিএন টিভিও একইভাবে নারীদের প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রবীণ সম্পাদক মঞ্জুর আহমেদ প্রথম আলো পত্রিকার ৮ম বর্ষে পদার্পণে আশীর্বাদ প্রদান করেন। অপর প্রবীণ সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেছেন, কমিউনিটি নির্মাণে সংবাদপত্রই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। প্রথম আলোর মতো সিবিএন টিভিও একই প্রত্যয় নিয়ে কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। টাইম টিভির সিইও এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের সহযোগী সংবাদমাধ্যম হিসেবে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাশে আছেন বলে উল্লেখ করেন। অন্যান্য পত্রিকা সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সিইও এবং আজকাল পত্রিকার সম্পাদক শাহনেওয়াজ, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, নিউইয়র্ক সময় পত্রিকার সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকু এবং প্রধান সম্পাদক দর্পন কবির, শওকত রচি, শামসুন নাহার নিম্মি, এনামুল হক, জলি রহমান, সাংবাদিক ফিরোজ কবির,রিমন ইসলাম,ড:বিলকিস দোলা, মোস্তফা অনীক রাজ প্রমুখ।

বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী বেবি নাজনীন এক লাইন গান গেয়ে প্রথম আলোর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং কথা বলেছেন শোটাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম, মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, সেকিল চৌধুরী,তোফায়েল চৌধুরী, রওশন জাহান, জন সংগঠক সৈয়দ ফজলুর রহমান, লায়ন আহসান হাবীব, জাকির হোসেন, কবি স্বপ্ন কুমার, কবি মাসুম আহমেদ, সৈয়দ উতবা, মিয়া মোহাম্মদ আছকির, লেখক ফজলুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল হাই, মোহাম্মদ কে আহমদ, ঊষা রহমান, ডেইজী, মাহবুব চৌধুরী, অ্যাটর্নি খায়রুল বাশার, ইমাম কাজী কাইয়্যুম , মোহাম্মদ নাসির শিকদার, ঝর্না চৌধুরী, শামসুদ্দিন বশির, রানু ফেরদৌস,আব্দুল কাইয়ুম, আহমেদ হোসেন, ডাঃ এম হাসান, বেনজীর শিকদার, জাহিদা আলম, আমানউদ্দৌলা, মুকুল হক, আজাদ উদ্দিন, মামুনুর রশীদ চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, ফারমিছ আখতার, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনিজা রহমান, জয়তূর্য চৌধুরী, এডভোকেট জয় আচার্য, এডভোকেট শামীম আহমেদ সিদ্দিকী, ফরিদা ইয়াসমীন, প্রতীক রহমান, ফটো সাংবাদিক সানাউল হক, আমজাদ হোসেন, জুলহাস কবির, মোহাম্মদ দিপু, অনির্বাণ খন্দকার, এমবি তুষার, রেজাউল করিম রাজু, এম এইচ পাহলভি, সানজিদা উর্মী, সানজিদা আখতার, সিপিএ আবু নাসের, রিনা শাহা, মোহাম্মদ কে আহমেদ, সুজন মিয়া, আনোয়ারুল লাভলু,মাহমুদুল চৌধুরী, মিনহাজ সান্টু, কুলসুম আক্তার সুমি প্রমুখ।

ইমাম কাজী কাইয়্যুমের বক্তব্য রাখেন এবং ইফতারের জন্য আজান দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। ইফতার ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠান শেষে অনেকেই বলেছেন, এমন স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠানে তারা কমই উপস্থিত হতে পারেন। সতর্ক ভাবে অসতর্ক অনুষ্ঠান বিন্যাসে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ৮ম বর্ষে পদার্পণ এবং সিবিএন টিভির যাত্রা লগ্ন অনেকের কাছেই স্মরণীয় থাকবে বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ৮ম বর্ষে পদার্পণ এবং সিবিএন টিভির উদ্বোধন উপলক্ষে ১১২ পৃষ্ঠার একটি পৃথক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করেছে এসেনশিয়াল হোম কেয়ার, রাজু ল' ফার্ম এবং আব্রাহাম ল' গ্রুপ। এছাড়া পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং পৃষ্ঠপোষকসহ সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পত্রিকাটির সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী।

বোনাস বাড়িয়ে ডলার আনতে চায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোনাস বাড়িয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ব্যাবধান পূরণের পদক্ষেপ নেয় প্রতিষ্ঠানটি। সম্প্রতি ডলারের দাম পড়তে শুরু করায় এবং বোনাস বাড়ানোয় অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগীতায় ফিরেছে এবং গ্রাহক বাড়ছে দাবী সোনালী এক্সচেঞ্জের।

রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসীদের সাথে কথা বলে এবং বিভিন্ন মানি একচেঞ্জ, ব্যাংকের শাখা ও এজেন্ট অফিস ঘুরে জানা যায়, বর্তমানে সোনালী এক্সচেঞ্জ ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা করে দিচ্ছে ডলারের দাম। অথচ পাশেই ব্যাংক অব এশিয়ার বিএ এক্সপ্রেস এবং স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস ১১৫ টাকা করে ডলারের দাম দিচ্ছে। বিভিন্ন মানি ট্রান্সফার কোম্পানী ১১৩ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৭৫ পয়সা দাম দিচ্ছে। এটি ছিলো ২৩ মার্চ শনিবারের চিত্র। বর্তমানে সোনালী এক্সচেঞ্জ থেকে টাকা পাঠালে ডলারের বিপরীতে দাম পড়ে প্রণোদনাসহ ১১৬ দশমিক ০৭ টাকা। কিন্তু টাকা পাঠাতে ফি দিতে হয়না। এছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানে ডলারের সর্বোচ্চ দাম প্রণোদনাসহ ১১৭ দশমিক ৮৭ টাকা। কিন্তু, এসব প্রতিষ্ঠানে টাকা পাঠাতে ফি প্রদান করতে হয়।

যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা পাঠালেই ডলারের বিপরীতে ২ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত প্রণোদনা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ সরকার ঘোষিত ২ দশমিক ৫০ শতাংশ প্রণোদনার সাথে এতো দিন নিজস্ব তহবিল থেকে আরো ২ দশমিক ৫০ শতাংশ প্রণোদনাসহ মোট ৫ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করতো। গত ১৭ মার্চ থেকে সোনালী এক্সচেঞ্জ আরো ১ শতাংশ প্রণোদনা বাড়িয়ে ৬ শতাংশ নির্ধারণ করে। এছাড়া স্যানম্যান এক্সপ্রেসের মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক টাকা পাঠালেও ৫ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বছরের ঈদুল ফিতরের সময়েও প্রতিযোগীতায় ছিলো সোনালী এক্সচেঞ্জ। তখন ডলারের বিপরীতে দাম ছিলো ১০৭ টাকা। অন্যপ্রতিষ্ঠানগুলো বাজার অনুযায়ী ডলারের বাড়তি দাম নির্ধারণ করলেও সোনালী এক্সচেঞ্জ গ্রাহকদের বাড়তি দাম দিতে পারেনি। পরবর্তীতে এবছরের শুরু দিকে ডলারের বাজার টালমাটাল হয়ে পড়লে একপার্যায়ে ডলারের দাম ১২৩ টাকা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই সোনালী এক্সচেঞ্জ ১০৯ টাকা ৫০ পয়সায় দাঁড়িয়ে থাকে। এতে করে হু হু করে কমতে থাকে গ্রাহক।

রমজানের এই সময়ে বিগত বছরগুলোতে সোনালী এক্সচেঞ্জে গ্রাহকদের ভীড় লেগে থাকলেও সরেজমিনে গেলে এবছর তেমনটি দেখা যায়নি। একাধিক দিন শাখায় গিয়েও নিয়মিত এবং পুরোনো গ্রাহকদেরই দেখা গেছে। অথচ আশপাশের মানি এক্সচেঞ্জগুলোতে গ্রাহকদের জটলা দেখা যায়। দামের হেরফেরের কারণে গ্রাহক কমে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন সোনালী এক্সঞ্জের কর্মকর্তারাও। তাঁদের দাবী পুরোনো গ্রাহকরা ফিরছেন এবং গ্রাহক আরো বাড়বে। তাছাড়া দামের বিষয়টি বাংলাদেশ থেকে সোনালী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাঁদের কিছু করার থাকে না। তবে; সোনালী এক্সচেঞ্জের ৮টি শাখা থেকে বিকাশে টাকা পাঠালেও একই দাম এবং প্রণোদনা পরিশোধ করা হয়। যেটি অন্য প্রতিষ্ঠানে কম। এছাড়া গত ২১ নভেম্বর সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়। যার মাধ্যমে গ্রাহক দ্রুততম সময়ে দেশে টাকা পাঠাতে পারে।

সোনালী এক্সচেঞ্জের নিউইয়র্ক সিটির ওজন পার্ক শাখায় টাকা পাঠাতে আসা লক্ষ্মীপুরের আরিফুল ইসলাম (৪২) জানান, অনেক সময় ৬-৭ টাকাও দামের পার্থক্য থাকে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, এখানে আমাদের তথ্যগুলো আছে। সেজন্য দাম কম হলেও এখান থেকেই দীর্ঘদিন ধরে টাকা পাঠাই। তাছাড়া এখন বোনাস (প্রণোদনা) বেশী দিচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে দামে পিছিয়ে থাকা এবং গ্রাহক কমে যাওয়ার কথা স্বীকার করেন সোনালী এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী দেবশ্রী মিত্র। তবে; বর্তমানে গ্রাহকদের ৬ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন- গ্রাহকরা এখন প্রায় সমান দাম পাচ্ছেন। সোনালী এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে টাকা পাঠালে ফি নেওয়া হয়না, বিকাশেও সমান দাম। তাছাড়া, সোনালী এক্সচেঞ্জে গ্রাহকদের অর্থ, তথ্যের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

নিউইয়র্কে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২৭ মার্চ বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে ফোন কল পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পুলিশ জানায়, বাড়িতে পৌঁছে উইন রোজারিওকে কাঁচি হাতে দেখতে পান তারা। এসময় কাঁচি নিয়ে তেড়ে আসলে পুলিশ প্রথমে টেজার দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। এ সময় উইন রোজারিওর মা চলে আসেন এবং উইন আক্রামণাত্মক হয়ে উঠলে পুলিশ গুলি ছুড়ে। মায়ের সামনে লুটিয়ে পড়েন উইন রোজারিও।

নিহতের বাবা ফ্রান্সিস রোজারিও বলেছেন, তার ছেলে নিজেই যেহেতু বলেছে সে মানসিক ভারসাম্যহীন। তাহলে তাকে কেন গুলি করে মারতে হলো? এসময় পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ করেন তিনি। এ নিয়ে করা সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক পুলিশ দাবি করেছে, নিহত তরুণ মানসিক সমস্যায় ছিলেন। নিজ ঘরে মানসিক অসুস্থ তরুণের এমন মৃত্যুতে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

গতকাল বুধবার কুইন্সের নিজেদের বাসায় এ ঘটনা ঘটে। এর আগে মানসিক যন্ত্রণায় ভোগা ওই তরুণ ৯১১ নম্বরে ফোন করে সহায়তা চান। পরে তাঁর বাসায় যান পুলিশ সদস্যরা।

নিহত উইন রোজারিওর বাবা ফ্রান্সিস রোজারিও বলেন, ১০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন ছিল উইনের।

এ ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তা জন চেল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মানসিক যন্ত্রণায় থাকা ওই তরুণের ব্যাপারে ৯১১ নম্বরে ফোনকল পেয়ে দুই পুলিশ সদস্য ওই বাসায় যান। সেখানে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ, বিশৃঙ্খলা ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। পুলিশের ধারণা, রোজারিও নিজেই ওই নম্বরে কল করেছিলেন।

জন চেল বলেন, বাসায় গিয়ে পুলিশ সদস্যরা রোজারিওকে হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি এক

শামীমার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নারী শামীমা বেগম তাঁর ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে আবারও হেরেছেন। তাঁর নাগরিকত্ব প্রত্যাহারের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি চেয়ে আপিল আদালতে আবেদন করেছিলেন তিনি। গত সোমবার তাঁর সেই আবেদন খারিজ হয়ে গেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে খবরটি দিয়েছে। এখন এই মামলার শুনানির জন্য সরাসরি যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে ২৪ বছর বয়সী শামীমা বেগমের।

শামীমার আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছেন যে, তাঁর নাগরিকত্ব প্রত্যাহারের ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বেআইনি ছিল কারণ, শামীমা মানবপাচারের শিকার হয়েছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে যাচাই করতে পারেননি ব্রিটিশ কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক শামীমা বেগম ২০১৫ সালে ইসলামিক স্টেটে (আইএস) যোগ দিতে যখন যুক্তরাজ্য ছাড়েন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। সিরিয়ায় যাওয়ার পর তিনি ইসলামিক স্টেটের ডাচ সদস্য ইয়াগো রিয়েডিকে বিয়ে করেন। সেখানে তাঁর তিনটি সন্তান হয়, যাদের সবাই মারা যায়। এরপর স্বামী রিয়েডিও এক কুর্দি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন বলে জানা যায়।

সেই ঘটনাপ্রবাহের পর শামীমা যুক্তরাজ্যে ফিরতে চান। কিন্তু ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ শামীমার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিল করেন। ওই সময় যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তি দিয়েছিল, শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের মূল কারণ ছিল জাতীয় নিরাপত্তা।

নাগরিকত্ব প্রত্যাহারের সেই সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য ২০২৩ সালে ২৪ বছর বয়সী শামীমার আইনজীবীরা আপিল বিভাগে একটি আবেদন করেছিলেন। আপিল আদালতের তিনজন বিচারক সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধারের আবেদন খারিজ করে দেন।

২০১৯ সালে আইএস পরাজিত হওয়ার পর সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে আল–রোজ শিবিরে শামীমার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি এখনো সেখানেই রয়েছেন।

শামীমার আইনজীবীরা বলছেন, সেই শিবিরের অবস্থা করুণ! সেখানে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে মানুষ। রোগবালাই নিত্যকার ঘটনা। সেখানে শামীমাকে অন্য ব্রিটিশ নারী ও শিশুদের সঙ্গে নির্বিচারে আটকে রাখা হয়েছে। অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে সেখানে। শামীমা বেগম জেনেশুনে একটি নিষিদ্ধ সংগঠনে যোগদানের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, এই কাজের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'আমাদের অগ্রাধিকার যুক্তরাজ্যের সুরক্ষা এবং তা বজায় রাখা। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এমন যেকোনো সিদ্ধান্ত রক্ষার্থে আমরা অটল থাকব।'

বাসা ভাড়া

১০৯-১১ ২০৮ স্ট্রিট হলিসে এক বেডরুম লিভিং কিচেন বাথরুমসহ সম্পূর্ণ নুতন বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা এপ্রিল হতে। Q2 ও Q77 বাস ২ মিনিট হাঁটার দূরত্বে। ফোন- ৯২৯-৪২১-২৬২৬ (সকাল ১০টা - রাত ১০টা)।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় সেন্ট আলবিনে ১১২-১৯ ১৯৮ স্টিটে দুই বেড, লিভিং কিচেন বাথ, ডাইনিং ভাড়া হবে। কিউ ৩ ও কিউ ৮৩ বাস সংলগ্ন । গ্রোসারি স্কুল নিকটে। যোগাযোগ 347-599-5637

বাসা ভাড়া

৩ বেড রুম, ২ ফ্লোর এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউইয়র্ক। বাংলা গুসারী, মসজিদ, বাস স্টোপ সবকিছু অতি নিকটে। (929) 328-5042

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া

সানি সাইডে 46 st এবং 50 এভিনিউতে স্টিট লেভেলে সেমি বেইজমেন্ট এ অধুমপায়ি পরিবারের কাছে ৩ বেড, বাথ, কিচেন লিভং ভাড়া দেয়া হবে। বিলসহ $2000 যোগাযোগ 917-562-1368

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD
Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1903 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX 75234
Mohammad.bemu@gmail.com
ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৪ এভিনিউ ও ১৭১ স্ট্রিটে অবস্থিত ২ বেড রুম বাথ কিচেন ভাড়া দেওয়া হবে। গ্রোসারি, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল নিকটে।
ফোন: 347-535-2133, 347-553-8444

আবশ্যক

নিউইয়র্কে একটি স্বনামধন্য সাপ্তাহিক পেপারে ডেলিভারিতে শুক্রবার ব্রুকলিন, ওজন পার্ক, জ্যামাইকায় কাজ করার জন্য গাড়ি সহ ড্রাইভার আবশ্যক । 646-645-9830

ন্যানি আবশ্যক

কুইন্সের জ্যামাইকায় ছয়মাসের বাচ্চার যত্ন সহকারে দেখভালের জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। যোগাযোগ - 929-268-5801 স্থান - ব্রায়ারউড স্টেশানের পাশে.

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগ সহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট এর ইফতার ডিনার অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট এর এক্সিকিউটিভ অফিসার ইসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চিফ গেষ্ট ছিলেন ট্যান্সপোর্টেশন প্রধান ফিলিপ রিভেরা।

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট (টেড) এর ইফতার ডিনার আনুষ্ঠিত হয়েছে ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার ম্যানহাটানের মাষ্টার হল রুম মিলনায়তনে।

ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট এর এক্সিকিউটিভ অফিসার ইসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে এবং ট্রাফিক সুপারভাইজার আনোয়ার হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে চিফ গেষ্ট ছিলেন ট্যান্সপোর্টেশন প্রধান ফিলিপ রিভেরা।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বাক্য উচ্চারণের পর স্বাগত ভাষন দেন ম্যানেজার টিএম মুহাম্মদ মুরসালিন।

"সকল মানুষের জন্য কুরআন" শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ইমাম হাসান আকবর। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমান্ডিং অফিসার (টেড) ইন্সপেক্টর ব্রাইন ওসোলাইবান, ক্যাপ্টেন লি, ক্যাপ্টেন খানজাদা ও আলেকজান্ডার সাদিক।

ইফতার ডিনারে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সুপারভাইজার মোহাম্মদ আলম, হারুন উর রশিদ, মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা, মুহাম্মদ মনির হোসেন, সুপারভাজার উদ্দীন, মুমিন উল্লাহ পাঠওয়ারী, মুহাম্মদ সোলায়মান, সুপারভাইজার গোলাম কিবরিয়া, মুহাম্মদ পারভেজ, মাসুদ ভুঁইয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট (টেড) এর সদস্যসহ বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। ট্রাফিক সুপারভাইজার আনোয়ার হোসাইন ইফতার ডিনারে অংশ নেয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

আদালতে মস্কো হামলায় অভিযুক্ত ৮ জন, নির্যাতনের ব্যাপারে সতর্কতা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়ায় মস্কোর কাছে একটি কনসার্ট হলে ভয়াবহ হামলায় জড়িত সন্দেহে কাজাখ বংশোদ্ভূত একজনসহ মোট আটজনকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তাদের আদালতে হাজির করার কয়েকটি ছবি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর আইনি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণের মাধ্যমে তাদের বিচার করা এবং নির্যাতন না করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন রাশিয়ার মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনার তাতিয়ানা মস্কালকোভা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে খবরটি দিয়েছে। বলা হয়েছে, হামলায় অভিযুক্ত চার ব্যক্তির পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তদন্তকারীদের একটি দল তাজিকিস্তানে গিয়েছে।

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর উপকণ্ঠের ক্রাসনোগরস্ক শহরে কনসার্ট হলে হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৭ জনে। ক্রাসনোগরস্ক শহরের ক্রোকাস সিটি হলে হামলার দায় স্বীকার করে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)।

স্থানীয় এম. পি কান্তজিউ মন্দিরের সম্পত্তিতে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর . স্থাপন করেন কিভাবে!

কান্তজিউর মন্দির প্রাঙ্গনে মসজিদ নির্মাণের অপচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে। ১ মার্চ ২০২৪ দিনাজপুরের কাহারোলে কান্তজিউ মন্দিরের দেবোত্তর জমিতে অবৈধভাবে মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্থানীয় এমপি জাকারিয়া। প্রশাসন মসজিদ নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ দেয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ ধন্যবাদ জানিয়েছে। ঐক্য পরিষদ প্রশ্ন তুলেছে, কান্তজিউ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তিতে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন স্থানীয় এমপি করেন কিভাবে?

এ প্রসঙ্গে ঐক্য পরিষদ চন্দ্রনাথ শক্তিপীঠ এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘঠিত সামপ্রদায়িক ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। একই ধারাবাহিকতায় ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠীর রমজানের পবিত্রতা রক্ষার নামে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর চড়াও হয়ে তাঁদের শারীরিকভাবে লঞ্ছনা করার ঘটনার উল্লেখ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ অশঙ্কা প্রকাশ করে যে, এগুলো হয়তো হিন্দুদের ওপর আবার নুতন করে বড় ধরণের আক্রমণের রিহার্সেল।

অষ্টাদশ শতকে নির্মিত, জাতীয় ঐতিহ্য ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পবিত্র তীর্থস্থান কান্তজিউ মন্দিরের ওপর এর আগেও এই মন্দিরের ওপর আক্রমন হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ মৌলবাদী শক্তির কালো থাবা থেকে মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার ও সুরক্ষার জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ কামনা করে, এবং যুগপৎ স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিকদলগুলোকেও ঐক্যবদ্ধভাব এ' ধরণের ন্যাক্কার জনক ঘটনা প্রতিহত করার জন্য আহ্বান জানায়।

ঐক্য পরিষদ বলেছে, সামপ্রদায়িক শক্তি এই মন্দিরের কার্যক্রম বন্ধ করে দখল করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর অনুষ্ঠানে চলাকালীন বোমা-আক্রমণ করেছিল। মসজিদ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় এক ডিসিকে ধরে একসময় দেবোত্তর সম্পত্তি'র কিছুটা অবৈধ লিজ নেয়, যা হাইকোর্ট ১৯৯৯ সালে বাতিল করে দেন। তা' জানা সত্ত্বেও এলাকার নবনির্বাচিত সাংসদ জাকারিয়া সাহেব উক্ত অবৈধ মসজিদ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে মৌলবাদীদের সহযোগিতা করেছেন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বিজ্ঞপ্তি।

ক্যান্সারের চিকিৎসা নেয়ার কথা জানালেন প্রিন্সেস কেট

নিউজ ডেস্ক

প্রিন্সেস অব ওয়েলস কেট মিডলটন ওরফে ক্যাথেরিন ক্যানসার আক্রান্ত হয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়েই ক্যানসার ধরা পড়েছে। এরই মধ্যে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২২ মার্চ শুক্রবার এক ভিডিও বিবৃতিতে ক্যাথরিন বলেছেন, অবিশ্বাস্য কঠিন কয়েকটি মাস পার করার পর এটি তাঁর কাছে ছিল একটি 'বিশাল ধাক্কা'। সেই সঙ্গে একটি ইতিবাচক বার্তাও দিয়েছেন ক্যাথরিন। বলেছেন, 'আমি ভালো আছি এবং প্রতিদিন আরও শক্তি পাচ্ছি।' অবশ্য ক্যানসারের বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। কেনসিংটন প্যালেস থেকে বলা হয়েছে, ক্যাথরিন ক্যানসার থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন এটি নিশ্চিত।

কেট মিডলটনের অফিস বলছে, জানুয়ারি মাসে তার যে সার্জারিটি হয়েছিল, তা ক্যান্সার সংক্রান্ত ছিলো না। সেটি আগে থেকেই হবে বলে ঠিক ছিলো। সেই সার্জারি করার পর কেট মিডলটনের বেশ কিছু টেষ্ট হয়। আর সেই টেষ্টেই ধরা পড়ে ব্রিটিশ রাজবধূর ক্যানসারের খবরটি।

গত ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে তাঁর কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে। প্রাসাদ থেকে বলা হয়েছে, ক্যানসারের ধরন ও চিকিৎসার মতো ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করা হবে না। ক্যাথরিন (৪২) বলেছেন, তিনি এই মুহূর্তে ক্যানসার আক্রান্ত সবার কথা ভাবছেন। তিনি বলেন, 'এই রোগে আক্রান্ত প্রত্যেকের জন্য পরামর্শ, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, দয়া করে বিশ্বাস বা আশা হারাবেন না। আপনি একা নন।'

শুক্রবারের ঘোষণার আগে রাজা এবং রানিকে ক্যাথরিনের স্বাস্থ্যের খবর জানানো হয়েছিল। রাজা চার্লস নিজেও ক্যানসার আক্রান্ত। তাঁরও চিকিৎসা চলছে।

প্রিন্সেস ক্যাথরিন এবং প্রিন্স উইলিয়াম এবার ইস্টার সানডে উদযাপনে রাজপরিবারের সঙ্গে জনসমক্ষে আসবেন না বলেই মনে হচ্ছে। ক্যাথরিনও শিগগির সরকারি দায়িত্বে ফিরবেন না।

প্রাসাদ থেকে আরও বলা হয়েছে, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি অনুষ্ঠানে প্রিন্স উইলিয়ামের হঠাৎ অনুপস্থিতির পেছনে ক্যাথরিনের ক্যানসার ধরা পড়ার বিষয়টিই ছিল।

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

MONEY TRANSFER
মানি ট্রান্সফার

বিদেশ থেকে বৈধ
পথে টাকা পাঠানোর
সহজ উপায়

2.5% Incentive
Highest Rate
No Fees

bKash

Notary Public

Fast, Secure &
Reliable Remittance

Agrani Bank Limited | Al-Arafah Islami Bank Limited | EXIM Bank PLC. | SBAC Bank | JAMUNA BANK | Janata Bank Limited | DHAKA BANK LIMITED | ablbl | Southeast Bank Limited | SIBL | Social Islami Bank Limited | UCB

Contact Us

718-406-9745

We Are Authorized Agents

World Tours & Travel

37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

UP TO 10% Discount
on Flight Booking

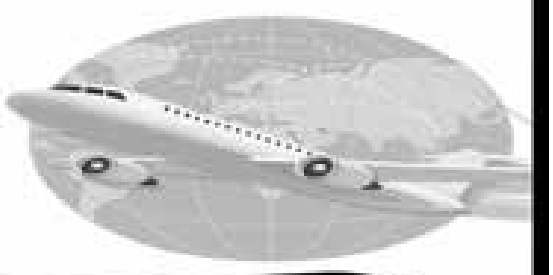

Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES

Book Online
www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের

ক্বেরাত প্রতিযোগিতা ও ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের ক্বেরাত প্রতিযোগিতা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯শে মার্চ ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে।

সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেলের সঞ্চালনায় ইফতার মাহফিল ও ক্বেরাত প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে ক্বেরাত প্রতিযোগিতা। এ পর্ব পরিচালনা করেন ইফতার কমিটির আহবায়ক ও সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম ডি আলাউদ্দিন এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ।

ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় সম্মানিত বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহিয়া, মাওলানা হামিদুর রহমান আশরাফ, মাওলানা মাহবুবুর রহমান। অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের পুরস্কার স্পন্সর ও মার্ক হোম কেয়ারের পরিচালক বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলমাস আলী।

কমিউনিটির অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মার্কস হোম কেয়ারের অন্যতম কর্ণধার আলমাস আলী, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া , সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, কোষাধক্ষ্য নওশাদ হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক মাইন উদ্দিন মাহবুব, আতাউর রহমান সেলিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহিন কামেলী, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, রাজনীতিবিদ আব্দুর রহিম বাদশা, আবু সাইদ আহমেদ, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব , আব্দুস শহীদ, মখন মিয়া, রিয়াজ কামরান, হাসান আলী, সামাদ মিয়া জাকের, ইমরান সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ আলী, জামাল হোসাইন, জামিল আনসারী, জালাল চৌধুরী, আলমগীর শামীম, সার্জেন্ট বিলাল উদ্দিন, রিয়েলটর সালেহ উদ্দিন, জুবায়ের আহমেদ, তৌফিক আলম, ফারমিস আকতার, আব্দুল মতিন, সোহাগ আফসর, রহিমুল ইসলাম প্রিন্স, সাংবাদিক শাখাওয়াত হোসেন সেলিম, সিদ্দিকুর রহমান সুমন প্রমুখ।

বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ সাদি মিন্টু, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, মাকসুদা আহমেদ, ফয়সল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রনি, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ হোসেন টিটু প্রচার ও গণ সংযোগ সম্পাদক এবং ইফতার কমিটির সদস্য সচিব লিয়াকত আলী, স্কুল শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সালমা সুমী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক রায়হান জামান রানা প্রমুখ ।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। গত একুশ মার্চ , বৃহস্পতিবার ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম চলে।

ফুড ব্যাংক কার্যক্রমের আওতায় তাজা শাক সবজি, ফলমূল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন এই ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মনিরুজামান মনির, বেলাল হোসেন, আফিয়া নাসরিন, মোঃ জব্বার, মোঃ নাসির প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার ফুড ব্যাংক এর আয়োজন করা হয়।

জর্জিয়ায় রোজার ফিতরা ন্যূনতম ১০ ডলার

মনজিলুর রহমান

জর্জিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদ আল ফারুক মসজিদ অব আটলান্টা এবং মসজিদ ওমর বিন আব্দুল আজিজ সূত্রে জানা গেছে জর্জিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য এ বছর রোজার ফিতরা জনপ্রতি সর্বনিম্ন ১০ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। ইচ্ছে করে যে কেউ এর চেয়ে বেশিও দান করতে পারবেন। সাম্প্রতিক সময়ের আটা, যব, খেজুর, কিশমিশ ও পনিরের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে এ ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে। মুসলমানরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পণ্যগুলোর যেকোনো একটি পণ্য বা এর বাজারমূল্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

ভালোবাসা শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন ছড়াকার রিটন

নিউইয়র্ক

আশরাফুল হাবিব মিহির

ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে সিক্ত হলেন কিংবদন্তি ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন। কানাডা থেকে সস্ত্রীক নিউইয়র্ক সফরে এলে ২৩ মার্চ স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আড়ম্ভরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একুশে পদকপ্রাপ্ত এই কিংবদন্তি ছড়াকারকে ছড়াটে-র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

নিউইর্য়কের কুইন্সের হিলসাইডে ছড়াটে-র নিয়মিত মাসিক ছড়াড্ডা ও ইফতারের আয়োজন থাকলেও সবকিছু ছাপিয়ে পুরো অনুষ্ঠানটি রিটনময় হয়ে উঠে। প্রিয় ও গুণী মানুষটিকে সস্ত্রীক কাছে পেয়ে উপস্থিত সকলে আনন্দে উদ্বেলিত হন। ছড়াকাররা ফুল দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। একইসাথে ছড়াকারদের পত্নীগণ রিটন পত্নী শার্লি রহমানকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

লুৎফর রহমান রিটন এই আন্তরিক আয়োজনের জন্য ছড়াটে-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি ছড়াটে-র সকল গঠনমূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, আমি মনে করি আমিও ছড়াটে-র একজন সদস্য। ছড়াকারসহ বিশ্বজুড়ে অগণিত ভক্ত ও শুভাকাঙ্খী যারা তাঁকে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন তারা তাঁর বর্ধিত পরিবার। মাতৃভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের সাথে তাঁর আবেগ জড়িত। এই দুই বিষয়ে তিনি কারো সাথে আপোষ করেন না। তিনি যা ধারণ করেন সেটাই তাঁর কলম গলিয়ে বেরিয়ে আসে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কলম সবসময় সোচ্চার।

তিনি তাঁর লেখালেখির দীর্ঘ সফরের কথা বর্ণনা বলেন -একটা সময় তিনি চরম অর্থ কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। সেই দুঃসময়ের শার্লি তাঁকে ছেড়ে যাননি, বরঞ্চ সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছিলেন। এরপর তিনি উঠে দাঁড়ানোর গল্প বললেন। বিত্ত না থাকলেও চিত্তে কিভাবে সম্পদশালী হলেন তার গল্প বললেন। তিনি বলেন, এক জীবনে আমি শুধু ছড়াকেই ভালোবেসেছি।

রিটন পত্নী শার্লি বলেন, রিটন শুধু একজন ভালো লেখক বা ছড়াকার নন, তিনি একজন পরিবারবান্ধব লোক, ভালো স্বামী এবং ভালো বাবাও। যেকোনো মূল্যে তাঁকে লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাগিদ দেন।

আন্তরিকতাপূর্ণ পারিবারিক আবহে রিটন-শার্লি দম্পতি মুগ্ধ হন। রিটন তাঁর জীবনের অনেক না বলা কথা শেয়ার করেন। ছড়াকার শাম্ স চৌধুরী রুশো-র পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাবন্ধিক ও গবেষক আহমাদ মাযহার, গল্পকার নসরত শাহ, কবি মিশুক সেলিম, ছড়াকার মনজুর কাদের, ছড়াকার খালেদ সরফুদ্দীন, ছড়াকার সজল আশফাক, ছড়াকার শাহীন দিলওয়ার, ছড়াকার মানিক রহমান, ছড়াকার মিনহাজ আহমেদ, ছড়াকার আদিত্য শাহীন, ছড়াকার রিপন শওকত, ছড়াকার মৃদুল আহমেদ, লেখক-চিকিৎসক শিমুল সিকদার, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট লায়লা খালেদা, সাংস্কৃতিককর্মী সাঈদা উদিতা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, একই অনুষ্ঠানে কেক কেটে রিটন-শার্লি দম্পতির ৪৩ বছর

জাহাজের ডাটা

শেষ পৃষ্ঠার পর

করা হচ্ছে। তারা সবাই অভিবাসী শ্রমিক বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাদের মধ্যে একজন এল সালভাদর ও একজন হন্ডুর নাগরিক বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

মঙ্গলবার রাতে আমেরিকার অন্যতম বন্দর বাল্টিমোর থেকে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় সেতুটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে সিঙ্গাপুরের পণ্যবাহী জাহাজ দালির। এতে সেতুটির একাংশ ধসে পড়ে। পরের দিন দুইজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়।

সাড়া ফেলেছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাবু, যুবলীগ নেতা জামাল হোসাইন, সুমন চৌধুরী, স্বপন তালুকদার ,কারেকসন অফিসার কাজী রাশিদুল হাসান, জাসদ নেতা নুরে আলম জিকু সহ আরো অনেকে

কুইন্স থেকে এসেছিলেন শো টাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম, কমিউনিটি একটিভিস্ট আহসান হাবীব, রিয়েলটর নুরুল আজিম, সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব সহ অন্যান্যরা।

সিপিএ জাকির চৌধুরী জানান, কাজের চাপে আমি এ পর্যন্ত কোন ইফতার পার্টিতে অংশ নিতে পারেনি। তাই স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই এই সেহরী পার্টিতে অংশ নিয়েছিলাম॥ আমি ভাবতেও পারিনি মধ্যরাতের এই অনুষ্ঠান এত জমজমাট হবে। কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠানটি একটি মিলন মেলায় রুপ নিয়েছিলো। আর খলিল ভাইয়ের নিজ হাতের রান্না অনুষ্ঠানকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে।

শেফ খলিল জানান, আজকের সেহরী পার্টিতে যে অভাবনীয় সারা পেয়েছি তাতে আমি অভিভুত। আমি আগামীতেও আরো সেহেরী পার্টির আয়োজন করতে চাই।আগামীর এমনি আয়োজনে তিনি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের উপস্হিতি কামনা করেন।

মধ্যরাত থেকে ভোরের আজান অবধি অতিথিরা চুটিয়ে আড্ডা দেন এই সেহরি পার্টিতে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রাখব: মিলার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশে অবাধ, পূর্ণ ও মুক্ত গণতন্ত্রকে সমর্থন দেওয়া আমেরিকা অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। স্থানীয় সময় বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমনটি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক মিলারকে বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় দিবস উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বিবৃতিতে গণতান্ত্রিক শাসনকে শক্তিশালীকরণ এবং মানবাধিকারের প্রচারে তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি কি দয়া করে আমাদের একটি ধারণা দিতে পারেন যে, একজন স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে এবং আইন শাসনের কারণে লোকেরা যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেখানে বাইডেন প্রশাসন কী কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে?

এর জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, 'বাংলাদেশের বিষয়ে আমার কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার তথ্য নেই। তবে আমরা এই

ম্যাথিউ মিলার

প্রশাসনের শুরু থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, গণতন্ত্রের প্রচার প্রেসিডেন্টের শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে একটি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেনও বলেছেন, এটি তাঁর শীর্ষ অগ্রাধিকার বিষয়। আমরা বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমাদের আলোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছি। নির্বাচনের আগেও বেশ কয়েকবার আমরা বলেছিলাম যে, আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চাই। আর আমরা বাংলাদেশে অবাধ, পূর্ণ ও মুক্ত গণতন্ত্রকে সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রাখব।'

মৌলভীবাজারে বিদ্যুতায়িত হয়ে একই পরিবারের ৫ জনের মৃত্যু

সিলেট অফিস

মৌলভীবাজারের জুড়ীতে বজ্রপাতে বিদ্যুতায়িত হয়ে বসতঘরের মধ্যে একই পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন।

মঙ্গলবার ভোরে জেলার জুড়ী উপজেলার পূর্ব জুড়ী ইউনিয়নের পূর্ব গোয়ালবাড়ী এলাকার ভাঙ্গারপার গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—দিনমজুর ও বাক্প্রতিবন্ধী ফয়জুর রহমান (৫০), তাঁর স্ত্রী শিরি বেগম (৪৫), মেয়ে সামিয়া বেগম (১৫), সাবিনা বেগম (৯) ও ছেলে সায়েম উদ্দিন (৭)। আহত একজন হলো সোনিয়া আক্তার (১২)। তাকে সিলেট এম এ জি ওসমানি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মাইনুদ্দিন ঘটনার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল ভোররাতে বজ্রবৃষ্টি হয়। এ সময় বিদ্যুৎ লাইনের ওপর বজ্রপাত হয়। বিদ্যুৎ লাইনের নিচে টিনের ঘরে বাক্প্রতিবন্ধী ফয়জুর রহমান বসবাস করতেন পরিবার নিয়ে। বিদ্যুৎ লাইনের ওপর বজ্রপাত হওয়ার কারণে সারা ঘর বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের পাঁচজন মারা যায় ও একজন আহত হয়।

এ বিষয়ে গোয়ালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল কাইয়ুম বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বাক্প্রতিবন্ধী ফয়জুর রহমানসহ পরিবারের পাঁচজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে। যে একজন বেঁচে আছে, তারও অর্ধেক শরীর পুড়ে গেছে। সারা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গণপিটুনিতে ডাকাতির ১২ মামলার আসামি নিহত

সিলেট অফিস

হবিগঞ্জের লাখাইয়ে গণপিটুনিতে ডাকাতির ১২ মামলার এক আসামি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বুল্লা ইউনিয়নের গোয়াকারা গ্রামের জনজনিয়া ব্রিজে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম হিরাজ মিয়া (৪৫)। তিনি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ধল গ্রামের জজ মিয়ার ছেলে। হিরাজ মিয়া ডাকাতি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন বলে জানান স্থানীয় লোকজন।

গণপিটুনিতে হিরাজ মিয়া নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল খায়ের। তিনি বলেন, 'গুরুতর আহত অবস্থায় হিরাজ মিয়াকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হিরাজ মিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১২টি ডাকাতির মামলা রয়েছে।'

ওসি আবুল খায়ের জানান, গতকাল রাত আনুমানিক ১২টার দিকে গোয়াকারা গ্রামের জনজনিয়া ব্রিজে কয়েক ব্যক্তি মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন থামিয়ে ডাকাতি করছিলেন। এ সময় গ্রামবাসী ধাওয়া দিয়ে হিরাজ মিয়াকে আটক করে গণপিটুনি দেন। ডাকাত দলের বাকি সদস্যরা পালিয়ে যান।

বুল্লা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খোকন গোপ আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'জনজনিয়া ব্রিজে একদল ডাকাত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে ডাকাতি করছিল। এ সময় গ্রামবাসী খবর পেয়ে ডাকাদের ধাওয়া করে একজন আটক করে। পরে গ্রামবাসীর পিটুনিতে হিরাজ নামের এক ডাকাত মারা যায়।'

এনওয়াইপিডি

শেষ পৃষ্ঠার পর

মানুষকে নিরাপদ রাখতে যা করা হয়, তেমন কাজ করতে গিয়ে অফিসার জনাথন দিলারের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, এমরা আমাদের এক সন্তানকে আজ হারিয়েছি। পুরো সিটির জন্য তা বেদনাদায়ক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ হত্যার জন্য দায়ী গাই রিভেরাও পুলিশ কর্তিক গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে। তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। গাই রিভেরা পুরোনো অপরাধী। একাধিক সময়ে অপরাধে দণ্ড ভোগের জন্য কারাগারে ছিল এবং গত বছরও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে গ্রেফতার হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে।

চিকিৎসার টাকা নেই, রিকশাচালকের আত্মহত্যা

ঢাকা অফিস

রাজধানীর হাতিরঝিলে একটি বাসায় চিকিৎসার জন্য ওষুধ কিনতে না পেরে জয়নাল আবেদীন (৪৫) নামে এক ব্যক্তি পেটে ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা। নিহত জয়নাল পেশায় রিকশাচালক ছিলেন।

জয়নালের স্ত্রী মঞ্জিলা বেগম বলেন, আমার স্বামী রিকশা চালাতো। চার বছর আগে হার্টের রোগ ধরা পড়ে তার। আমি বাসাবাড়িতে কাজ করি। আমার এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েটি একটি গার্মেন্টসে চাকরি করে। ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর। আমরা গরিব মানুষ। হার্টের রোগের চিকিৎসা করাতে অনেক টাকা পয়সা লাগে। আমার স্বামী এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর কোনো কাজই করতে পারত না। আমাদের মা-মেয়ের সামান্য এই টাকায় সংসার চলত। স্বামীর হার্টের রোগের চিকিৎসার জন্য এত টাকা পয়সা আমাগো নাই। তাই কখনো আমরা তার জন্য ওষুধ কিনে দিতে পারতাম, আবার কখনো ওষুধ কিনতে পারতাম না।

'সিটি অফ ইয়েস' পরিকল্পনায় স্টেটকেও

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রদান করে বলে তিনি মনে করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অ্যাডামস্ শহরের জননিরাপত্তা রক্ষা, অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং নিউ ইয়র্কবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে কাজ করে যাচ্ছেন। 'সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং অপর্চ্যুনিটি' মূলত একটি জোনিং সংস্কার যা আবাসন সংকট মোকাবেলা করতে শহরের আশেপাশে অতিরিক্ত আবাসন তৈরি করার প্রস্তাব দেয়।

২৬ মার্চ মঙ্গলবার কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'পুরানো জোনিং প্রবিধানগুলিকে সরিয়ে দিয়ে প্রতিটি এলাকায় আমরা আরো বেশি আবাসন নির্মাণ করতে চেষ্টা করছি, যা আমাদের শহরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আবাসন-সমর্থক একটি কৌশল। পুরানো জোনিং প্রবিধানগুলি আমাদের প্রয়োজনীয় আবাসন তৈরি করতে বাধা দেয়। 'সিটি অফ ইয়েস' আমাদের উপাসনালয়গুলিকে তাদের প্রাঙ্গনে বাড়ি নির্মাণের স্বাধীনতা প্রদান করবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ধারণ করা বিশাল জায়গাগুলিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তিন থেকে পাঁচতলা কাঠামো নির্মাণের অনুমোদন দিবে। এবং ল্যান্ডমার্ক করা উপাসনালয়গুলিকে তাদের সাইটের অব্যবহৃত জমি উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দিবে। জোনিং নিয়মের এই পরিবর্তনগুলি ধর্মীয়-বিশ্বাস ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলিকে রাজস্ব তৈরি করতে, পাঁচটি বরো জুড়ে আরও সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন যোগ করতে এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য নতুন সংস্থান এবং সুবিধাগুলি বিকাশ করতে সাহায্য করবে। এই পরিবর্তনগুলি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাশাপাশি প্রতিদিনের নিউ ইয়র্কবাসীদের সমর্থন করবে যাদের যুক্তিসঙ্গত মূল্যের আবাসনের প্রয়োজন।'

নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ হাউজিং প্রিজারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ২০২৩-হাউজিং অ্যান্ড ভ্যাকেন্সি সার্ভে দেখায় যে, শহরে ভ্যাকেন্সির হার ১.৪ শতাংশ। এই পরিমাপটি ১৯৬৮ সাল থেকে সর্বনিম্ন। অতিরিক্ত বাড়ি তৈরি করাই ভাড়া সরবরাহ বাড়ানো এবং দাম কমানোর একমাত্র উপায় বলে মনে করেন অ্যাডামস্। তিনি বলেন, 'আরও সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রদানের জন্য আমাদের চিন্তাভাবনায় প্রসার ঘটাতে হবে এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করতে হবে। অন্য কোন অংশীদারই আমাদের সংগঠনের মতো এই আহ্বানে সাড়া দিতে ইচ্ছুক ছিল না। কোভিড-১৯ মহামারী থেকে শুরু করে আশ্রয়প্রার্থী সংকট পর্যন্ত, তারা প্রতিটি বিপর্যয়ের অগ্রভাগে রয়েছে। উপাসনালয়গুলি অভাবী ব্যক্তিদের স্বাগত জানিয়েছে। তারা এখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি তৈরিতে আমাদের সহায়তা করতে চায়।'

এই এপ্রিলে, 'সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং অপারচুনিটি' পরিকল্পনায় পাবলিক পর্যালোচনা করা হবে। এবং সিটি কাউন্সিল এ বছরের শেষ নাগাদ এতে ভোট দেবে।

'সিটি অফ ইয়েস' পরিকল্পনার সাথে শহরের জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি স্টেটকেও কাজ করতে হবে বলে জানান, অ্যাডামস্। অ্যাডামস্ বলেন, 'স্টেট লিডাররা আলবেনিতে বাজেট চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন। সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের জন্য একটি নতুন প্রণোদনা এবং অফিসগুলিকে আবাসিকে রূপান্তর করার জন্য একটি কর প্রণোদনা যোগ করতে তাদের অনুমোদনের প্রয়োজন আছে। আমাদের স্টেটকে পুরানো FAR সীমা প্রত্যাহার করতে হবে। এটি আমাদের আবাসিক এলাকায় অ্যাপার্টমেন্ট যোগ করা সহ নিউইয়র্ককে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মান পূরণের জন্য বিদ্যমান বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টগুলিকে বৈধ করার ক্ষমতা দেয়। আলবানিকে অবশ্যই বিশ্বাস-ভিত্তিক সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন আইন পাস করতে হবে, যা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নির্মাণের জন্য "হ্যাঁ" বলে।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমি গৃহহীনতার প্রান্তে বড় হয়েছি বলেই আমি জানি আবাসনের নিরাপত্তা ছাড়া বাঁচতে কেমন লাগে।

ডাঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র জানতেন, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমরাও জানি এটি আমাদের শহরের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ডক্টর কিংই বাড়িওয়ালাদের বৈষম্যমূলক অভ্যাসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যা কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দূরে রাখত। এবং ডক্টর কিং-ই সেই ব্যক্তি যিনি ফেয়ার হাউজিং অ্যাক্টের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন এবং যুগান্তকারী আইনটি অবশেষে তাকে হত্যার এক সপ্তাহ পরে কংগ্রেস পাস করেছিল। কিন্তু তার কাজ বুলেটেই মধ্যেই শেষ হয়নি। আমরা আজ এর জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি যাতে সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসী মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং মানসিক শান্তির সাথে বাঁচতে পারে।'

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

সঞ্চালনা করেন বাপার সেক্রেটারি ডিটেকটিভ রাশিক মালিক। মাওলানা ইসমাইল হোসেনের কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং রমজানের গুরুত্ব আলোকে বক্তব্যের আগে নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের চিফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার, বাপার সাবেক সভাপতি ক্যাপ্টেন করম চৌধুরী এবং ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এ কে এম আলমও সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সকলকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা এবং আগাম ঈদ মোবারক দেন। এ সময় সিটি মেয়রের পক্ষ থেকে বাপার কার্যক্রমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বাপা কর্মকর্তাগণের হাতে একটি সাইটেশন হস্তান্তর করেন মীর বাশার।

মঈন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমার পরিবারের অনেকে পুলিশ বাহিনীতে রয়েছেন। তাই আমি মনে করি এটি আমার পরিবার। যতদিন সামর্থ্য থাকবে ততদিন এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো। এ জন্য সকলের দোয়া চাই। তিনি বলেন, ডেমক্র্যাটিক পার্টির লিডার এবং আইনজীবী হিসেবে কম্যুনিটি ও প্রশাসনের অনেকের সাথে মেলামেশার সুযোগ ঘটে। প্রায় সকলেই বাংলাদেশি পুলিশ অফিসারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন প্রশংসাবাক্য আমাকেও আবেগিত করে।

এ মাহফিলে আগতদের স্বাগত জানান বাপার সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ চৌধুরী, কম্যুনিটি লিয়াজো সর্দার মামুন, মিডিয়া লিয়াজো জামিল সরোয়ার, করেসপন্ডিং সেক্রেটারি অক্সিলারি ক্যাপ্টেন সাঈদ এনায়েত আলী, সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস মাহবুব জুয়েল, ট্রেজারার মেহদী মামুন এবং কো-ট্রেজারার জসিম মিয়া। তারা প্রবাসীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সকল কর্মকাণ্ডে অকৃপণভাবে সাড়া দেয়ায় পুলিশ হিসেবে আমাদের কর্মকাণ্ড উৎসাহিত হচ্ছে।

এতে কমিউনিটির বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গেও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা ডা. মাসুদুর রহমান, বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু, আবু সাইয়িদ আহমেদ, সাইফুর খান হারুন,রিয়েলটর সারেয়ার খান বাবু, মোঃ ডালিম,আহমেদ সোহেল ও ইবাদ চৌধুরী প্রমুখ।

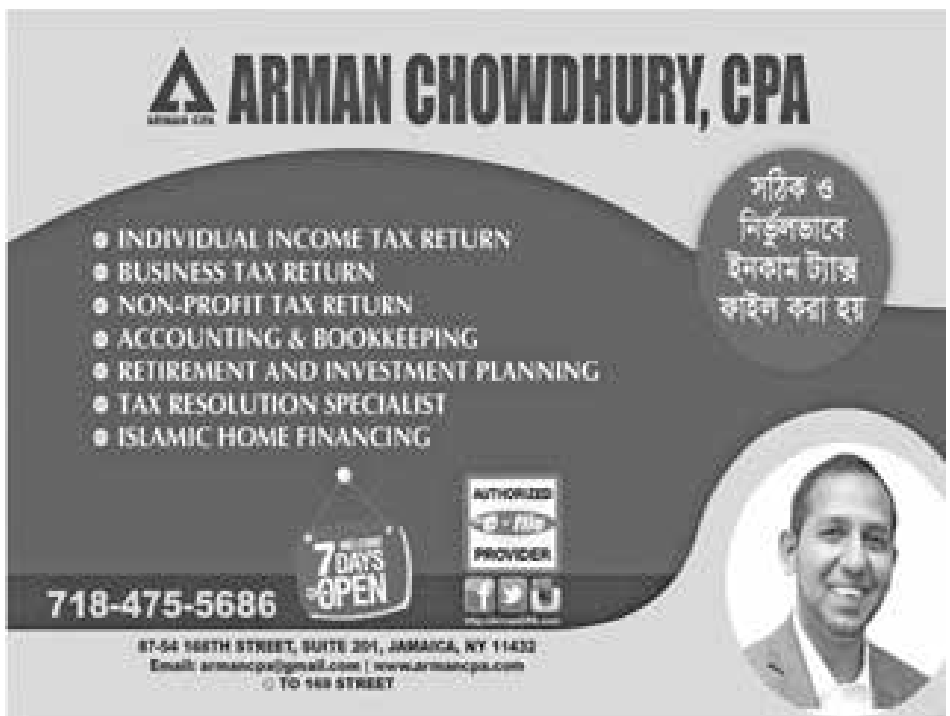

গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলেনি কেন

ইমরান ইমন

আজ ভয়াল ২৫শে মার্চ, জাতীয় গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিন গভীররাতে অস্ত্র সরঞ্জাম নিয়ে নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতিহাসের নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকহানাদাররা। মাত্র এক রাতে এমন গণহত্যার ঘটনা বিশ্বে নজিরবিহীন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে পরিচালিত অভিযানে প্রায় এক লাখ বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

ভয়াল ২৫শে মার্চের 'অপারেশন সার্চ লাইট' যেভাবে এলো-

এই অপারেশন নির্দেশনামা তৈরি করেন পাকিস্তানের দুই সামরিক কর্মকর্তা মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। নির্দেশনামার কোনো লিখিত নথি রাখা হয়নি। গণহত্যার সেই পুরো নির্দেশ মুখে মুখে ফরমেশন কমান্ডার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো হয়। দীর্ঘ সময় পরে ২০১২ সালে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা 'অ্যা স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি' নামে তার আত্মজীবনী প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত সে আত্মজীবনীতে প্রথমবারের মতো অপারেশন সার্চ লাইট সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

অপারেশন সার্চলাইট কীভাবে পরিকল্পিত হয়, ১৯৭১ সালের সেই স্মৃতিচারণ করে খাদিম হোসেন রাজা লিখেছেন, '১৭ মার্চ, সকাল প্রায় ১০টা বাজে। টিক্কা খান আমাকে ও মেজর জেনারেল ফরমানকে কমান্ড হাউসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে খবর পাঠান। খবর পেয়ে আমরা দুজন টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করি। গিয়ে দেখি, সেখানে জেনারেল আবদুল হামিদ খানও রয়েছেন। টিক্কা খান আমাদের বলেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ মুজিবের সমঝোতা আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট চান আমরা যেন সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং সে অনুযায়ী একটা পরিকল্পনা তৈরি করি। এছাড়া আর কোনো মৌখিক বা লিখিত নির্দেশনা আমরা পাইনি। আমাদের বলা হয়, পরদিন ১৮ মার্চ বিকেলে আমরা দুজন যেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ওই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করি।'

পরদিন সকালেই খাদিম হোসেন রাজা তার কার্যালয়ে রাও ফরমান আলীকে নিয়ে বসেন। তারাই গণহত্যার এ অভিযানের নাম দেন 'অপারেশন সার্চ লাইট'।

২০১৭ সাল থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৫শে মার্চকে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এখন শুধু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বাকি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও কেন ২৫শে মার্চের গণহত্যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি? এর কারণ হলো, এ নিয়ে ওভাবে কেউ মাথা ঘামায়নি, চেষ্টা করেনি।

বাংলাদেশে ২৫শে মার্চের গণহত্যাকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির আগে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য ইউনেস্কোকেও চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সে চিঠির জবাবে জানতে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশে কি ২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়? আমাদের উত্তর ছিল, হয় না। পরে জবাব এলো, যেটা বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে পালন করে না সেটা আন্তর্জাতিকভাবে কেন জাতিসংঘকে পালন করতে হবে?

২০১৭ সালে না হয়ে আরও বহু আগে ২৫শে মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির দরকার ছিল। অনেক দেরি হয়ে গেল আমাদের। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানি গোষ্ঠী ও এদেশীয় দোসররা মিলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির খেলায় মেতে ওঠে। জুনায়েদ আহমেদ নামে এক পাকিস্তানি লেখক তার 'ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ: মিথস এক্সপ্লোডেড' নামে ২০১৬ সালে প্রকাশিত বইয়ে ২৫শে মার্চের গণহত্যার ছবিকে বাংলাদেশিদের হাতে বিহারী হত্যা বলে চালানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে। এই বইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দোষারোপ করা হয়েছে এই বলে যে, একাত্তরে পঁচিশে মার্চের গণহত্যার জন্য মুক্তিযোদ্ধারাই দায়ী।

অথচ ২৫শে মার্চের গণহত্যার স্বীকৃতি খোদ পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত দলিলেও রয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশ করেছিল তাতে বলা হয়: '১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ রাত পর্যন্ত ১ লাখেরও বেশি মানুষের জীবননাশ হয়েছিল।'

দেশ স্বাধীনের পর থেকে গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যাপারে দেশের বাইরে কোনো প্রকার কার্যক্রম বা জনমত গড়ে তোলা হয়নি। তাছাড়া দেশের ভেতরে গণহত্যা নিয়ে ওভাবে কোনও কাজও হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের উদাসীনতাও এর অন্যতম কারণ।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আর্মেনিয়ার গণহত্যাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ানোর জন্য আর্মেনিয়ানরা ১০০ বছর ধরে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্মেনিয়ানরা এটি নিয়ে রীতিমতো আলাপ-আলোচনা ও জনমত গড়ে তুলেছে। আমরা তা করতে পারিনি বলে ২৫শে মার্চের গণহত্যার এখনও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলেনি। অথচ বাংলাদেশের ২৫শে মার্চের গণহত্যা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য গণহত্যাগুলোর একটি। সরকারের একক প্রচেষ্টায় সেটা সম্ভব হয়ে ওঠবে না। এর জন্য দেশ ও বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালিদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারির আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করেছি। ২১শে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটা সম্ভব হয়েছে কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে। ২৫শে মার্চের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়েও আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হবে।

দেশকে রক্ষা করতে জাতির যেসব সূর্যসন্তান জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী মো. সাদেকের আত্মদানের বেদনাদায়ক স্মৃতি

কোরা হাসান ইভানা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী মোঃ সাদেকের আত্মদানের বেদনাদায়ক স্মৃতি জাতীয় গণহত্যা দিবসের মর্মান্তিক উপলক্ষকে প্রতিফলিত করে, শহীদ বুদ্ধিজীবী মোঃ সাদেকের বিধবা স্ত্রী শামসুন্নাহার বেগম ২৫ মার্চ, ১৯৭১-এর বেদনাদায়ক ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন, যখন একটি সাধারণ রাত তার পরিবারের জন্য দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল।

মোঃ সাদেক ও তার পরিবার থাকতেন ঢাকার ফুলার রোডে ১১ নম্বর বাড়ির নিচতলায় । সেই বিভীষিকাময় রাতের কথা স্মরণ করে শামসুন্নাহার বেগম শুরু করেন, "২৫ মার্চের শেষ প্রহরে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বজ্রধ্বনি শুনে আমরা হঠাৎ জেগে উঠি। ভোর যখন ঘনিয়ে এলো এবং আমরা ফজরের নামাজের জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন আমাদের দরজায় ভারী বুটের আঘাতে সন্ত্রাস আমাদের গ্রাস করল। "

তিনি তার চার সন্তান এবং কিছু আত্মীয়ের সাথে ভিতরে লুকিয়ে থাকার কথা স্মরণ করেন যখন মোঃ সাদেক সাহসিকতার সাথে অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেন। "আমি গিয়ে দরজা খুলব," সে ঘোষণা করল, সে ভয়ে দেখছিল। বাইরের কথোপকথনটি ঘোলাটে ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে, গুলির শব্দে শান্তি ভেঙে যায় এবং তাদের কান্না বাতাসে ভরে যায়। মোঃ সাদেক, তাদের বাঙ্গালী পরিচয় জাহির করার এবং "জয় বাংলা" ঘোষণা করার নিরর্থক প্রচেষ্টায় তার ঘাড়ে বেয়নেট দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। শামসুন্নাহার বেগম তার যন্ত্রণাদায়ক হাহাকার, তার শরীর রক্তাক্ত, গলা ফুলে যাওয়া এবং হাত ক্ষতবিক্ষত মনে রেখেছেন। তার একমাত্র অপরাধ ছিল তার বাঙালি ঐতিহ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য তার প্রবল আশা।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে সূর্য তার আলো ফেলে রক্তে ভেজা মাটিতে, শহীদ সাদেকের মতো অগণিত শহীদের আত্মত্যাগের প্রমাণ। তার দেহাবশেষ, অন্য অনেকের মতো, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে ফুলার রোডে তাদের বিশ্রামের স্থান পাওয়া যায়।

শামসুন্নাহার বেগম একজন নায়িকা হিসেবে

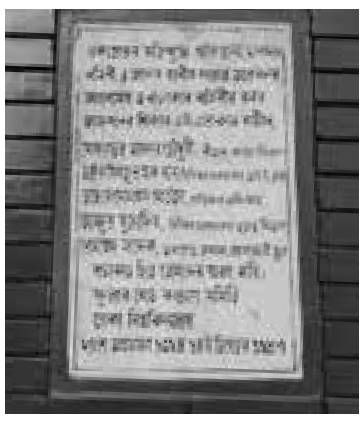

আবির্ভূত হন, একজন চার সন্তানের জননী যিনি যুদ্ধোত্তর জীবনের ঝড়কে স্থিতিস্থাপকতার সাথে মোকাবিলা করেছিলেন। তবুও, একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে তার স্বামীর আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, তিনি অনেকাংশে যেন অচেনা, স্বল্প স্বীকৃতি বা সামাজিক সমর্থন পান। যা তাকে গভীরভাবে পীড়া দেয়, পীড়া দেয় শহীদ পরিবারের সদস্য হিসেবে এ প্রজন্মের আমাদেরও। আমার বাবা ড. কামরুল হাসান ও মা নাসিমা আক্তার দুজনেই কুমিল্লাস্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ণ একাডেমির পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। তারাও জীবন কাটিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় বিপ্লবের স্বপ্ন বাস্তবায়নে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ যে পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের শুরু ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সঙ্গে রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী বাংলাদেশের অসংখ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিকদের চোখ বেঁধে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে নির্যাতনের পর হত্যা করে তাদের মিশন পূর্ণ করে । বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয় যেন স্বাধীন বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে পরে ।

বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ এর 'আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখনো মিলেনি পশ্চিমা বিশ্বের স্বীকৃতি, তাদের নীরবতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী বৃহত্তম গণহত্যার ব্যাপারে দুমখু নীতির বহ্নি প্রকাশ। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কানাডা ইউনিট কমান্ড নির্বাহী বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার জাহিদ বলেন জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে তাহলেই ইতিহাসের অমোঘ সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে যে জেনোসাইড হয়েছে তার অজস্র প্রমাণ ও তথ্য রয়েছে। এগুলো তুলে ধরতে মিডিয়াকে আরো সোচ্চার হতে হবে.

আমরা ইতিহাসের এই অমিমাংসিত বাহক মোঃ সাদেক সহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্যালুট জানাই, শামসুন্নাহার বেগম যার সবচেয়ে বড় গর্ব একজন শহীদ বুদ্ধিজীবীর স্ত্রী হওয়া এবং যার আটুট অঙ্গীকার তাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশের লালিত স্বাধীনতায় অবদান রেখেছিল সে পরিবারের সন্তান হিসেবে আমিও গর্ব বোধ করছি।

স্বাধীন বাংলাদেশে মানবিক রাজনৈতিক ধারার অভ্যুদয়

শেখর ভট্টাচার্য

মানুষের প্রতি ভালোবাসা কতোটুকু গভীর হলে একজন মানুষ তার আত্মপরিচয় উন্মোচন করতে গিয়ে এ'ভাবে সরাসরি উচ্চারণ করতে পারেন তা' ভাবলে আজকের প্রেক্ষাপটে বিস্মিত না হয়ে পারা যায়না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থের প্রথমেই তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন প্রথমে মানুষ এবং তারপর বাঙালি হিসেবে। তিনি লিখেছেন, "একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙ্গালী হিসাবে যা কিছু বাঙ্গালীদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা।" বঙ্গবন্ধুর সমসাময়িক কিংবা অগ্রজ অনেক নেতাই তার জীবিত কালে সক্রিয় রাজনীতি করে গেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডের স্বপ্ন সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়েছিলো একজন মানুষের চোখে আর তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখমুজিব।

সমসাময়িক অনেকেই তাকে ঈর্ষা করেছেন। ঈর্ষা, ঘৃণাকে তিনি ভালোবাসার প্লাবন দিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছেন। নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতার পংক্তির মতো, "করি শত্রুর সাথে গলাগলি/ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা"! তিনি কখনো গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বাইরে গিয়ে কোন আন্দোলনের পরিকল্পনা করেননি।একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাত পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেছেন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগোতে। রাজনৈতিক জীবনে কখনো তাকে অনিয়মতান্ত্রিক অপ্রাকাশ্য রাজনীতির পথে এগোতে দেখা যায়নি। তিনি ছিলেন একজন অহিংস রাজনীতির ধারক। বঙ্গবন্ধুর জন্ম ১৯২০ সালে আর সরদার ফজলুল করিমের জন্ম ১৯২৫ সালে।তার প্রায় সমবয়সী। শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক সরদার ফজলুল করিম অকপটে বলেছিলেন, "শেখ মুজিবকে আমরা ঈর্ষা করেছি আমাদের অতিক্রম করে বড় হওয়াতে। সবদিকে বড়। তেজে, সাহসে, স্নেহে, ভালোবাসায় এবং দুর্বলতায়, সবদিকে এবং সেই ঈর্ষা থেকেই আমরা তাঁকে হত্যা করেছি। কেবল এই কথাটি বুঝিনি যে, ঈর্ষায় পীড়িত হয়ে ঈর্ষিতের স্থান দখল করা যায় না। তাইতো এই ভূখণ্ডে মুজিবের স্থায়ী অবস্থান মধ্যগগনে এবং তাঁর নাম শুনে শোষকের সিংহাসন কাঁপে।"

জাতি হিসেবে বাঙালি আদিযুগ, মধ্যযুগ হয়ে সাতচল্লিশ পর্যন্ত কখনো স্বভূমি, স্বদেশ, স্বাধীন বাসভূমি প্রতিষ্ঠার তাড়ণা অনুভব করেনি এটি বাঙালির ইতিহাস কিংবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যায়। দলবদ্ধ ভাবে কিংবা একই গোষ্টীর মানুষ হিসেবে বাঙালির এক ধরণের সংস্কৃতি প্রীতি বাংলার ইতিহাসের ধাপে ধাপে পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা বাঙালিকে সব সময় এক ধরণের "গোষ্ঠী অনুভব" প্রদান করেছে। ভাষার প্রতি ভালোবাসা, মাতৃভাষায় সাহিত্যের নির্মিতি, আধ্যাত্মিক সাহিত্য রচনার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের পাতায় পাতায়। মাতৃভাষার প্রতি বাঙালির ভালোবাসা ছিলো সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। ভাষার প্রতি ভালোবাসা বাঙালিকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে নিজেদের ভাষার ব্যবহার এবং এর সমৃদ্ধি সাধনের জন্য নানা তৎপরতা দেখে।

বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধের প্রভাব এতোই বেশী ছিলো যে সেখানে বিভাজন, বিদ্বেষের কোন স্থান ছিলোনা। চিরায়ত সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করার জন্য বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বাঙালির নিবেদন ছিলো তুলনাহীন।ভাষা আন্দোলনকে বাঙালি জাতি সত্ত্বার নবজাগরণ বলা হয়ে থাকে।বাঙালির ভাষা আন্দোলন যতোটা না ছিলো ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন তার থেকে বেশী ছিলো চিরায়ত সংস্কৃতিকে রক্ষা ও বিকাশের আন্দোলন। সেই আন্দোলনে বাঙালি জয়ী হয়েছিলো - মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের বীজ যে রোপিত হয়েছিলো, এ বিষয়ে পরবর্তীতে আমরা সকলেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রুপান্তরিত করার মাধ্যমেই গোটা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির মোড় পরিবর্তন হয়েছিলো। হাজার বছর ধরে বাঙালির সংস্কৃতির লালান পালন দ্বারা নিজেদের মধ্যে কিছুটা সংহতি তৈরি হয়েছিলো, ভাষা আন্দোলন যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে রুপান্তরিত হলো তখন সংস্কৃতি রক্ষার রাজনীতি আত্মধিকারের রাজনীতিতে পরিণত হলো।ভাষা আন্দোলন ছিলো মধ্য যুগের মানবিক ধারার আন্দোলনের প্রবহমানতা।

মধ্যযুগেই বাঙালি ভাষা, সংস্কৃতির অধিকারের ধারাটিকে সুস্পষ্ট ভাবে মানবিক ধারা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।এ'ধারা ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাতে এক নবজাগরণের সাক্ষাত পাই। যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, উপযোগবাদের মতো পাশ্চাত্য নবজাগরণের উপাদান গুলো যুক্ত হয়েছিলো ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে। নব জাগরণের উদ্যোগ সময়ের প্রেক্ষিতে ছিলো সাহসী। তবে এর প্রভাব সারা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ঢেউ তুলতে সক্ষম হয়নি। ভাষা আন্দোলনের দাবিটি উঠে এসেছিলো মাটির গভীর থেকে। শেকড় থেকে উঠে আসা দাবির সাথে তাই খুব স্বাভাবীক ভাবে প্রান্তিক বাঙালি থেকে শুরু করে শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালির মানসিক যোগ ঘটেছিলো স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে। মধ্য যুগে চন্ডীদাস মানবতার বাণীকে বিশ্বপরিমন্ডলে তুলে ধরেছিলেন এক সহজ, সরল উচ্চারণের মাধ্যমে; 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' চন্ডীদাস ছিলেন চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের বৈষ্ণব কবি। এইর ধারাবাহিকতায় কবি আবদুল হাকিম ((১৬২০-১৬৯০) বঙ্গবাণী কবিতায় যখন ঘোষণা করলেন'যেসব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।।' তখন বিশ্বমানবতার সাথে জাতীয়তাবোধও উজ্জীবিত হয়ে উঠলো সারা বাংলায়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ধারণ করেছে মধ্যযুগে সুচিত হওয়া এই মানবিক ধারার মহৎ বাণীকে। মানুষের জন্য ভালোবাসা ছিল বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ডের প্রেরণা এবং মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য। এই মানবিক মূল্যবোধই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে, যা প্রতিফলিত হয় তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে, যেমন গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতন্ত্র। তিনি প্রায়ই বলতেন, তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন হচ্ছে 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর আকাঙ্ক্ষা খুব ছোটবেলা থেকেই আমরা বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ করি। স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন তিনি একই সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি এবং সমাজসেবার কাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তার রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল দরিদ্র, নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এই ভেবে যে এই নতুন রাষ্ট্রে দরিদ্র মুসলমান ও কৃষক জমিদার ও মহাজন শ্রেণির নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবেন। আমরা দেখতে পাই, ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি লঙ্গরখানায় কাজ করেছেন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই উদ্ধার করেছেন।

বাঙালির "বাসভূম"প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে শেখমুজিবের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সমভাবে এগিয়ে গেছে। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে শেখমুজিবের জন্মের সাথে বাংলাদেশের জন্মের সূত্র কী অবিচ্ছেদ্য? বঙ্গবন্ধুর সমসাময়িক কিংবা অগ্রজ, অনুজ এমন কোন নেতা আমরা খুঁজে পাইনা,যাকে ইতিহাস বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে নির্ধারণ করেছে। হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী সকলেই জাতীয় মহান নেতা ছিলেন। তারা প্রত্যকেই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অগ্রজ এবং শ্রদ্ধার পাত্র। সুনির্দিষ্ট ভাবে ইতিহাসের দায়ীত্ব তাদের কারও পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের জন্ম ঐতিহাসিকভাবে পরস্পর সম্পর্কিত বলে মনে করেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, ইতিহাস বলে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্মের পেছনে অনুঘটকসম ভূমিকা পালন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অগ্রজ অনেক নেতা ছিলেন... কিন্তু অন্য কোনো নেতা বাঙালির হৃদয়ের এত কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি, বাঙালির স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারেননি, একমাত্র বঙ্গবন্ধু তা পেরেছিলেন।

'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা শুধু বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের লালিত স্বপ্ন ছিলোনা এর জন্য তার নিবেদন ছিলো সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ নামটি প্রকাশ্যে সর্ব প্রথম উচ্চারণও করেন তিনি। '৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্বকণ্ঠে স্লোগান দেন, 'আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ।' স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় যা কিছু সংঘটিত হয়েছে সবকিছু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হয়েছে। নেলসন ম্যান্ডেলা '৫২তে বলেছিলেন, 'একদিন আমি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হব।' আর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'একদিন আমি এই দেশকে স্বাধীন করব। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীত্ব আমার কাছে তুচ্ছ।' সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে ধাপে ধাপে তার আরাধ্য কর্মসূচি এগিয়ে গেছে।

বঙ্গবন্ধু সারা জীবন বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু কখনো বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি ও সংঘাতের রাজনীতি করেননি। সম্প্রতি আমরা পশ্চিমের এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ সমূহে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান দেখছি, যেখানে এক গোষ্ঠীকে অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংস আচরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদের চিন্তা ছিল ঠিক এর বিপরীত। তিনি সব গোষ্ঠীর সহাবস্থান এবং সব নাগরিকের সমান অধিকারে বিশ্বাস করতেন।

সহাবস্থান, সম নাগরিক অধিকার, সমদৃষ্টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির রক্তের দাম দিয়ে কেনা স্বাধীনতার অংগীকার পূরন করা সম্ভব। বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছরের "সাল তামামি" করলে আমরা বুঝতে পারবো, আমরা তাদের অঙ্গীকার কতোটুকু বিবেচনায় নিয়েছি। মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্য কিন্তু আমাদেরকে ভিন্ন বার্তা প্রদান করে। শহীদের রক্তের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছিলো, সে চুক্তি বিস্মৃত হলে মুক্তিযদ্ধের বাংলাদেশকে পুরোপুরি খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়না।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ২.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

৫% বোনাস

সম্মানিত গ্রাহক
ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7500

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সবই আয়োজন

রওশন হক

এবার যেমন ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য শুধু জয়টাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, একইসাথে ভোটার উপস্থিতি এবং তার প্রতি সমর্থন বাড়াটাও জরুরি।

যেহেতু দেশটি এখন একটা পুরোপুরি যুদ্ধের মধ্যে আছে যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে যাচ্ছে রাশিয়া এবং বাকি বিশ্বের ওপরও।

রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের জন্য, এই নির্বাচন তাদের সামর্থ্যের একটা পরীক্ষা যাতে তারা সমস্ত প্রশাসনিক উপায় ব্যবহার করে তাদের প্রেসিডেন্টকে একটা নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দিতে পারে। অন্তত ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানাচ্ছে পর্যবেক্ষক সংস্থা ওভিডি-ইনফো। শুক্রবার কিছু ভোটকেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত হামলার ঘটনা ঘটেছিল। তবে পরের দু'দিন তার আর পুনরাবৃত্তি হয়নি। পশ্চিমা দেশগুলো এক সুরে বলছে, ভোট অবাধ বা সুষ্ঠু কোনোটিই হয়নি।

রাশিয়ার স্বাধীন গণমাধ্যম মেদুজার রিপোর্ট, ক্রেমলিন অন্তত ৭০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি আশা করছে, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ ভোট পাবেন ভ্লাদিমির পুতিন। যা তার ২০১৮ সালে পাওয়া ৭৬.৭ শতাংশ টপকে যায়।

ভ্লাদিমির পুতিন ছাড়াও আরো তিনজন নিবন্ধিত প্রার্থী আছেন। তারা হলেন লিওনিদ স্লাটস্কি, তিনি একজন জাতীয়তাবাদী কনজারভেটিভ, কম্যুনিস্ট পার্টির পার্থী নিকোলাই খারিতোনভ এবং ব্যবসায়ী ভ্লাদিস্লাভ দাভানকোভ, যিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল "নিউ পিপল" থেকে নির্বাচনে এসেছেন। দুমা রাজ্য থেকে রাশিয়ার সংসদের নিম্নকক্ষে দলটির অল্প কিছু প্রতিনিধি আছে।

ভ্লাদিমির পুতিন বরাবরই বলে আসছিলেন নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে পঞ্চমবারের মতো ক্ষমতায় বসবেন তিনি। এখন ক্রেমলিনেরই অনুগত অন্য তিন প্রার্থীর বিপক্ষে নির্বাচনে ৮৭ শতাংশ ভোট পাওয়ার পর তিনি বলছেন, রাশিয়ার গণতন্ত্র পশ্চিমা অনেক দেশের চেয়েও বেশি স্বচ্ছ।

প্রকৃতপক্ষে, কোনো যথার্থ বিরোধী প্রার্থীকে নির্বাচনে দাঁড়াতেই দেওয়া হয়নি।

সদ্য প্রয়াত আলেক্সেই নাভালনির সমর্থকরাই যা কিছু প্রতীকী প্রতিবাদ করেছেন।

তাদের 'নুন অ্যাগেইনস্ট পুতিন' কর্মসূচির অংশ হিসেবে মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের মতো শহর এবং বিদেশের অনেক দূতাবাসের বাইরে ভোটারদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে বটে, কিন্তু ফলাফলের উপর এর কোনো প্রভাব নেই।

প্রেসিডেন্ট ভোটে তাণ্ডব রাশিয়ায়, পুড়ল ব্যালট বাক্স । রাশিয়ায় তিন দিন ধরে চলা ভোটগ্রহণ যা শেষ হয়েছে রবিবার। তবে ফলাফল নিয়ে চমকের আশা দেখেনি কেউই।

রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দিনে ভোট কেন্দ্রে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগে অন্তত ৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। তবে বেসরকারি সূত্রের দাবি, সংখ্যাটা আরও বেশি। সূত্রের দাবি, ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্দেশেই পরিকল্পিত ভাবে গন্ডগোল চালানো হয়।

চলতি ভোটে জিতে ভ্লাদিমির পুতিনের আরও এক বার মসনদ দখল কার্যত নিশ্চিত। রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দিনে ভোট কেন্দ্রে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগে অন্তত ৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। তবে বেসরকারি সূত্রের দাবি, সংখ্যাটা আরও বেশি। সূত্রের দাবি, ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্দেশেই পরিকল্পিত ভাবে গন্ডগোল চালানো হয়। সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ব্যালট বাক্সে সবুজ রং ফেলা থেকে ঝামেলার সূত্রপাত। এর পরে ব্যালটও জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামলাতে দ্রুত পুলিশ ডাকা হয়। বিস্ফোরণেরও খবর মিলেছে।

রাশিয়ায় তিন দিন ধরে চলা ভোটগ্রহণ যা শেষ হয়েছে রবিবার। তবে ফলাফল নিয়ে চমকের আশা দেখছেন না কেউই। চলতি ভোটে জিতে ভ্লাদিমির পুতিনের আরও এক বার মসনদ দখল কার্যত নিশ্চিত। অ্যালেক্সেই নাভালনির মৃত্যুর পরে সেই অর্থে পুতিনের বড় কোনও প্রতিপক্ষও নেই এ বারের নির্বাচনে। সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মস্কোয় আজ দুপুর পর্যন্ত ভোট পড়েছে ২৩ শতাংশ। বেশির ভাগ গন্ডগোলের ঘটনাই মস্কোয় ঘটেছে। এ ছাড়া দক্ষিণ রাশিয়ার ভোরোনেজ এবং উত্তর ককেশাস অঞ্চলে কারাচায়-চার্কেসিয়া অঞ্চলেও বেশ কিছু অশান্তির ঘটনা ঘটেছে।

একটি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, রাশিয়ায় তাণ্ডবের অন্তত ছ'টি ঘটনার ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে তারা। তার মধ্যে রয়েছে একটি ভিডিয়োও। সেখানে দেখা গিয়েছে, সেন্ট পিটার্সবার্গের ভোট কেন্দ্রের কাছে এক মহিলা পেট্রল বোমা ছুড়ছে। আরও বেশ কিছু ভিডিয়োতেও দেখা যায়, ভোট কেন্দ্রের ব্যালট বাক্সে রং ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এমনই এক ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, মস্কোর একটি ভোট কেন্দ্রে ব্যালট বাক্সের উপরে সবুজ রং ঢেলে দিচ্ছে এক মহিলা।

রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের পাশাপাশি ইউক্রেনে রুশ অধিকৃত অঞ্চলেও ভোট দিয়েছেন নাগরিকেরা। এমনই এক ছোট শহর স্ক্যাডোভস্কের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ভোট কেন্দ্রের সামনের একটি জঞ্জালের পাত্রে আইইডি বিস্ফোরণ হয়। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

এখনও পর্যন্ত গন্ডগোলের অভিযোগে এবং গ্রেফতার চলছে । তবে পুতিন বিরোধী বিক্ষোভের জন্যই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে কয়েকটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, তাণ্ডবকারীরা ইউক্রেনের পক্ষে স্লোগান দিয়েছেন।

শুক্রবার রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান নিকোলাই বুলায়েভ জানিয়েছেন, পাঁচটি ঘটনা সামনে এসেছে। যেখানে ব্যালট বাক্সে তরল রং ঢেলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, 'জেলইয়োঙ্কা ডাই' নামে এক সবুজ তরল ব্যবহার করা হয়েছে। যা মূলত অ্যান্টিসেপ্টিক সলিউশন। অধিকাংশ রুশ-ইউক্রেন সংক্রান্ত প্রতিবাদেই এই তরল ব্যবহার করে থাকেন বিক্ষোভকারীরা।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান এলা প্যামফিলভা নাশকতাকারীদের বখাটে বলে উল্লেখ করেছেন। জানিয়েছেন, গ্রেফতার হওয়া অধিকাংশ বিক্ষোভকারীই কবুল করেছে, টাকার জন্যই তাণ্ডব চালিয়েছে তারা। তাদের পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে।

গত মাসেই আর্কটিক জেলে মৃত্যু হওয়া নাভালনির স্ত্রী যুলিয়া নাভালনিয়া ক্রেমলিনে বসবাসকারী পুতিন বিরোধীদের ভোট কেন্দ্রের বাইরে প্রতিবাদে শামিল হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। নাভালনি-পত্নীর দাবি, পশ্চিমি দুনিয়া পুতিনের পঞ্চম দফার শাসনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। নেটোর সেক্রেটারি জেনারেলও জানিয়েছেন, রাশিয়ায় ভোটগ্রহণ অবাধ ও স্বচ্ছ নয়।

রাশিয়ার নির্বাচনে কখনোই তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকেনা। কিন্তু এর ফলাফল জরুরি যারা ক্ষমতায় যায় তাদের বৈধতা দেয়ার জন্য এবং দেখানোর জন্য যে জনগণের ইচ্ছার গুরুত্ব আছে।

এই তিনজনই ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে এবং প্রেসিডেন্ট পুতিনকে সমর্থন দিয়ে আসছেন এবং তাদের কেউই আসলে পুতিনের জন্য সত্যিকারের হুমকি নয়। যারা তার সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তারা হয় কারাগারে, নয়তো তাদের সরিয়ে ফেলা হয়েছে কিংবা তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

পুতিনের সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দি অ্যালেক্সেই নাভালনি এই ফেব্রুয়ারিতে কারাগারের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মারা যান।

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services
- TAX (Federal & State)
- IMMIGRATION
- CORPORATION
- BUSINESS SERVICES
- CONSULTING

Open 7 Days
A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

স্বাধীনতা দিবস ও নতুন লড়াইয়ের দিশা

চিররঞ্জন সরকার

'তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা/ সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,/ সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।/ তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা' কত শত সাকিনা, হরিদাসীর কপাল ভাঙল, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। অবশেষে স্বাধীনতা মিলল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। ব্রিটিশরাজ কায়েম হয়েছিল প্রায় সোয়া দুই শ বছর আগে। তারপর ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন-শোষণ-জুলুম-নির্যাতন।

সশস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বশাসিত হওয়ার ক্ষমতা পেয়েছিলাম। বাংলাদেশ ভূখণ্ড শাসনের ক্ষমতা। জন্ম হয়েছিল এমন এক রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্র সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবে সেই ভূখণ্ডজাত মানুষ। সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের লড়াকু মানুষ এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছিল, আমাদের দেশ আমরাই শাসন করতে চাই। এরই নাম স্বাধীনতা।

১৯৭১ থেকে ২০২৪। আমাদের স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছর। তিপ্পান্ন বছর আগে আমরা পাকিস্তানি শাসন-শোষণ-জুলুম-নির্যাতনের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। এ স্বাধীনতা নিছক ঘরে বসে পাওয়া যায়নি। পেতে হয়েছে দীর্ঘ লড়াই করে। হারাতে হয়েছে বাংলা মায়ের অনেক বীর সন্তানকে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় লেগে রয়েছে লাখো মানুষের ত্যাগ, সংগ্রাম ও আত্মদানের উজ্জ্বল চিহ্ন। কিন্তু স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরে কয়েকটি প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, স্বাধীনতার প্রকৃত মানে আসলে কী? স্বশাসিত হওয়ার ক্ষমতাই কী 'স্বাধীনতা'? আমরা কি সেদিন দেশ সম্পর্কিত বোধ, স্বাধীনতার ধারণা, ন্যায়-নৈতিকতা বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্নগুলো নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য উপসংহারে পৌঁছাতে পেরেছিলাম? সদ্যস্বাধীন দেশের প্রতিটি কোণায় গর্ব, আবেগ ও দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে যখন পতাকা উড়ছিল, তখন শরণার্থীশিবির থেকে কোটি কোটি মানুষ নিঃসম্বল অবস্থায়, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে যখন স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাদের সেই ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলোর পুনর্নির্মাণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল কি?

স্বাধীন হওয়ার পর গত পাঁচ দশকে আমরা কী অর্জন করলাম? আমরা কতটুকু এগোলাম? দেশের সব মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছে? সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে? পাকিস্তানিরা এ দেশ থেকে চলে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বঞ্চনা কি বন্ধ হয়েছে? দেশের দুর্বলতর শ্রেণির অধিকার কি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের সবারই জানা। আর এটাই আজকের দিনে সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক দিক। এ কথা ঠিক যে, আর্থিক ও উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে আমরা অনেক দিক থেকেই এগিয়েছি। কিন্তু আরও যেসব ক্ষেত্রে যেভাবে অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল, আমরা সেখানে সেভাবে অগ্রগতি অর্জন করতে পারিনি। দেশের অগ্রগতি বা নাগরিকের অগ্রগতি বলতে সাধারণভাবে যা বোঝানো হয়, শুধু সেই বস্তুগত অগ্রগতি হলেই কিন্তু চলে না। মূল্যবোধ, চিন্তাধারারও অগ্রগতি জরুরি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। সেটা করতে আমরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি।

আসলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে ঠিকই, এখনো সামাজিক স্বাধীনতা আসেনি। আমাদের সংবিধান বাকস্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছর পরও আমাদের দেশে সেই বাকস্বাধীনতা অনেকটাই ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের ইচ্ছাধীন। তারা অন্যায় করলেও কথা বলা যায় না। তাদের সমস্ত অনাচার-অবিচারকে মুখ বুজে মেনে নিতে হয়।

স্বাধীনতার অর্থ দেশকে একটি সুদৃঢ় ভিতের ওপরে দাঁড় করানো; দেশের মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র ও বসবাসযোগ্য স্থানের চাহিদা পূরণে সক্ষম করে তোলা। মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করা, বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলা।

স্বাধীনতার অর্থ এটা নয় যে, মানুষের দ্বারা তৈরি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সিঁড়ি বানিয়ে ক্ষমতা দখল আর সিংহাসনে বসে তার অপব্যবহার করা। স্বাধীনতা মানে দায়িত্বশীল হওয়া, কর্তব্যপরায়ণ হওয়া। নিয়মনীতি মেনে চলা। অন্যের কল্যাণে পরিচালিত হওয়া। স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য দেশের জনগণের ন্যূনতম প্রকৃত শিক্ষাদানের অঙ্গীকারে ব্রত হওয়া। শিক্ষাই পারে সব পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে, অন্ধকারে আলো জ্বালাতে। দেশের মানুষের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার আলো জ্বালাতে না পারলে সব স্বাধীনতাই অর্থহীন হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার বোধও খুব একটা স্পষ্ট নয়। স্বাধীনতা কোনো মাটির পুতুল, কাঠের চেয়ার বা দলের পতাকা নয়। একে হাত দিয়ে ধরা যায় না। ঘরে এনে সাজিয়ে রাখা যায় না। একে কাঁধে তুলে মিছিল করা যায় না। স্বাধীনতা আসলে একটা মানসিকতা। জীবনযাপনের একটা বহিঃপ্রকাশ। কারও কাছে সেটা রাজনৈতিক হতে পারে, কারও কাছে সামাজিক, আবার কারও কাছে সেটা হতেই পারে একান্ত ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার।

তিপ্পান্ন বছর আগে আমরা পাকিস্তানি দুঃশাসন থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। আজ কিন্তু অন্য অনেক কিছু থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চার অভাব, অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের নামে হিংসা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ—এ রকম একের পর এক সামাজিক বিষ আজ আমাদের গিলে খেতে চাইছে। পাকিস্তানি শাসনকালের মতোই দেশে অন্যায়-অবিচার ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। 'স্বাধীনতা' শব্দের অবমাননা করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিসর অদ্ভুতভাবে পালটে যাচ্ছে! যারা শক্তিশালী, ক্ষমতাবান—তারাই ঠিক করে দিচ্ছে মানুষের আচার-আচরণ কী হবে! তাদের মতের সঙ্গে না মিললেই তারা বের করে ফেলছে দাঁত-নখ। মানুষকে ভয় দেখিয়ে তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেওয়াটা যেন ক্রমশ একটা প্রচলিত ধারা হয়ে উঠছে!

এ দেশের সংখ্যালঘুদের এখনো নির্যাতিত হতে হচ্ছে এবং প্রতিনিয়তই দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। রমজান মাসে নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় বাগানে প্রকাশ্যে পান খাওয়ায় বেধড়ক পেটানো হয়েছে প্রতিভা রানী নামে হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক নিরীহ নারীকে। গত ১৯ মার্চ চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জের বড়কুল ইউনিয়নের নাটেহরা গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। এমন উগ্রতা বাংলাদেশে অতীতে কখনো দেখা যায়নি। দিন দিন ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন মতাদর্শের মানুষের প্রতি অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। নানা ছুঁতোয় সংখ্যালঘু মানুষজনের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা থেকে আমরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ সব ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির মানুষ মিলেই আমরা একাত্তরে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলাম! ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমাদের সংবিধানের চার মূলনীতির মধ্যে স্থান দিয়েছিলাম।

আমাদের দেশ আধুনিক যন্ত্রপ্রযুক্তির ব্যবহারে এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষা, তথ্য আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন বাড়ছে। লাখ লাখ মানুষ লেখাপড়া, জীবিকা, চিকিৎসা কিংবা বেড়ানোর উদ্দেশ্যে বাইরের দেশে যাচ্ছে। উন্নত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। কিন্তু তার পাশাপাশি ধর্মবিশ্বাস, গুজব, গণপিটুনি, আইন লঙ্ঘনের প্রবণতাও সমান তালে বাড়ছে। 'ডার্ক সাইড অব দ্য মুন'-এর মতো আমরা ক্রমশ ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠছি। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যদি নিজের মতো থাকার অধিকার খর্ব হয়, তাহলে স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছর পর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দেশের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা হবেই। কারণ, আমরা একসময় চলে গেলেও আমাদের সন্তান-সন্ততিরা এ দেশেই থেকে যাবে। তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত ও স্বাধীন করার কথাও আমাদেরই ভেবে যেতে হবে।

স্বাধীনতা শুধু স্বশাসন নয়, নয় পতাকা কিংবা ইট-কাঠ-পাথর; স্বাধীনতা একটা জীবন দর্শন, একটা বাঁচার ভঙ্গিমা! সেটার সার্বিক পুনরুজ্জীবন একান্ত দরকার। যে বিরুদ্ধ মত পোষণ করছে, সে-ও যে দেশের ভালো চায়, নানা কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি ধরে দিয়ে তা শোধরাতে চায়, সেটা বোঝার মতো মনের প্রসারতা থাকা দরকার! অন্যের মতকে গুরুত্ব দেওয়া, তাকে 'না' বলতে দেওয়ার মতো পরিসর তৈরি করাই তো আসলে স্বাধীনতা! সেটা না হলে, যতই মহাকাশে স্যাটেলাইট যাক, আমরা কিন্তু সেই মধ্যযুগের অন্ধকারের দিকেই পিছিয়ে যাব।

বর্তমান প্রজন্ম পাকিস্তানি দুঃশাসন বা পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লড়াই দেখেনি। শুধু শুনেছে বা পড়েছে। তাতে মহান স্বাধীনতা দিবস বর্তমান প্রজন্মের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে—এমন নয়। কিন্তু দিনটা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে, যদি প্রত্যেক নাগরিককে এই দিনে নতুন কোনো অসমাপ্ত লড়াইয়ের দিশা দেখানো যায়।

'আমাকে খুঁজে পাবে ভোরের শিশিরে'

শেলী জামান খান

মার্চের তেরো তারিখের সকালটা খুব সুন্দর হয়ে শুরু হয়েছিল।ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঝলমলে রোদে হেসে উঠেছে চারিদিক। নিউ ইয়র্কে এখন শীতের তীব্রতা বিদায় নিয়েছে। বসন্ত একেবারে দোরগোড়ায় এসে মধুর উষ্ণতা ছড়াচ্ছে। এমন দিনগুলো দারুন উপভোগ্য। না শীত; না গরম।

সকালের নাস্তা আর ধুমায়িত গরম এক কাপ কফি খেয়ে হাঁটতে বেরিয়ে ছিলাম।সাগর পাড়ে বাড়ি হওয়ায়, সাগরের ডাক উপেক্ষা করা বড় কঠিন। ঘন্টাখানেক হেঁটে দেহমনে একটা চনমনে ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

আভ্যাসবশত ফেইসবুক ক্রল করে নানাজনের পোস্টে চোখ বুলাতে গিয়ে একেবারে চমকে উঠলাম। বুকটা ধ্বক করে উঠলো একটা খবর দেখে। আত্মহত্যা? এমন চেনা একজন মানুষ, এত সন্মানিত, এত ব্যাপক জনপ্রিয় এবং একজন পরিনত মানুষ আত্মহত্যা করেছেন! কী করে সম্ভব! খবরের সত্যতা যাচাই করতে আরও কিছু পোস্ট চেইক করলাম। তারপর সরাসরি গুগোল করে জানলাম, যা রটেছে, তা আসলেই সত্যি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বরপুত্র, কিংবদন্তী গায়ক সাদি মহম্মদ সত্যিই আজ স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিয়েছেন। কিন্তু কেন! কী এমন ঘটল এই অমায়িক মানুষটির জীবনে।

আমার এখানে এখন সকাল হলেও; বাংলাদেশে রাত। তিমির রজনী। আসলেই ঘণ অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে স্বদেশ। কেন দেশ তার কীর্তিমান মানুষকে ধরে রাখতে পারে না? একদিকে সঙ্গীতপ্রেমীরা হাহাকারে ভেঙ্গে পড়েছে। অন্যদিকে, এই সাধক মানুষটির মৃত্যু নিয়ে লেখা প্রতিটি পোস্টের নিচে, কমেন্টস বক্সে অসংখ্য অশালীন, বর্বর, নিম্নরুচীর কমেন্টস পড়ে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লজ্জায়, ঘৃনায় কুকড়ে গেলো। এরা কী আদৌ মানুষ? না মানুষরূপী জানোয়ার! এ-কোন সমাজ! কত দ্রুত এসব আগাছায় দেশ ভরে যাচ্ছে। কীভাবে?

এই-মূহুর্তে নাসরীনকে ফোন করার সাহস হল না। সদ্য ভাইহারা শোকার্ত বোনকে ফোন করে শান্তনা দিতেও বুকের পাটা লাগে। শোকপ্রকাশের ভাষা লাগে। আমার কোনটাই ছিল না। নাসরীন সাদি মহম্মদের ছোট-বোন। আমার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী। মনে দ্বিধা নিয়েও ফোন করলাম ঋতু আলমকে। ঋতু সাদি মহম্মদের বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী। আমার বন্ধুস্থানীয়। থাকেন নিউ ইয়র্কে। ঋতু ফোন ধরে উচ্ছসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সে নিজেও বাকরহিত। কী ঘটেছিল, কেন ঘটেছে, এখনও কিছুই জানে না ভাল করে।

নানা জনের পোষ্ট, বাংলাদেশের নানা মিডিয়ার খবর পড়ে এই আকস্মিক, মর্মান্তিক মৃত্যুর মোটামুটি একটা ধারনা পাওয়া গেলো। আহা...এমন করে চলে গেলেন সাদি'দা!

হ্যা, সাদি'দার সাথে আমার জানাশোনা না থাকলেও ইডেন কলেজে পড়ার সময়টাতে নাসরীনের কাছে সাদি'দা, শিবলী অথাৎ শিবা'দার কত গল্প শুনতাম। শুনতাম, সাদি'দার গানের প্রতি তীব্র অনুরাগের কথা, শিবা'দার নাচের প্রতি আগ্রহের কথা।এভাবেই সাদি'দা, শিবা'দা হয়ে উঠেছিল আমাদের বন্ধুদেরও বড় ভাইসম। জানি না এই শোক আমার বন্ধু আর তার পরিবার কিভাবে সামলাবে!

নাসরীনের বাবা ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সলিমুল্লাহ। যাঁর নামে মোহাম্মদপুরের সলিমুল্লাহ রোডের নামকরণ করা হয়েছিল। তাদের মা জেবুন্নেছা সলিমউল্লাহ ছিলেন রত্নগর্ভা। তিনি সাদী মোহাম্মদ এবং শিবলী মোহাম্মদের মত দেশবরেণ্য দুই শিল্পীর জন্মদাতৃ। স্বামীর মৃত্যুর পর ছোট ছোট দশটি সন্তানকে তিনি প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। খালাম্মার জীবনযুদ্ধের কথা নাসরীন শেয়ার করতো আমাদের বন্ধুদের সাথে। তাদের শহীদ বাবার মৃত্যুর কারন, সেই সময়কার পরিস্থিতির বর্ননা শুনে আমরা শিউরে উঠতাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো বারবার। কী অমানুষিক, কী নিষ্ঠুর সেই কাহিনী।

নাসরীনের কাছে শুনতে শুনতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতো একাত্তরের সেই আগুনঝরা দিনগুলো। চোখের সামনে দেখতে পেতাম সেই কিশোরকে। যে অতি আগ্রহে, পরম যত্নে, কাংখিত নতুন দেশের নতুন পতাকা এঁকেছে।তাদের মা পরম মমতায় সবুজ, লাল আর সোনালী পতাকাটি

সেলাইমেশিনে তৈরি করে দিচ্ছে।আর তাদের সাহসী পিতা বাড়ির ছাদে সেই পতাকাটি উড়িয়ে দিয়েছেন। সেইসময় নাসরীনদের বাড়িটি ছিল, আন্দোলনের সূতিকাগার। বহু মিটিং, মিছিলের রূপরেখা তৈরি হত সেখানে।

তারই ফলশ্রুতিতে প্রতিবেশী বিহারীরা পাকিস্তানী সেনাদের অনুপ্রেরনায় ওদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সাদি'দার চোখের সামনেই তার বাবাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল। সেই ভয়ার্ত কিশোর ছেলেটি তার ছোট্ট হাত দিয়ে বাবার শরীরের ক্ষতস্থান চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই উষ্ণ রক্তধারা তার শরীরকেও ভিজিয়ে দিচ্ছে। যখন সেখানে থাকা আর নিরাপদ ছিল না, আহত বাবাকে ফেলে তাকেও পালাতে হয়েছিল। তারপর তারই চোখের সামনে পরপর হত্যা করা হয়েছিল তার চাচা এবং কাজিনকে। মাতৃভূমির জন্যে সাদি মহম্মদের পরিবারের এই ত্যাগ-আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন ছিল।

এইসব রক্তাক্ত-স্মৃতি বুকে নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে যেই কিশোর, তার বুকের গভীরে একটা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত, একটা ট্রমা-তো ছিলই। সেই করুন দৃশ্য আজীবন তিনি তার হৃদয়ে, মাথার নিউরনে বহন করেছেন। এই রক্তক্ষরণ নিয়েই বড় হয়েছেন। বাইরের জগতে, বাইরের মানুষের সামনে একটা স্বাভাবিক জীবন চালিয়ে গেলেও এই পরিনত মানুষটির ভেতরে বাস করত এক তীব্র অভিমানী, তীব্র শোকাতুর বালক।

সাদি মহম্মদ বলে গেছেন, 'আমাকে খুঁজে পাবে ভোরের শিশিরে'

—প্রিয়জনরা হারিয়ে গেলে সত্যিই কী তাকে ভোরের শিশিরে কিংবা আকাশের তারার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়?

যায় না! কখনও-ই যায় না। এ-নিছক আমাদের কল্পনা। মনের শান্তনা। একবার না ফেরার দেশে চলে গেলে তাকে আর কখনও খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই।

সাদি'দার আত্মহত্যার খবরটা শোনা অব্দি মনটা ভার হয়ে আছে। তাই

নিজের ফেইসবুক টাইমলাইনে নাসরীনকে ট্যাগ করে, তাকে নিয়ে দু'কলম শোকগাঁথা লেখার চেষ্টা করলাম। সেই লেখায় চোখ পড়তে নাসরীন নিজেই ফোন করলো।প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়া শোকাতুর বোন। তাকে শান্তনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই। নাসরীন জানাল, পরপর বড় বোন এবং মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই সাদি'দা গভীর এক বিষন্নতায় ডুবে গেছেন। এই জীবনে মা ছিল তার বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন।মা'কে হারিয়ে মনের দিক থেকে নিতান্তই একা হয়ে গিয়েছিলেন। সেভাবে সহজ-স্বাভাবিক জীবনে আর ফিরতে পারেননি।

তাছাড়া শিল্পী জীবনের কাংখিত স্বীকৃতি, রাষ্ট্রীয় সন্মান না পাওয়ার কষ্টও তাকে আরও হতাশ করে তুলেছিল। দেশে কিছু বিশেষ কারনে, কিছু কিছু শিল্পী কালো তালিকাভূক্ত হয়েছেন। শোনা যায়, সেই কালো আর সাদা হয়নি এখনও। তাদের নাকি কোন সরকারী অনুষ্ঠান বা বিদেশে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে ডাকা হয় না। দেশে তোষামোদ এবং উৎকোচের যে কালচার গড়ে উঠেছে, সেই স্রোতে গা ভাসানোর মানসিকতা সবার নেই। প্রতিটি সফল মানুষই স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের কাজের স্বিকৃতি প্রত্যাশা করে। হয়তো না পাওয়ার সেই অব্যক্ত অভিমানেই তিনি এভাবে চলে গেছেন।

নাসরীন জানালো, সেই সন্ধ্যায়, সলিমুল্লাহ সড়কের প্রৈত্রিক বাড়িতে দুই ভাইয়ের সাথে সেও একত্র ইফতার করেছে। সাদি'দা তাকে আদোর করে বলেছিলেন, তুমি নিশ্চিন্তে তোমার বাড়ি যাও, আমাকে নিয়ে চিন্তা ক'রো না।আমি ঠিক আছি।' ইফতারের পর শিবা'দা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছেন। সাদি'দা তার গানের ঘরে তানপুরা নিয়ে বসেছেন। নাসরীনও তার বাসায় ফিরে এসেছে। শিবা'দা বাসায় ফিরে দেখেন গানের ঘরের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে দরজা ভাঙ্গতে হয়। সাদি'দাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশ কল করা হয়। পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। শিবা'দার কল পেয়ে নাসরীন জানতে পারে, তাদের প্রিয় ভাই, তাদের গানের পাখি তাদের ছেড়ে চলে গেছে!

কতখানি মানসিক অবসাদ বা কষ্ট থেকে একজন মানুষ আত্মহত্যা করে, তা বলাই বাহুল্য। মানসিক অবসাদ থেকে বের হয়ে আসার লড়াইটা ভীষণ কঠিন। একজন মানসিক রোগীর পক্ষে একা এই দূরুহ-পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব না। এরজন্য প্রয়োজন যথাযথ চিকিৎসা এবং কাউন্সিলিং। আপনার, আমার কাছের মানুষের মনের স্বাস্থ্যের খবর আমরা রাখি কি?

একজন মানুষ অনেকের ভেতরে থেকেও যে কীভাবে ধীরে ধীরে একা হয়ে যায়, খুব কাছের মানুষরাও তা টের পান না।তার সেই শুন্যতা, একাকীত্ব, হতাশা বা পরাজয় তাকে জীবনে ইতি টানতে বাধ্য করে!

তাই কোন মানুষ যখন সেচ্ছামৃত্যু বেছে নেয়—আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। কারন খুঁজতে বসি। বিশেষ করে তারা যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত, জনপ্রিয়, বিখ্যাত মানুষ হন।

প্রতিটা মানুষ তার ভাল কাজের জন্য প্রশংসিত হতে চায়। অনুপ্রেরনা চায়। সাদি মহম্মদ-ও একজন মানুষ। তারও আশা-আকাংখা থাকবে, এটা খুব বিচিত্র-তো নয়। তাই বলে শুধু পুরস্কার পুরস্কার করে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে ফেলা কি ঠিক হচ্ছে? যে রাষ্ট্র তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে পুরস্কৃত করতে ব্যার্থ হয়, সেটি ব্যর্থ রাষ্ট্র। কারন সাদি মহম্মদরা প্রতিদিন, প্রতি ঘরে ঘরে জন্মায় না।

সাদি মহম্মদের আত্মহত্যার বিষয়টাকে যেভাবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার আর পদকের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে মনে হতে পারে তিনি পুরস্কারের জন্য লালায়িত ছিলেন। যেই মানুষ গান ভালোবাসতেন বলে বুয়েটের পড়া ছেড়ে, মায়ের অমতে, শান্তি নিকেতনে গান শিখতে গিয়েছেন তার বেলায় এই অপবাদ ধোপে টেকে না। সারাজীবন প্রাণ-মন উজার করে গান করেছেন, গান শিখিয়েছেন। গানই ছিলো তার ঈশ্বর। অথচ সেই গানও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না।হয়তো জীবনানন্দের কবিতার মতো কোনো বিপন্ন বিস্ময় তাকে ঘিরে ছিলো। অন্তর্গত রক্তের ভিতরের সেই বিপন্নতা তাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। তাই বেঁচে থাকার ক্রমাগত চেষ্টা থেকে সে অব্যাহতি নিয়েছে।

বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা এই শিল্পী সারাজীবন রবীন্দ্রসংগীতের জন্য নিজেকে উৎস্বর্গ করেছেন। গানের মধ্য দিয়ে রবি ঠাকুরকে তিনি তার নিজের আত্মার অংশ করে নিয়েছিলেন। গানেই শান্তি খুঁজে পেতেন। এমন একজন গুণী মানুষের আচমকা চলে যাওয়ায়, আবেগ তাড়িত হয়ে লিখতে বসেছিলাম। কী লিখেছি, জানি না। কেবল বলতে পারি, সাদি মহম্মদ আপনাকে আমরা ভালোবাসি। আপনাকে আমরা মনে রাখবো!

স্বাধীনতার মাস মার্চ। এ মাস একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, ইতিহাসে অবিস্মরণীয় পরিস্থিতির একটি অংশ। এই মাসে, বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আত্মসমর্পণের সঙ্গে লড়াই করেন, নিজেদের দেশ এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হাজারো বিপর্যস্ততা এবং ঝুঁকির মুখোমুখি হয়ে প্রাণ বিনিয়োগ করেন। আত্মোৎসর্গীকৃত সকল মানুষ, বীরাঙ্গনা, শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের চির কৃতজ্ঞতা। এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন, সকলের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে।—এইচ বি রিতা

ছয়টি কাকের গল্প

কাজী জহিরুল ইসলাম

ছয়টি কাকের গল্প বলি - শীতে ওরা বসেছিল
টেলিফোনের ঝুলন্ত তারে, পিঠে রোদের সুমিষ্ট
হাত আস্তে আস্তে ঐতিহ্যের সুড়সুড়ি কাটছিল,
তখন দুপুর; বিকেলের দিকে মুখ রেখে তিষ্ঠ
কাকেদের সঙ্গে শাদা বাতাসের দুরন্ত বিবাদ।
বাতাসেরা পরাক্রম প্রকাশে মরিয়া ছিল খুব।
শূন্যের অভিভাবক কিছুতে নেবে না অপবাদ;
এ-কলহ নীলের ছায়ায় আজ হবে না এপ্রুভ।

শূন্যাধিপতি সহসা ডেকে আনে সুসজ্জিত কিছু
তীরন্দাজ, অশ্বারোহী, ও দুর্ধর্ষ পদাতিক দল।
মুহুর্মুহু জলবর্শা ধাওয়া করে বাতাসের পিছু
ঝড়ো আক্রমণ গড়ে তোলে জল-বিদ্যুৎ, প্রবল।
চলমান পথের ওপর থেমে পড়ি তাড়াতাড়ি
ওপরে তাকিয়ে দেখি ছয়টি কাকের দুই সারি।

স্বাধীনতার স্বপ্ন আঁকা চোখ

কাজী আতীক

যখোন পাদপ্রদীপে যুক্ত হলো কল্পনাতীত ইচ্ছে কোনো
আমি গড়তে চাইবো পৃথিবীকে সুরম্য এক আবাসস্থল,
অগ্রসর মানুষদের কারো মঙ্গল বাসের স্বপ্ন যেমন-
ইচ্ছে আমার- কালবোশেখির রুদ্ররোষ থামাতে চাই হাত ইশারায়
ইচ্ছে আমার বজ্রনিনাদ বিজলি চমক চোখের তারায়
জমিয়ে রাখার,

বেনোজলে ভাসবেনা আর কোনো মানুষ, আবাসস্থল,
ঝড় তুফানে পড়বেনা আর উপড়ে কোনো বাড়িঘর
লণ্ডভণ্ড হবে না আর জমির ফসল
আবাদ থাকবে উপকূল গাছপালা আর গ্রামাঞ্চল
ঠেকিয়ে রাখবো সকল তাণ্ডব, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন।

ফিরিয়ে দেবো সাগরকে তার সুনামি জল, ঝড়ের ঘুর্ণি চোখ।

আমি এক স্বপ্ন তাড়িত মানুষ, যদি স্বপ্ন কেবল বাস্তবানুগ,
আমি তাই স্বপ্ন দেখি অদ্ভুত, দেখি শুধু সব মানুষের সুখ।
দেখতেন যেমন বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা,
স্বপ্ন আঁকা চোখ।

এখানে, কারাবাসে

আলী সিদ্দিকী

এখানে-
কালো পীচে ছাপা পড়ে গেছে
প্রাণ নিংড়ানো লাল রক্ত
লালসার রঙে ধাঁধানো আজ
স্মৃতির ক্যানভাস

এখানে-
শকুন আর চিলের থাবায় বিক্ষত
বলিহারি চলছে হরিলুট
চারটি স্বপ্ন পড়েছে পাথরচাপা
স্বদেশে কারাবাস।

এখানে-
যতোসব হার্মাদেরা গেড়েছে ঘাঁটি
চুষে নিচ্ছে মন মনন মগজ
পরজীবি বুনিয়াদ সব শিকড়হীন
শূন্য অন্তসার

এখানে-
নালায়েকরা তুলেছে মাথায় মুকুট
মহাপ্রতাপে উড়ে বেড়ায় জনপদে
চাকচিক্যের বাহারি জেল্লা চারদিক
নিঃস্ব সারাৎসার।

মুমূর্ষু রোগী

রিজোয়ান মাহমুদ

আজ তাকে দেখলেও
সে আগের মতো নেই
তাকে শেষবার দেখেছি নদীর তীরে
দুপুরবেলায় গনগনে রোদে গোসল করতে
আমি ভীষণ আড়ালে না দেখার ভান করি
প্রকৃতি ও পাখির সাথে
জলকেলী মত্ত সে পুকুর পাড়ে
ম্যাড়ম্যাড়ে হলুদ যৌবন
একটা করুণ মহাকাব্যে চুমুপাঠ
দিতে না দিতে পৃষ্ঠারা সব এক গ্লাস অন্ধকারে
কেন সে যৌবনপোড়া রঙে লেখা অসার পোস্টার
আমি একটা পাখিও শিকার করি নি
ছায়া- মায়া নিয়ে আমার কুলীন বংশ পরম্পরা
একান্তরে আমি নির্দ্বিধায় মানুষ শিকারে
রণাঙ্গনের সৈনিক দীপ্ত যোগী
আমাদের প্রাপ্তি নেই, আছে দায়
স্বাধীনতা আমার -ই মা, আজ মুমূর্ষু রোগী।

মার্চ

বেনজির শিকদার

মার্চ সেই মাস; যেমাসে আছে একটি অনির্বাণ সাত তারিখ।
যে সাতে বঙ্গবন্ধুর হস্তাঙুলে ছিল অনিবার্য স্বাধীনতার ডাক।
তার হিমালয়-সম তর্জনির আকাশবিদীর্ণ গর্জনে
অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা।

মার্চ সেই মাস; যেমাসে আছে একটি অবগুণ্ঠিত পঁচিশ
তারিখ!
যে পঁচিশের পৈশাচিক অন্ধকার-
অত্যোজ্জ্বল সূর্যকে আজও ঢেকে রাখতে সক্ষম।
কালো অধ্যায় হয়ে ঘৃণার্হের অমোঘ খেয়ালে
পঁচিশে-মার্চ আজও লেপ্টে আছে প্রতিটি জখমদেয়ালে।

অনুসন্ধিৎসু মনে মার্চ আমার প্রবল উদ্দামের নাম।
নিরীহ বাঙালির ওপর সশস্ত্র হামলা-
মার্চ মানেই ঘুরে দাঁড়ানো প্রবলতেজি মুক্তিসেনার ঘাম।

মার্চ স্বাধীনতার মাস; আমার জলবৎ শেকড়ের ভীত!
মার্চ এলেই মুক্তির স্বাদ পাই, স্মরি শহিদের আত্মদান;
আমি স্মৃতি ও প্রীতিকাতর বাঙালি—
বুকের সবটুকুজুড়ে দেদীপ্যমান অমূল্য অতীত।

একজোড়া চোখ

জেবুন্নেছা জোৎস্না

সে ছেলেটি চোখে দেখতো কম, তবু ছুটেছিল
রেসকোর্স ময়দান হতে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রে
স্বাধীনতার আলোয় দেখেছিল সে দেশমাতাকে!
অতঃপর জলেরা ভেসেছে আকাশগঙ্গার স্রোতে-
পাখিরা স্বাধীন হয় ডানায় পালক গজাতেই
ক্ষমতার ভাইরাসে শোষক স্বাধীনতা ভোগ করে
আরশোলায় যাপিত জীবন সাধারণ নাগরিকের!

সেই জোড়াচোখ, দেখতে পারাই আজ তার শোক।
অনিচ্ছার কাছে ইচ্ছায় কতোভাবে হেরে যায় রোজ।
কোটরের ফাঁক গলে, আগুনের আলো দেখে
চোখজোড়া ঢোকে নামী রেস্টুরেন্ট, ফো-গো-চাও'য়ে!
গ্রিল-বারবিকিউ, মাংস- মসলা মিলে, নাসারন্ধ্রে
অ্যাসফল্ট শিঙ্গল পোড়া, কার্তুজের গন্ধ ভরে।

সাদা পোষাকে স্বল্প আলোয় বেয়ারারা ঘোরে -ফিরে
স্লাইসে কাটে কচি পাঁঠার গর্দান; গরুর সমূহ রান,
অথবা রোস্টেড শুয়োরের কটি— আর এ সবই
ভোগ করে লুণ্ঠিত অর্থে দুর্নীতিগ্রস্ত মার্কসবাদী!

চোখজোড়া দেখে সর্বনাশ শান্তিকামী দেশে —
ঘানা, গিণি, সেনেগাল, লিবিয়া যে অভিশাপে
নির্ঘাত যাদের মৃত্যু লেখা জনতার ফাঁসির মঞ্চে-
হালাল সার্টিফিকেট তাদের পকেটে তৈরি থাকে!

রক্তে আঁকা প্রচ্ছদ

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

শ্রদ্ধার অবগুণ্ঠনে কিছু প্রেম জমা রেখো
ওই মেঘেদের কাছে, ফুলেদের কাছে।
যদিও একদিন নিঃশব্দে ঝরে যাবে ফুল
ঝরে যাবে মেঘ রিমঝিম বৃষ্টির আর্তনাদে।
ওই ফুলেদের বুকে যা আছে জমা
ওই মেঘেদের কাছে যা আছে জমা
হোক তা হাজার বছরের প্রেম কিংবা দ্রোহ
ওরা ঠিক ছড়িয়ে দেবে আকাশে বাতাসে
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, পাতা ও ফুলের কাছে
ওই সুদূরে উড়ে চলা পেঁজা মেঘের ডানায়।
এই যে আশোক, পলাশ, শিমুল ফুলে
এখনো লেগে আছে আমার ভাইয়ের রক্ত,
এখনো কৃষ্ণচূড়ার বনে হিন্দোল তোলে
ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের অগ্নিঝরা ভাষণ,
সেই দ্রোহে পবিত্র রক্তমাখা পাপড়িগুলো
কী কভু ভুলতে পেরেছে ৫২ ও ৭১ এর কথা?

জারজ নই আমরা

ফরিদা ইয়াসমীন

ভালোবাসায় সিক্ত নয় তিক্ততায় জন্ম আমার
ভদ্র সমাজ ফিসফিস করে তকমা দেয় 'জারজ'

ধর্ষিতা রমণীর গর্ভে জন্ম আমার
আত্মহননে যার সমাপ্তি ঘটেছিল আমার জন্মেরও
বছর পরে
কানাডিয় উদ্যোগ বাঁচিয়েছিল যে প্রাণ, আজ
ক্ষুব্ধ মনে প্রশ্ন জাগে, কী দোষ ছিল আমার কিংবা
প্রয়াত জননীর?

সুশীল সমাজের অন্ধ চোখ ভোগ করছো সবটাই
যার পিছনে ত্যাগ ও আত্মসমর্পণে রয়ে গেছে
শত শত জননীর ত্যাগ-তোমাদের সংজ্ঞায়
'জারজ শিশুরা'

বুকদর্পে বলি তবে শোন,
আমি-আমরা জারজ নই; আমরা যুদ্ধশিশু;
যাদের কৃপায় তোমাদের অস্তিত্ব টিকে আছে আজ
বাংলাদেশ নামক এক মানচিত্রে।

মা এখনো তাকে খোঁজে

রোকেয়া দীপা

৭'মার্চের ভাষণ ঘর ছাড়া করেছিল যাকে
সে ফিরে আসেনি
পঁচাত্তর বছরের জ্যোতি ক্ষয়ে যাওয়া চোখ দুটো
জানালার পর্দা সরিয়ে এখনো খোঁজে ফিরে আশা;
কবে ফিরসে সে ঘরে?

পিতাকে দেখার সুযোগ হয়নি
শোক-তাপ আর ক্ষুধার জ্বালায় মা'য়ের-
অশ্রু বিসর্জনের সবটাই দেখি
আক্ষেপ নিয়ে তাই নিত্য চাল ডালের হিসাব কষে যাই

পুঁজিবাদী সমাজ গদগদ করে গিলে খায়
গরিবের অধিকার
নেউরে কুকুরের মত লানা ফেলে সামনে এগোয় কেউ
অথচ জানালাটি খোলা আজ তিপ্পান্ন বছর
কেউ বসে আছে আশা নিয়ে-কবে ফিরবে সে ঘরে?

খিদা লাগসে

এইচ বি রিতা

খিদা লাগসে। মনে অয় মাডি কামড়াই খাই। কতদিন ধোঁয়া উডা গরম ভাত দেহিনা চোক্ষে। লগে ইলিশ ভাজা।

আহা! আগে কি সুন্দর দিন কাডাইতাম। খাইতে বইলেই সকিনার বাপ হের পাতের থেইকা আমারে গরম ভাত,

মাছের ভাজা আর হুগনা মইস তুইলা দিতো। আইজ বহুত বছর আমারে কেউ এমুন কইরা বাইড়া খাওয়ায় না।

খিদার জন্যি ঘুম আহেনা। মাইঝ রাইতে ফেডো কামড়ানি দেয়।

মাইনষে আমারে খাওন দেয়না। কয়, জটওয়ালী ফাগলী। গতরে গন্ধ, মাতায় জট, আঁইষটা কাফড়। আমারে দেখলেই হগলে ইটা লইয়া দৌড়ায়। গরম ভাতের মাড় ছুঁইড়া দেয় গতরে।

হেদিন, আমার সকিনারে রাজাকাররা ধইরা নিয়া তুইলা দিসিলো পাক সেনাগর হাতো। কইসিলাম, মা রে আল্লাহর নাম লইয়া যা। জীবন কোরবানি দে। দেশ স্বাধীন হোউক। মাইনষে আমারে হেইদিনই কইসিলো, তুই মা না, তুই ডাইনি।

তুমি ফাগল।

সকিনা আমার ফিরা আইসিলো লাশ হইয়া। ছিঁড়াবিড়া খাইসিলো হেরা আমার সকিনারে। আমি হেইদিনই ফাগল অইসিলাম। তয় সকিনায় মইরা গিয়া বাঁচাই দিসিল মীর্জানগরের বহুত মাইনষের পরাণ।

সকিনার বাপে গেসিলো যুদ্ধে। আর আইলোনা ফিরা।

ঘর গেলো, ভিটা গেলো, সোয়ামি-কইন্যা সব গেলো।

এক কাফড়ে হেরা আমারে গেরাম ছাড়া করলো। হেইদিন আমি, আবার ফাগল অইলাম।

যেইদিন শহর গেলাম, খাওন দিবো কইয়া এক স্যার আমারে রাইতের বেলা গাড়িতে কইরা তুইলা নিলো। সক্কালে আবার ছাইড়াও দিলো। খাওন দিলোনা। তয়, হারা রাইত আমারে খাইলো। আমি হেইদিনও পাগল অইসিলাম।

আইজ যহন দেহি, ক্ষমতায় বইসা রাজাকারের গলায়

ফুলের মালা, তহন আমি ফাগল অই। যহন দেহি, রাজাকারেরা বাংলার পতাকা হাতে ঘুইরা বেড়ায়, তহন ফাগল অই। যহন পাকিস্তানের খেলা দেইখা আমাগর পুলাপান, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' কইয়া চিক্কুর দেয়, তহন আবার ফাগল অই।

খিদা লাগলেই ফাগল অই। হারা দিন-রাইত খালি ফাগল ফাগল লাগে। মইদ্ধে মইদ্ধে মুন চায়, চুরি করি এক থাল গরম ভাত। লগে ইলিশ ভাজা আর কয়ডা হুগনা মইচ।

ফেডো বড় খিদা। ফাগলেরও ভুখ লাগে-কেউ বোঝে না।

raju law

ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA

HELLO
New York

WE'RE
HIRING

Assistant
Branch Manager

REQUIREMENTS

- Bachelor's degree from any discipline
- English & Bengali speaking
- Weekly 40 hours
- In person
- Prior management & communication experience (Preferable)
- International students are also eligible under OPT/CPT

Send your CV and a cover letter to
hr@rajulaw.com by
07th April, 2024

@ info@rajulaw.com ☎ 833-725-8529 (24x7)

Head Office (Washington DC)
301-919-3610

BRANCH OFFICES

Atlanta : 770-655-9166
458-272-5793
Los Angeles : 323-499-5815
213-729-9345
Bangladesh : 01602-270365
01760-697648
01728-383454

NEW YORK BRANCH
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375
934-345-7003

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry

CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99

SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68

Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES

- CDPAP/ PCA/ HHA
- No Certificate Required
- Highest pay With Benefit

We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole

Dr,Gee Cee pat
Vice President

Dr,Shajadi Parvin
CEO/President

WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK AT HOME

NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি

FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP

Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372

jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432

Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214

Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482

Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215

We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country

cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
28 March 2024, Thursday, Issue 367

২৮ মার্চ ২০২৪, ১৪ চৈত্র ১৪৩০, ১৮ রমজান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার পার্টি

কুইন্স

বিশেষ সম্মানীত অতিথি হিসেবে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ম্যালিন্ডা ক্যাটজ সকলকে রমজানের শুভেচ্ছা জানান।

ডেস্ক রিপোর্ট

২৩ মার্চ শনিবার কুইন্সের জয়া পার্টি হলে বাপা'র আয়োজনে ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। এতে এনওয়াইপিডি'র সর্বস্তরের সদস্য ছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রতিনিধিত্বকারী তিন শতাধিক ব্যক্তিবর্গ। বিশেষ সম্মানীত অতিথি হিসেবে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ম্যালিন্ডা ক্যাটজ সকলকে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশি মুসলিম আমেরিকানরা কুইন্স কাউন্টি তথা নিউইয়র্ক সিটির অহংকারের অংশিদার এবং এই সিটির ভবিষ্যত বিনির্মাণেও অন্যতম সহায়ক শক্তি।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) ইফতার পার্টির স্পন্সর ছিলেন কুইন্স ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী । পবিত্র রমজানের প্রতিদিনই কোন না কোন মসজিদে মুসল্লিদের মাঝে ইফতার পরিবেশন করেন তিনি।

বাপার প্রেসিডেন্ট (সুপারভাইজার ডিটেকটিভ স্কোয়াড) এরশাদ সিদ্দিকের সভাপতিত্বে ইফতার-ডিনার মাহফিল

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

এনওয়াইপিডি অফিসারকে গুলি করে হত্যা

বিশেষ প্রতিনিধি

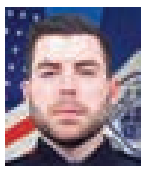

জনাথন দিলার

কর্তব্যরত অবস্থায় দুর্বৃত্তের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন নিউইয়র্ক পুলিশের এক চৌকস কর্মকর্তা। ২৫ মার্চ সোমবার সন্ধ্যা ছয়টার কিছু আগে কুইনসের ফার রকওয়ে এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে কমিউনিটি রেসপন্স টিমের একজন হিসেবে গাড়ি তল্লাশি করতে গিয়েছিলেন অফিসার জনাথন দিলার (৩১)। বাস স্ট্যান্ডে পার্ক করা গাড়ির চালকের পাশের যাত্রী আসনে বসা লোককে তল্লাশির জন্য বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিলে বিপত্তি ঘটে। পুরোনো জেল খাটা অপরাধী গাই রিভেরা চালকের আসন থেকে বেরইয়ে আসতে অস্বীকার করলে পুলিশ গুলি চালায়। রিভেরার পালটা গুলি অফিসার জনাথন দিলার পেটে লাগে।

মুহূর্তে ঘটনাস্থলের দৃশ্যপট পাল্টে যায়। পুলিশ অফিসার ও গাই রিভেরা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে পথচারীরা। দ্রুত নিকটস্থ জামাইকা হাসপাতালে নেয়ার পর পুলিশ

দুর্বৃত্ত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। অফিসার জনাথনের পেটে গুলি লেগেছিল। হাসপাতালে পরে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। চাকুরিতে মাত্র তিন বছরের অফিসার জনাথন দিলার স্ত্রী এবং মাত্র এক বছরের শিশু সন্তান রেখে গেছেন।

পুলিশ অফিসার মৃত্যুর সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মেয়র ও পুলিশ কমিশনার দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সংবাদ সম্মেলনে। পুরো এলাকা সন্ধ্যা থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়। পুলিশ কমিশনার এডোয়ার্ড ক্যাভান বলেছেন, আজ সিটি একজন বীরকে হারিয়েছে। একজন স্ত্রী তাঁর স্বামী হারিয়েছেন, এক অবোধ শিশু তার বাবা হারিয়েছে। প্রতিদিন সিটির

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

ব্রংক্সের খলিল বিরিয়ানি হাউজের ফুড কোর্টে স্পেশাল সেহরির আয়োজন

সাড়া ফেলেছে খলিল বিরিয়ানির সেহরি পার্টি

কমিউনিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

শনিবার ২৩ মার্চ রাতে অনুষ্ঠিত হলো কমিউনিটিতে সাড়া জাগানো শেফ খলিলের সেহরী পার্টি।

ব্রংক্সের খলিল বিরিয়ানি হাউজের ফুড কোর্টের সুপরিসর রুমে ধর্মপ্রান মুসলমানদের জন্য এই স্পেশাল সেহরির আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট বাইডেনপদক এবং বৃটিশ কারী এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সেফ খলিল রাত জেগে নিজ হাতে রোজাদারদের সেবা দিতে সেহরী প্রস্তুত করেন।ওপেন বাফেটের সেহরী খাবারে নানা ধরনের বৈচিত্রময় খাবারের আয়োজন ছিলো। ইলিশ মাছ ভুনা থেকে কয়েকপদের মাছের তরকারী,গরু খাসি ভুনা,সাদা ভাত , পোলাও , নান রুটি, কলা , দুধ, নানা রকমের ফল, মিষ্টি ইত্যাদি। ছিলো চা, কফি সহ নানা আয়োজন।

রেস্তোরাঁর দেয়ালে টাঙানো ঘড়িতে তখন রাত দুটো।অথচ সন্ধ্যায় ইফতারের সময়ের যেমন জমজমাট অবস্থা থাকে, তেমনই দেখা গেল ব্রঙ্কসের খলিল ফুড কোর্টে। নানা বয়সী মানুষের উপস্থিতিতে রীতিমতো গমগম করছিল সুপরিসর রেস্তোরাঁটি। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতিও ছিলো চোখে পড়ার মতো। কুইন্স, নর্থ ব্রঙ্কস সহ নানা এলাকার মানুষ ছুটে এসেছিলেন খলিলের সেহরি পার্টির মজাদার খাবার উপভোগ করার জন্য।

মিডিয়াকর্মীদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, নবযুগ সম্পাদক সাহাব উদ্দীন সাগর, সাংবাদিক শাহেদ আলম,যমুনা টিভির হাসানুজ্জামান সাকি, সাংবাদিক দিদার চৌধুরি, ইউএস অন লাইন সম্পাদক সাখাওয়াত সেলিম, সাংবাদিক এম বি তুশার, টাইম টিভির ব্রডকাষ্ট ইন্জিনিয়ার সামিউল ইসলাম,তার সহধর্মিনি আশরাফি পলক, সাংবাদিক হাবিব রহমান প্রমুখ।

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন স্বপরিবারে এডভোকেট এন মজুমদার, সিপিএ জাকির চৌধুরি,বাফার প্রেসিডেন্ট ফরিদা ইয়াসমিন, বিবিএ সাধারণ সম্পাদক এ ইসলাম মামুন, কমিউনিটি নেতা মোজাফফর হোসেন, কামরুজ্জামান

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

কমিউনিটি অপ:এডে মেয়র

'সিটি অফ ইয়েস' পরিকল্পনায় স্টেটকেও কাজ করতে হবে

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

'সিটি অফ ইয়েস'-পরিকল্পনার অধীনে উপাসনালয়ের ব্যাকইয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে হবে বলে জানান মেয়র এরিক অ্যাডামস্। নিউইয়র্ক শহরে বসবাসের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সুন্দর পরিবার গড়ে তোলতে, পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নিউ ইয়র্কবাসীদের দৃঢ় ভিত্তি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

জাহাজের ডাটা রেকর্ডার উদ্ধার, জানা যাবে কারণ

বাল্টিমোরে সেতু ধস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোরে সেতু ধসের ঘটনায় ধাক্কা খাওয়া পণ্যবাহী জাহাজ থেকে ডাটা রেকর্ডার উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। তাদের আশা, কী কারণে জাহাজটি সেতুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে, তার কারণ জানা যাবে রেকর্ডার থেকে।

মার্কিন নিরাপত্তা সংস্থার প্রাথমিক ধারণা, বাল্টিমোরের হারবার ছেড়ে যাওয়ার সময় জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে থাকতে পারে। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, তা হলো সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী কার্গো জাহাজ ডালি সেতুতে ধাক্কা মারার আগে সেটির বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিলো। এমনকি ইঞ্জিনেও কোনো শক্তি ছিলো না।

সমস্যা সমাধানে বারবার অ্যালার্ম বাজানো হয়। ক্রুরা মরিয়াভাবে জাহাজটিতে বিদ্যুত ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যদিও ডালির একটি জরুরি জেনারেটর ছিলো। কিন্তু ইঞ্জিনগুলোর শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি সেই জেনারেটর। বাল্টিমোরে আঘাত করা জাহাজ ও সেতু সম্পর্কে যা জানা গেলবাল্টিমোরে আঘাত করা জাহাজ ও সেতু সম্পর্কে যা জানা গেল

এদিকে, সেতু ধসের ঘটনায় নিখোঁজ ৬ জনের কেউই বেঁচে নেই বলে আশঙ্কা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

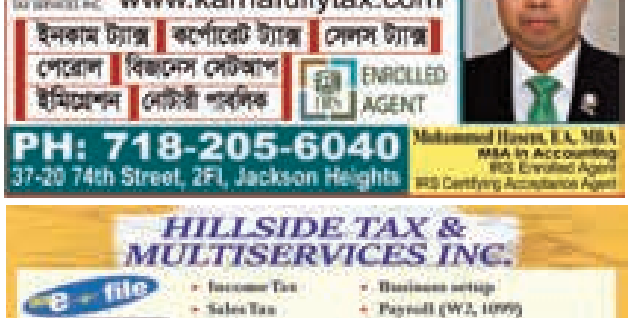

Immigrant Elder Home Care LLC

বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com